

# আমার ফাঁসি চাই

<http://amarfashichai.blogspot.com/>



মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেনু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারীভাবে স্মৃতিক অবস্থিত ঘোষিত

# আমার ফাঁসি চাই



আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাঁ দিক থেকে 'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিঘুর রহমান রেনু এবং যুদ্ধে তার সাথী মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন (বাবুল আফান) এই ছবিটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তোলা।

এই ছবিটি মুক্তিযুদ্ধ সাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

**মুক্তিযোদ্ধা মতিঘুর রহমান রেনু**

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারীভাবে সশ্রীক অবাস্তিত ঘোষিত**

## উৎসর্গ

---

দেশপ্রেম বিবর্তিত মেহা-নেত্রীর বদলে গড়ে যে  
সমস্ত প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র-যুবক তাঁদের  
ভবিষ্যৎ এবং জীবন বিসর্জন দিয়েছে, 'আমার  
ফাঁসি চাই' গ্রন্থটি তাঁদের জন্য।

আমার ফাঁসি চাই

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান কেন্দ্র

---

প্রকাশক :

স্বর্ণ লতা ও বন লতা

---

প্রকাশ কাল :

স্বাধীনতা দিবস ১৯৯৯

---

মূল্য : ৭৫ (পঁচাত্তর টাকা) মাত্র ।



गणराज्य भारत

दिनांक २२ मार्च १९९०

# गणराज्य भूमिदाता प्रश्न

22 MAR 1990

(कृषि) कृषिदाता प्रश्न

कृषि विभाग, भारत

भारत सरकार, नई दिल्ली

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग, भारत

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग



যদি পুলিশের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬৬ খারাব জবানবন্দী।" যদি মার্কিনিস্ট্রের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬৪ খারাব জবানবন্দী।" কিন্তু জনতার উদ্দেশ্যে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর কোন খারাব নেই। যেহেতু এই গ্রন্থটি জনতার উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ধরনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, তাই গ্রন্থটির নাম দিচ্ছি "আমার কঁসি চাই"। যদি বলা যায় মিটার X অপরাধ করেছে। মিটার X এর কঁসি চাই। তাহলে নিজে অপরাধ করলে কি বলা উচিত না আমার কঁসি চাই? তাই গ্রন্থটির নাম রেবেছি "আমার কঁসি চাই?"

## ভূমিকা

আমার বিশ্বাস অতীতের সত্য ঘটনা বা ইতিহাস চরম থাকলে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা হাতো আসতে পারে। শুধু আমি আছি বা আমি এমন সমস্ত ঘটনাবলীই কেবল এখানে লিখিত হলো। তবে আমার লেখা বা জানার বাইরে অন্য কিছু নেই, এটা একেবারেই ঠিক নয়। প্রবণটি আছে।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের একটা বিষয় লিখির হয়ে চলে গে, যারা রাজনীতি করেন বা বেশ চালান তারা আমাদের চাইতে খুব বেশি কিছু বোঝেন তা গোটেও নয়। আমাদের ধারণার আলশাশ নিয়েই তাকের দাঁতনা। আমাদের চাইতে খুব বেশি জ্ঞান, মেধা, যোগাতা রাজনীতিবিশেষ আছে, এমন ভাববাতও কোনই কারণ নেই। এবং কোন কোন ব্যক্তির বিষয়ে তাদের ধ্যানধারণা ও জ্ঞানের চাইতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সেই তুলনায় অনেক বেশি। অল্পত বাংলাদেশের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের বোলায় এটা মোল অন্য সত্তা।

কত নাচ প্রকৃতির এবং কত শোভী ও ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির মানুষেরা কত উপরে আসীন, সাধারণ জনতার কাছে তা তুলে ধরার জন্যই এই নই লেখার প্রয়াস আমার। বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি বিশেষ করে আগামী স্বতন্ত্রের মানুষদের জন্য এই ধরনের বই বা পুস্তক লেখা উচিত কিনা এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা-চাবনা, আলোচনা-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি-রাজনীতির অধ্যয়নের কোন সত্তা ও ততাকে কথঞ্চিৎ না করে, যতটুকু জেনেছি তাই-ই গাননমক্ষে তুলে ধরব এই ভেবে যে, তা যদি বর্তমান এবং আগামী দিনের মানুষের কোন কাণো লাগে।

এই গ্রন্থ বা পুস্তক পাড়ে কোন কোন পাঠক আমাদের অকথা ভাষার পাণি-খালাজ করবেন, পাঠলে তার চাইতেও ভয়ানক চরম বক্তৃতা নেকেন। আবার কোন কোন পাঠক হয়তো সতর্ক-মানবদান হয়ে বিস্তর চিন্তা-চাবনা করে আগামী দিনের রাজনৈতিক পথ চলাবেন।

পাঠক কি করবেন, এটা একবারই পাঠকের নিজস্ব ব্যাপার। তবে আমরা এটাকে প্রকাশ করা আমাদের একান্তই দায়িত্ব মনে করেছি।

আমাদের সমস্ত বিপদের কথা চিন্তা করে সকলেই একবারেই বইটি এখন প্রকাশ না করে, শেষ

হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকতেন না, তখন প্রকাশ করার পক্ষে যায় দিতোছেন। কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্মিলিত নকশের হারের সাথে একমত হইনি এই জন্যে যে, মানুষের (শেখ হাসিনার) মূল্য মুহুর্তে তাঁর পিছনেও কথা কান করে দেওয়ার মধ্যে কোন সংসাহ বা কৃতিত্ব থাকতে পারে না।

তাই ভবিষ্যৎ বিভ্রমের সম্ভাবনা ছোঁলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলেই এই গ্রন্থ বা পুস্তক প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবন মানে পরাজিত হওয়া নয়, অবিরাম যুদ্ধ করা। তবে আল্লাহ মারে কে?

পাঠক মনে করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবকিছু ভাবে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অবাক্তিত্ব ঘোষণা করার জন্যই আমরা এই জাতীয় লেখা তৈরি করেছি। হ্যাঁ, এটা খুবই সত্যি কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রক্তক্ষয়িত্ব আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অবাক্তিত্ব ঘোষণা করে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় না দিলে হয়তো আমাদের মাথার এই গ্রন্থ লেখার বিষয়টি আসতো না।

পুলিশ, সিআইডি, ডিবি, আইবি, এনএসআই, তিজিএফআইসহ রাষ্ট্রের সকল সংস্থা আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অবাক্তিত্ব ঘোষণা করে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ আমদেশই আমাদের মাথায় এই বই বা গ্রন্থ লেখার বিষয় এনে দেয়।

এখানে যা লেখা হয়েছে তার সবকিছুই বাস্তবের ছবি। আমরা শুধু সত্য বিষয়ের উপর কথার ঘালা পৌঁছেছি।

আমাদের চিন্তায় এই বিষয়গুলো জাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ বেকায়দা আমদেশের প্রতি আমরা যারপর নাট কৃতজ্ঞ। কারণ সেই পুত্র থেকেই এত কিছু বিদ্যমান।

রাষ্ট্রের নাগরিককে অবাক্তিত্ব ঘোষণা শুধু সংবিধান বিরোধী এবং বেআইনিই নয়, এটা হচ্ছে শপথ ব্যাক্যের স্পষ্ট বরখেলান।

১৯৮৬ সালের ২৩শে জুন সফর নাটকীয় বক্তব্যের দরবার ভাঙে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা শপথ নিয়ে বলেছিলেন, আমি শেখ হাসিনা সন্তুষ্টিতে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিহীনতার সঙ্গে পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগততা পোষণ করিব। আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং আমি উচিত বা অনুগ্রহ, অনুগত বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী ব্যবহিত আচরণ করিব।

রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়। এই বিষয়টি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা সোশে ফেয়ার পরদিন থেকে ১৯৮৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ষোল বছর বিতানহীন ঘন্ডেও অবদান করিয়ে অংশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের আড়িয়ে দিলেন। আমরা পরাজিত হলাম। শুধুও বোঝাতে পারলাম না, রাজনীতি মানুষকে দেওয়াই জন্য, পাওয়াই জন্য নয়। সত্যি কথা বলার প্রবল নৃত্য আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের কাছে নিপুণতায় করে তুলেছিলো।

ব্যক্তিগতভাবে মিনি অসং, বেসিমান, নিমকহার্য এবং দুর্নায়েক। তিনি কী রক্তিক্ত বা নমাজ জীবনে সং সম্মান্য হতে পারেন।

## প্রকাশকের কথা

সেখন মুক্তিযোদ্ধা মতিবুর রহমান বেটু ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে গারো মাঠে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। মৃত্যুর সাথে পাশে লাড়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় নবম শ্রেণীর ছাত্র ইতোশ লেখক যুদ্ধ করে আমাদের দেশ স্বাধীন করেছেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি আমাদের অতীতের, আমাদের গর্ব। সম্ভবত তিনিই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা যার প্রবাদী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেয়া মনন “মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে” সংরক্ষিত আছে।

নির্বেদিত্যার আমান আহমেদ মৌদুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার এর কাছ থেকে '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্ষায়ে সেনানিবাস (ক্যাম্পমেন্ট) এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে মুক্তিযোদ্ধার যে তালিকা সংরক্ষিত হয় ভারতীয় সেই তালিকার ১নং তালিকা-এর ৪৬২ নং নামটি লেখকের। তার পরবর্তী পর্ষায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার লগ্নয়ে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) ঐতালিকা ১টি সংরক্ষণ করেন এবং এই ভারতীয় তালিকা অনুযায়ী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিশ্রুতির বশে মুক্তিযোদ্ধাদের মনন দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরকৃত ০৪২৭৬ নং মুক্তিযোদ্ধা মননটি লেখকের।

লেখক লম্বলক্ষ শেখ মুজিব ইত্যার প্রতিবাসে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হন। কারাবরণ করেন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর লেখক শেখ হাসিনার অনিষিত কনসাল্টেণ্ট থাকেন। লেখকের স্ত্রী লজ্জা আক্তারী মহনা ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯ বছর শেখ হাসিনার অধিবাসিক হাটিক সেজেটাপী থাকেন।

১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারী ভাবে লেখক এবং তার স্ত্রীকে অবাঞ্ছিত মোদণা করেন। লেখক ও তার স্ত্রী আইনজীবী হাফিজা নিজেদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঐ অবাঞ্ছিত মোদণা বে-আইনী দাবী করে হাইকোর্টে মামলা করেন।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিতর নিয়ে লেখক রাজনীতিতে লবেশ করেন। '৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭/২৮ বছর তিনি রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িয়েপড়িয়ে জড়িত আছেন। ২৭/২৮ বছরের বাংলাদেশের রাজনীতির নেপথ্যের অনেক কাহিনী লেখকের জানা আছে এবং ঐ দীর্ঘ সময়ের অনেক নেপথ্য কাহিনীর সাথে লেখক নিজেই জড়িত।

২৭/২৮ বছরের রাজনীতির নেপথ্যের কাহিনীর উপরই তিনি বহু “আমার ফাঁস চাই” গ্রন্থটি রচিত।

বিশেষত '৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে '৯৭ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনীতির নেপথ্যের অনেক কাহিনী লেখক তার ঐ গ্রন্থে ফাঁস করে দিয়েছেন।

এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে, “আমার ফাঁস চাই” বইটি পড়লে যে কেউ বিশেষত তরুণ-যুবক-ছাত্র সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রভাটপার হাত থেকে বেঁচে যাবেন।



৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা যোজনা, মুক্তিযুদ্ধ, সিয়াজ সিকদার হত্যার একদলীয় শাসন, শেষ মুজিব হত্যার খবরকার মুশতাক রহিমপতি, জেল হত্যার ওয়া নভেবর অনুষ্ঠান, ৭৬ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব।

৭ই মার্চের জাফন	১২
জারজে পলায়ন	৩৩
মুহে পলায়ন	৩৪
হাতিয়ে হাওয়া শেষ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আন	৩৭
রাজনীতিতে শেষ হাসিনা	৩৯
এই জিয়া সেই জিয়া নয়	৪১
রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যার	৪১
সেবানন ট্রেনিং	৪৪
এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ	৪৬
৮৬-র মধ্য কেন্দ্রকারীতে হত্যার হত্যার	৪৬
মেলিম ও সেলোয়ার হত্যার	৫১
সেনাদ্রোহী অসজা স্বাধীন	৫৩
৮৬-র নির্বাচন	৫৪
আন্দোলন আন্দোলন খেলা	৫৭
ছিয়াশির পার্লামেন্টে গেসে দেওয়া	৫৮
এরশাদ পতনে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার	৫৯
এরশাদ পতনে সেনাদ্রোহীর কুর্নিধ্য	৫৯
পদত্যাগ নাটক	৬১
টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী	৬২
জাহানারা ইমাম ও শেষ হাসিনা	৬২
গোলাম আযম ও শেষ হাসিনা বৈঠক	৬৩
১৯৯২ এর হিমু-মুলিম রাফট	৬৪
শেখ হাসিনার-গোলাম আযমের ২য় বৈঠক	৬৮
নির্বাচন স্বাধীনতার দাবি	৬৮
শেখ হাসিনা এবং মেজর হান্নিক	৭১
রুম্মালে গুঁসাবিন	৭১
আজ আমি বেশি খাব	৭২
টাকার জাফ দিতে হলে	৭২
জাহানারা ইমাম মরেছে, আশাদ গেছে	৭৩
শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি	৭৩
স্বাধীন-স্বাধীন রাষ্ট্র কাটাঘনি	৭৫
অভূত চরিত্র কর্তৃক ও জাফ	৭৬
রাজাকারের ফেলের মাঝে বিয়ে দেব না	৭৭



সব যান, বের হন	৭৭
এক কোটি মাতঙ্গিল নজ টাকা	৭৮
নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন	৭৮
আমার সাথে বেইমানী করেছে	৭৯
আওয়ামী লীগের শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র	৮০
জনতাকে শত্রু ধাক্কায় বসুন্ধরা	৮১
খাতা-কলম গোলা-বাকুল ও মিশখর কাহিনী	৮১
জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা	৮৪
পুলিশের লাশ চাই, মিনিটারীর লাশ চাই	৮৫
বেইমানটা আসছে	৮৭
নগ্নাক, মস্তী ও জনতার মঞ্চ	৮৮
শেখ হাসিনা-জেনারেল নাসিমের বৈঠক	৮৮
মৌকা ৪ দুর্গা দেবীর বাহন	৮৯
রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি	৯০
হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা	৯১
সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট	৯২
শেনসিভিল কাহিনী	৯৩
আবু হেনার আগমন	৯৬
ঐক্যমত্যের সরকার	৯৬
রওশন এরশাদের পা ঘর	৯৮
হানিফ এলগিআরাকি মস্তী	৯৯
সবার মুখ ভালো	১০০
আমার সাথে বেইমানী	১০০
বেদামাল	১০১
দুই ধোনের ভাগাভাগি	১০২
শেখার বাজার কেলেকারী	১০৩
ওরা ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা	১০৪
ভট্টরেটে ভিড়ি পাড়য়া	১০৫
প্রথম আমেরিকা সফর	১০৬
খুদা বিদান কন্য	১০৮
কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা	১১০
নিচারণপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রক্তিশক্তি ইংগিত	১১২
বেশম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মানবতা	১১৪
গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বুড়ি	১১৫
ঘর ভাঙ্গা আনছে এবং তাঃ মহিউদ্দিন মস্তী	১১৭
অনাক্ষিত খোষণা	১১৮
দশ টাকার নোটে শেখ মুজিবের ছবি	১১৯
পুলিশের পুলিশে কেউ মারাত্মক মার	১২০
রাজাকারের জেলের সাথে বিয়ে দেন না	৭৭

সব যান, বের হন	৭৭
এক কোটি মাত্রিশ লক্ষ টাকা	৭৮
নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন	৭৮
আমার সাথে বেঈমানী করেছে	৭৯
আধ্যাত্মী লীগের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব	৮০
জনতাকে শান্ত থাকার বক্তৃতা	৮১
খাতা কলম গোলা-বাক্স ও নিগূহের কাহিনী	৮১
জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দরলের প্রস্তাব	৮৪
পুলিশের লাশ চাই, মিলিটারীর লাশ চাই	৮৫
বেঈমানটা আসছে	৮৭
নাগক, মন্ত্রী ও জনতার মঞ্চ	৮৮
শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের বৈঠক	৮৮
বৌকা : দুর্গা দেবীর বাহন	৮৯
রাজ্যাকারের কাছে আসন বিক্রি	৯০
হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা	৯১
সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট	৯২
পেনসিভিল কাহিনী	৯৩
জগু হেনার আগমন	৯৬
ঐকমত্যের সরকার	৯৬
রাওশন এরশাদের পা বরা	৯৮
হানিফ এলজিআরবি মন্ত্রী	৯৯
সবার মুখ কাশো	১০০
আমার সাথে বেঈমানী	১০০
বেসামান	১০১
দুই বোনের ভাণ্ডারপি	১০২
শেখার বাজার কেলেকারী	১০৩
ওরা ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা	১০৪
ভরতেই ভিঁরি পাওয়া	১০৫
প্রথম আমেরিকা সফর	১০৬
যুদ্ধ বিমান হস্ত	১০৮
কাদের সিদ্ধিকী বনাম শেখ হাসিনা	১১০
নিচারণপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রক্তপতি হত্যাকাণ্ড	১১২
বেশম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মানসা	১১৪
গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম তুষ্টি	১১৫
ছত্র ভাঙ্গা আসছে এবং চঃ মহিউদ্দিন মন্ত্রী	১১৭
অব্যক্তিত্ব খোঁষণা	১১৮
দশ টাকার নোট শেখ মুজিবের ছবি	১১৯
পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি	১২০

৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেষ মুজিব হত্যা, মুশতাক রাষ্ট্রপতি, জেল হত্যা, ওরা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব।

১৯৬৯ সাল বাঙালি বীরোচিত এক সংগ্রামের মাধ্যমে কংগ্রেস থেকে বের করে আনলো বাঙালির অবিভক্তচিত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তৎকালীন আগরতলা যড়যন্ত্র মামলায় অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এক প্রহসনমূলক বিচার করেছিল শেখ মুজিবুর রহমানসহ সামরিক-বেসামরিক বাঙালি কিছু লোককে। বিচারে জার মানুষ এই মামলা এবং বিচার গ্রহণ করেনি শুধু তাই নয় এই মামলা ও বিচারের বিরুদ্ধে তাঁর গণ আন্দোলন করে বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করলো এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত বাকিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। আমাদের এই দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতার পরে এই আগরতলা যড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বাকিদের সাথে প্রায়শ্চিত্ত যত্নে কানা যায় যা হলে পাকিস্তান যে আমাদের উপনিবেশ হতো সে হতো এবং ধর্মের নামে বাঙালিদের শোষণ করছে এটা তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। উপনিবেশিক শোষণ ও বাঙালিদের বিশেষ করে বাঙালি সৈনিকদের বঞ্চিত করার বসয়াঙ্কাল নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালিদের মধ্য কানামুদা চলেছিল। পাকিস্তান সেনা-বাহিনীর বাঙালি সৈনিকরা তাদের প্রাণ্য পালনা নিয়ে ভরতে পারছে না এবং এমনি মুহর্তে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ সামরিক-বেসামরিক বাঙালিদের প্রত্যাহার করে ও আগরতলা যড়যন্ত্র মামলা সাজায়।

এই মামলায় অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ছাড়ান করতে এই বকম কোন কারিগর সিদ্ধান্ত সে সময় নেয়ান। তাঁর প্রথম নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়িলো এ মামলায় এমন অনৈতিক কিছু ছিলো যার কিছুই জানতেন না। শুধু বাঙালি ইণ্ডিয়র কারণেই মূলত অভিযুক্ত হোঁচকোলেন। পাকিস্তান আমাদের অধিকার সচেতনকে অস্বাভাবিক ধর ম করে দেখার জন্যই এই আগরতলা যড়যন্ত্র মামলায় নৃশংস কার্য ছিল। এমন অনেক অভিযুক্ত ছিলো যার ওপর কারিগরদের অসম্মত কার্যক্রম চলতো। কিন্তু শেখ মুজিবকে আর কখনও দেখাননি। এক প্রকৃত্যে পাকিস্তান যাক বাঙালিদেরকে ছাড়ান করে ফেলার এমন কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অভিযুক্তদের কারোই কথায় ছিল না বলে আগরতলা মামলায় প্রায় অভিযুক্তদের কাছে থেকে জানা যায়। অভিযুক্তদের প্রায় সবাইই বলেন বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং নিগোত্রনের জন্যই মূলত পাকিস্তান সরকার তিনাক স্থান বাঁধিয়ে এই আগরতলা মামলা দিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানের নির্বাচনের বিরুদ্ধে বীরোচিত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্ত করে আনে।

১৯৬৯ সালই ছাত্র নেতা ভোলায়াল আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-জনতার বিশাল সভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ (এমএনএ) এর এবং প্রাদেশিক পরিষদের (এমপিএ) নির্বাচন ঘোষণা করে মজলুম জননেতা মাজলুম আবুল হাফিজ খান ভাসানীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বামপন্থী



রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন বর্জনের জোড়াতালি অফিসে জানান। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর বক্তব্য ছিল পাকিস্তানি সরকারের নির্বাচনী চরম পন্থা দিয়ে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার সংগ্রাম শুরু করা উচিত। তাদের শোষণ ছিল নির্বাচনে লাঞ্ছনার পূর্ববাংলা স্বাধীন কর। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি জনগণকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান করেন। জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অতীতপূর্ব সাড়া দিলো। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী জোড়ার বয়ে গেল। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগকে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসন ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে বিজয়ী করলো। মোট ভোটের শতকরা ৯০টি ভোট বঙ্গবন্ধু এবং তার দল পেলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হলেন। পাকিস্তানের উৎকলীন রক্তপাতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিতও করলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়ার নানা চক্রান্ত শুরু করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হল অপ্রয়োজনীয় মত। বাঙালিরা চরম উৎকণ্ঠিত, উত্তেজিত। রাজপথ মিছিলে, মিটিং এ প্রকম্পিত। ঘরে ঘরে মানুষে মানুষে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

সমগ্র বাঙালি কেন্দ্র ভাবিত। আছে গণিতের অসংখ্য নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে। তিনি যা বলেছেন তাদের পক্ষে বাঙালি শুই করেছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক ইতিহাস দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। যে কোন ধরনের কর্মসূচিতে শুধু শেখ মুজিবকে ঘোষণা করলে যতটুকু দেবী-তিনি যে কোন কর্মসূচী ঘোষণা দেওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ নীতিতে বাঙালি তা বাস্তবায়িত করেছে। উদ্বল জাতিও মুখ্য শুধু একটি শ্রেণীর গর্জন করে ফিরছে, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

## ৭ই মার্চের ভাষণ

এবই মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ বেলাকান্ধা মসজিদ (সাবেক মাদারী উদ্যান) জনসভা ডাকলেন। ভোর না হইতই লক্ষ লক্ষ বাঙালি কেন্দ্রকার্ণ মসজিদে সমবেত হলেন। স্বাধীনতা প্রার্থী নেতার রাষ্ট্র শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। পাকিস্তান সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্য ৪টি কন্ডিশন বা দাবি দিয়ে তার ভাষণ শেষ করলেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম, তারপর তিনি বিবচনবা করে দেখবেন এসেবলীতে ফাবেন কি হবে না যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তারপরও বলা যায় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭১ এর ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। ৭ই মার্চ '৭১ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। অজ্ঞাত কারণে তিনি '৭১-এর ৭ই মার্চ পাকিস্তানকে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে, স্বাধীনতা ঘোষণা

করতে একটুখানি ব্যক্তি রাখলেন এবং পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে ৪টি দাবি করলেন।  
আবার তার এই দাবি যেনে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সুনির্দিষ্ট কোন সময়সীমাও  
বৈধে দিলেন না। তবে তাঁর নির্দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন চালাই চলছিল তা বজায় রাখার  
নির্দেশ তিনি দেন এবং সেই সাথে নতুন করে বোম্ব করলেন রাজনা-ট্যাক্স সব বন্ধ করে  
দেওয়ার নির্দেশ। হরতাল প্রত্যাহার করলেন। কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কলকাতাবাসী  
সব বন্ধ ঘোষণা করলেন। মাস শেষে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বললেন। শিল্পের  
মালিককে শ্রমিকের বেতন শৌক্কে দিতে বললেন। রেডিও, টেলিভিশন তার সংবাদ পরিবেশন  
না করলে রাষ্ট্রপতির রেডিও টেলিভিশনে যেতে নিষেধ করলেন।

আন্দোলন নতুন মোড় নিল। রাষ্ট্রপতি বৃহত্তর পাকিস্তান স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন গাভাসুর নেই  
কিন্তু ঠিক করে থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে এবং কিতাবে হবে তা নিয়ে ছিল  
অস্পষ্টতা ও সংশয়। কারোই সঠিক কোন পরিষ্কার দাননা ছিল না।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে ৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একক ভাবে সুস্পষ্ট  
করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন, তা কখনো কোন দিন পরিষ্কার জানা যায়নি।  
বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা পরসংখ্যানে জানা যায়, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি  
পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা  
করতেন এবং সুদূর ১২ হাজার মাইল দূর থেকে আসা পাকিস্তানী সৈন্যদের বন্দী করতে  
বলতেন, তাহলে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাহ্যিক সৈন্য ইংল্যান্ড, পুর্নিস ও ভ্রমচর যে  
মড়াই বা যুদ্ধ হতো, সেই যুদ্ধ মাত্র করতে দিলেন যখনই মাহাত্মা বঙ্গবন্ধুর ব'লবন্ধুই  
আমাদের দেশ মুক্ত বা স্বাধীন হত।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পশ্চিম বাংলাদেশ ১৬০০০ জন পূর্ব পাকিস্তানি পাকিস্তান সৈন্য সংখ্যা  
এতই নগণ্য ছিল যে পাকিস্তানি পাকিস্তানি সৈন্য, বাহ্যিক সৈন্যদের কাছে অসহায়  
এবং দুর্গাধীন ছিল। অর্থাৎ এই পাকিস্তানি পাকিস্তানি সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল  
অসহায়। যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে কিন্তু নিজেরা সদস্য যুদ্ধ করে না। এই নগণ্য সংখ্যক  
পাকিস্তানী সৈন্যকে ধরাশায়ী বা পরাস্ত করতে সক্ষম সৈন্য, ও পি, আর, আক্রমণ বি ডি  
আর। পুর্নিস এবং সাভে সাভে কোটি জনতার কোন ক্রমই সত্ত্বাহের বেশি সময় লাগতো না।  
কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা না  
করায় এবং অনির্দিষ্ট সময় নিয়ে পাকিস্তানের কাছে ৪টি দাবি বা লড়াই দেওয়ার সুযোগে  
পাকিস্তান দাবি রাষ্ট্র তাদের সৈন্য এবং অস্ত্র বাংলাদেশে এনেছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ  
পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্তানের যত জন বেঙ্গলি সৈন্য ছিল ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের  
ডায়েরীর পর (৭ই মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত) পাকিস্তান বাংলাদেশে তার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র,  
গোলাবারুদ বহুতর বেশি বৃদ্ধি করে এবং পাকিস্তানি জন বেঙ্গলি সৈন্যের সংখ্যা যখন বাহ্যিক  
সৈন্য সংখ্যার চাইতে বহুতর বেশি বৃদ্ধি হয় তখনই পাকিস্তানীরা বাহ্যিকদের আক্রমণ  
শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে রাষ্ট্রাধীষ্ট বন্ধ  
করে দেওয়ার কথা বলেছেন। আর যা আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করার কথা বলেছেন।  
রাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে টাকা পয়সা  
পাঠানো বন্ধ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে আর এক পয়সাও পাচার  
হতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশে আর একজনও পাকিস্তানি সৈন্য আনা যাবে না একথা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্শ্বস্থান পাই মাঠ থেকে তৎকালীন ঢাকা প্রেসে ও বিমান সড়ক দিন রাত ২৪ ঘণ্টা শুধু সৈন্য আনিং কাজে ব্যবহৃত হতো।

পার্কিস্টান আমদানি দেশ থেকে ১২ হাজার মাইল দূরবর্তী একটি দেশ শুধু দুইটাই মুখ্য নদ। আমদানি বাণিজ্যের মূল পথ শুধু পানি দিয়ে পূরণ করে রাখা হয়েছিল। পার্কিস্টানের চির শত্রুনেপাল ভাঙে এই সরকারের শত্রু হলেও পানি দিয়ে পার্কিস্টানীদের বাংলা দেশে আসে ২৫-২৬ লাখ মানুষ। এই সবই পানি দিয়ে জেগে উঠে। কাবানই মতি মহলে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য প্রবেশ করে। মূলতঃ পানি দিয়ে আসে। দুই বছর ধরে পানি দিয়ে আসে।

পার্কিস্টানীদের দাঁত সময় সময় কাটতে শুধু পানি দিয়ে আসে। এই লক্ষ মানুষকে প্রাণ নিতে হলে। এই লক্ষ লোকের মৃত্যু হলে এই সরকার দুই লক্ষ মার বোম্বার্ডের ইচ্ছা হতো। এই দুই লক্ষ বীরসন্তানের মৃত্যু নিয়েও প্রশংসা আছে। আসলে শেখ মুজিবুর রহমান মানবিকতার স্বাক্ষর করেছিলেন। অন্যরা পার্কিস্টান থেকে নিষ্কৃতি হয়ে আসাদা স্বদেশে পৌঁছেছেন। পার্কিস্টান আমদানি উপর স্বদেশে যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিতে ছিল এবং তাদের মৃত্যু ও হত্যা করে ফলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করতে পারি। এই অর্থাৎ পাকিস্তানি আমদানি স্বদেশে হত্যা করে।

৭১ সালের ৭ই জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান পার্কিস্টানীদের কাছে যে ৮টি দাবি করেছিলেন (১) সামরিক আইন বাতিল করা। (২) সমস্ত সৈন্যবাহিনীর পোশাকের বাবাকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করা। (৩) যেভাবে হওয়া কল ইত্যাদি তার তদন্ত করতে হবে। (৪) আর তার প্রতিনিধিত্বের কাজে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পার্কিস্টানের প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।

এই দাবিগুলোর মূল পাকিস্তানি আমদানি তৎকালীন পার্কিস্টান মুক্তিযুদ্ধ করতে। পার্কিস্টান থেকে নিষ্কৃতি হওয়া মূলতঃ পানি দিয়ে আসে। এই লক্ষ মানুষ হতেও পানি দিয়ে আসে।

পার্কিস্টান ৭১ সালের ৭ই জানুয়ারি পার্কিস্টানি আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে। এই যাত্রায় পাকিস্তানি আমদানি হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পার্কিস্টানের নিষিদ্ধ জন প্রতিনিধিদের নেতা। পার্কিস্টানীরা যদি শেখ মুজিবকে নিষিদ্ধ নেতা হিসাবে ক্ষমতা দিতো। যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্কিস্টানের প্রধানমন্ত্রী হতেন। তাহলে তো আমরা নিষিদ্ধ পার্কিস্টান থেকে নিষ্কৃতি হয়ে আসাদা স্বদেশে পৌঁছেতাম না বা কলকাতা চাইতেন না। জনগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের কাছে পার্কিস্টানি আমদানি ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং বাঙালি জনপ্রতিনিধিরা পার্কিস্টান সরকারে পরিচালনা করবেন। এই তো ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত কথা। পার্কিস্টানের সংসদে গিয়ে বাঙালি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির পার্কিস্টান শাসন করবে। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূলমন্ত্র। ঘটনা প্রবাহের ঐতিহাসিক বিবরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পার্কিস্টানের শেখ বাক্তি যিনি পার্কিস্টানের অধিকৃত দুর্ভাগ্য বিহীন ছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ পার্কিস্টানের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান ছিল পূর্ণ অনুগত। পার্কিস্টান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, পার্কিস্টান টুকরো হয়ে যাক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনই তা চাননি। আর চাননি



বলেই প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরী করার কোন বাস্তব কার্যকর ভূমিকা নেননি।

শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ হলো হিসেনডাস কর্তৃক প্রকাশিত স্পিচ। যে ভাষণে পাকিস্তান সরকার শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের বলায় করা হস্তান্তরের শর্ত প্রদত্ত হয়েছিল। 'আবার ক্ষমতা না দেওয়া হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সতর্ক হিন্দুস্তানী দেখা দিয়েছে।

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষণ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক অনন্য ঐতিহাসিক ভাষণ। যে ভাষণে তিনি স্বাধীনতা অক্ষয় কারাগার স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

সে কারণেই আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবর্তে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে চির বিতর্ক।

আমরা ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে চলে আসে। ২৭ মার্চ দিনাগত রক্ত বারটির পর পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা জেলার উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যা শুরু করে। ২৭শে মার্চ দিনাগত রক্তের রাত অতীত হয়ে গেছে। তা ২৬শে মার্চের প্রধান পক্ষ ধরা হয়। ২৬শে মার্চকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচার আর বর্বর সৈন্যরা ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ধরা হয়। এই হিসেবে যদি পাকিস্তানি আমলাতন ২৬শে মার্চকে আগে অথবা পরে যে কোন দিন আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত করে নিশ্চিৎ পাকিস্তানি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হতো।

মাত্র তখন বসন্তে কি কোনও মর্মেত সময়ে পাকিস্তানি আমলাতন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যদিও এখন হয়ে থাকে ২৭শে মার্চ রক্ত ১৯৭১ পর টোনাগরীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু টোনাগরীর এই ঘোষণার যথার্থতা গুণে পাকিস্তানি আমলাতন টোনাগরীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি তুলনাকার সময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর বেড়ি পেছানো বা তুলেছে আজ পর্যন্ত এমন দাবি কেউ করেননি।

২৩শে মার্চ হলো পাকিস্তান দিবস। এই ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশ, সহ সাহা পাকিস্তানের সকল সরকারি বেসরকারি ভবন এবং শহরের বড়ীগুলোতে সবুজ নাদা চানকরা পাকিস্তানী পতাকা তোলা হতো। শহরের স্কোয়ারে পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে সজ্জা করা এবং বর্জ্য ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো। কিন্তু ৭১ পর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) কোথাও কোন সরকারি বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানী পতাকা তোলা গুলোই হয়নি বরং জনগণ হেফাজত ইসলামের এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতিটি সরকারি বেসরকারি ভবনে প্রতিটি বাড়িতে, স্কোয়ারে গ্রাম বাংলার গাছে গাছে এমন কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজের মাঝে লাল রঙের উপর হলুদ রঙের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশ পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের যবনিকাপাত ঘটালো। পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকা উড়ানো না, পাকিস্তানী সৈন্যরা কৃচ্ছ্র গুলো করলো না। পাকিস্তানের কোন আঙ্গকই গুলে পড়লো গেল না। তবুও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বীকৃত পক্ষীয় সোভারেনিটি স্টেট করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কি এক অজ্ঞাত কারণে শেখ মুজিবুর রহমান মুখ ফেরাননি। নীচের ছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ



মানুষে মানুষে ।

শহর থেকে আসা লক লক মানুষকে গ্রামের কৃষক-কৃষাণী নিজের সন্তানের মত তাদের বুকে ঠাই দেয় । গ্রামের মানুষ রাক্ষাস, পশু, মাঠে, মাঠে চিরা, শুভ, মুক্তি, ডাব, বা কিছু সহায় সফল ছিল তার সবটুকুই উজাড় করে বাড়িরে নিয়েছে শহর থেকে আসা মানুষের সাহায্যে । শহর ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষের এতটুকু কষ্ট যেন না হয়, তার সব মাগিছু গ্রামবাসীর । গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দিন-রাত্রি ভাত রান্না হচ্ছে, লক লক মানুষ খাচ্ছে । কে খাচ্ছে, কার বাড়িতে খাচ্ছে, কার ভাত খাচ্ছে কেউ তা জানে না । যারা খাচ্ছে তারা জানে না কে খাওয়াচ্ছে আর যারা খাওয়াচ্ছে তারাও জানে না কাদের খাওয়াচ্ছে । মানুষে মানুষে এ এক মহা মিলন, এক মহা আত্মত্ব । কখনো পৃথিবীতে এমন হরেছে কিনা কিংবা আর হবে কিনা জানি না । মানুষ মানুষের এত আপন! নিজের চাইতে কল্যাণ অপরজন! এ দৃশ্য যারা দেখেনি তারা কোনদিন বুঝবে না! তাদের কোনদিন বোঝানো যাবে না । পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা বা শব্দ নেই, এমন কোন লেখক নেই যে লেখক ঐ সময়ের মানুষে মানুষে ঐক্য, আত্মত্ব, সহমর্মিতা আর নিজের চাইতে অপরকে বেশি ভালবাসার চিত্র ফুলে ধরতে পারবে । চাকা থেকে পায়ে হেঁটে করিমপুরের গোপালগঞ্জ, মুকসুদপুর গ্রামের বাড়িতে নিয়েছি । কত নদী পার হয়েছি, পার হয়েছি পদ্মা নদী, পাঁচ দিন-পাঁচ রাত্রি পথ চলেছি, তারপর গ্রামের বাড়ি এসেছি । একটি পয়সাও খরচ হয়নি । কোথাও একটি পরসা লাগেনি । গ্রামের মানুষ ঝুঁইয়েছে । নৌকার মাঝি নদী পার করে দিয়েছেই বিনা পরসার খাওয়ারো, থাকতে দেওয়া, নদী পার করে দেওয়া, এ যেন গ্রামের মানুষের মহা পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব ছিল ।

হাঁটতে হাঁটতে পথিমধ্যে কত গর্ভবতী মা-বোন সন্তান প্রসব করেছে । আর গ্রামের মা-বোনেরা তার সেবার তার ফুলে নিয়েছে আপন করে ।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, এবার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পালা । কিতাবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধ করা যায়? ১৭ই এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা থেকে বার বার ঘোষণা এসেছে, আজ রাত আটটার পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে । রাত আটটার আকাশবাণী কলকাতা বেতারের বাংলা খবরে কলা হলো সংবাদের পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে ।

সেশাধ্ববোধক পান দিয়ে শুক হল অনুষ্ঠান । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এবং বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দিন এবং শ্রেষ্ঠ ঘটনাটির কথা । আজ ১৭ই এপ্রিল, কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার অত্রিকাননে জননেতা ডাক্তারজিদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের কথা জানানো হলো । মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষর দিয়ে নতুন করে রাখা হলো মুজিব নগর এবং এই মুজিবনগরেই ডাক্তারজিদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে শপথ নিল বাংলাদেশের প্রথম এবং বিপ্লবী সরকার । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বহুমানকে করা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি । এবং ডাক্তারজিদ্দিন আহমেদকে করা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী । ডাক্তারজিদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভাও গঠিত হলো । জেনারেল ওসমানীকে করা হলো প্রধান সেনাপতি । অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি সকলের শপথ অনুষ্ঠানও হলো এই মুজিব নগরে । এখানেই প্রবাসী সরকারকে পার্চ অফ অনার দেওয়া হলো ।

শুক হলো মুক্তিযুদ্ধের নতুন যাত্রা । বাঙালির ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন অধ্যায়ের । আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিত হলো । আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে অশ্রয় নিল । আমরা যারা মুক্তিপালন কিশোর, তরুণ, যুবক আমরা ভারতে গিয়ে



সাময়িক প্রশিক্ষণ (আমি ট্রেনিং) নিলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা হলাম। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আগে শুধু ভাবতাম কবে মুক্তিযোদ্ধা হবে? কিতাবে মুক্তিযোদ্ধা হবে? ভাবতে ভাবতে গ্রামের বাড়ি থেকে আবার ঢাকায় চলে এসাম। এই ঢাকায়ই আমি জন্মেছি। শিত থেকে কিশোর হয়েছি। এখানেই আমার সব বন্ধু-বান্ধব। গ্রামের বাড়ীতে আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অন্তত একজন বন্ধু তো খুবই দরকার। কাজেই আমার শরত প্রধান ঘাটি ঢাকায় চলে এসাম। প্রতিদিন ভাবি মুক্তিযুদ্ধে যাব। কিন্তু রাত্রে শু মা'র কথা মনে হয় মনে হয়, আমি যুদ্ধে চলে গেলে মা শুধু কাঁদবেন। আমার জন্য মা অনেক কষ্ট পাবেন, অনেক কাঁদবেন। আমার আর কোন পিছু টান নেই, শু মা। আমার কথা আমি মোটেও ভাবি না। মা'র জন্যই মনটা আমার কেমন হতে যায়। কেমন জানি সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এভাবে ভাবতে ভাবতে কয়েক দিন চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু মাকেও ছাড়তে পারি না, মুক্তিযুদ্ধেও যাওয়া হয় না।

একদিন আমার মনে হলো সব ছেলেবই তো যা আছে। ছেলে যুদ্ধে গেলে মা তো কাঁদবেই। মা'র কান্নার কথা ভেবে ছেলে যদি মুক্তিযুদ্ধে না যায়, তাহলে তো মুক্তিযুদ্ধ হবে না, দেশও স্বাধীন হবে না। না, মা কাঁদে কাঁদুক, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে। পরের দিনই পাশের বাড়ীর আমার এক বন্ধু বরসে আমার চেয়ে সামান্য বড়, নাম তার বাবুল আজাদ-তাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলে কেললাম। সঙ্গে সঙ্গেই বাবুল আজাদ খুলিতে রান্ধা হয়ে গেল। বললো, আমি তো এই রকমই অবস্থিলাম এবং এই রকম একজন বন্ধুই খুঁজছিলাম।

তারপর প্রান প্রোগ্রাম করে একদিন খুব ভোরে দু'জনে ভাবতের উদ্দেশ্যে হওয়ারা হলাম। আমরা দু'বন্ধু গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পারে একটি বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, শ'খানেক পুরুষ-মহিলা শিত আসে থেকেই নদী পার হওয়ার জন্য এই বাড়িতে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে। বাড়ির নদী ঘাটে ছোট একটি ডিঙ্গি নৌকা বাধা আছে। এই ছোট নৌকাটিতে অট-সশস্ত্রদের বেশ লোক একসঙ্গে পার হওয়া যাবে না। এই বাড়ির কোন মানুষ এখানে নেই। শুধু কয়েকটি লাল পড়ে পড়ে আছে। আর এই যে শ'খানেক মানুষ, এর সবাই শরণার্থী হয়ে ভাবতে চলে যাওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর নৌকার মাঝি এসে নদী পার করে দেবে সেই অপেক্ষায় আছে। নদীতে পাক সেমাপ্রা গানবোট নিয়ে ঘাঁটি করেছে। দিনের বেলায় নদী পার হতে গেলে দেখা যাবে এবং আর্মির গুলি করে মেরে ফেলবে। তাই রাতের অপেক্ষায় আছে সবাই। রাতের অন্ধকারে নদী পার হতে হবে। অন্ধকার ঘান্নে এলো বেশ পাচ অন্ধকার, হঠাৎ নদীতে পাকিস্তানী আর্মির গানবোটের সার্চলাইটের আলো দেখা গেল। এই দিকেই আসছে গানবোটটা। চাপা কান্না শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ কলছে কাইন্ডেন না তাই, কাইন্ডেন না, অগ্নাহরে ডাকেন।

গানবোটটা দ্রুত এই দিকে ছুটে আসছে। সবাই মৃত্যুর ভয়ে চুপসে গেল। কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু গানবোটের আগুয়াক্স আর সার্চলাইটের আলো। আমরা সবাই মাটিতে গুয়ে পড়লাম। যাতে গানবোটের সার্চলাইটের আলোতে দেখা না যায়। বুকের ভেতর ভয় তার উপর মানুষের পাচা লালের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দিন চারেক আগে পাকিস্তানী হানাদবরা এই বাড়িতে হান্না দিয়ে এই মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো মুখেই কোন শব্দ নেই। অন্তরে শুধু আত্মাহ বসূল (সঃ) আর গুসবানের নাম। গানবোট ছতই এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে মৃত্যু ততই এগিয়ে আসছে।

মৃত্যু এখন শুধু কয়েক মিনিটের ব্যাপার হবে নাড়াচ্ছে। আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললাম, কেউ শোরা থেকে উঠবেন না, নড়াচড়াও করবেন না, কোন কথা বলবেন না। সবাই মাটিতে খেঁজাবে শুয়ে আছেন ঠিক এভাবেই থাকবেন। কোন প্রকার চিৎকার বা ছোটোছুটি মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আত্মাধি শাক যদি সহায় হোন তাহলে আমরা এভাবেই বেঁচে যাব। এ ছাড়া আমাদের আর বাঁচার কোনই পথ নেই। সবাই সন্তিকর্তাকে স্বাগত করলেন। গানবোটি একেবারে বাড়ির পাশে এসে পড়লো। সার্জেন্টের তাঁবু আলোর আলোকিত হলো। সারা বাড়ি, বাড়ির আঙ্গিনায় কাপড় শুকানোর বে দাঁড়ি বাঁধা ছিল তাও মশি দেখা গেল। গানবোটিটি যত দ্রুত এনেছিল তত দ্রুতই চলে গেল। থামলো না। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই যেন নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠলো। কিছুক্ষণ পর নৌকার মাঝি এসে কার আগে কে যাবে, এক সঙ্গে লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়লো। যা হবার তাই হলো। তাঁবেই নৌকা ডুবে গেল। নৌকা ডুবে পানি ফেলে মাত্র ভাসানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে আবারও সবাই নৌকায় লাফিয়ে উঠলো। পানি সেচে নৌকা আবার ভাসানো হলো। আবারও সবাই এক সঙ্গে উঠতে গিয়ে ডুবিয়ে দিল নৌকা। শিশু আর মহিলারা কান্ডেতে শুরু করলো। আমি আর আমার বন্ধু বাবুল আজাদ উঠ কণ্ঠে ধমকের সুরে বললাম, আমরা দু'জন সবার শেষে যাব। একজনও বাকি থাকতে আমরা যাব না। সবাই নদী পার হওয়ার পর আমরা পার হবো, কে কে আমাদের সঙ্গে নদী পার হবেন।

কেউই কোন কথা বলল না। সকলেই চুপ।

আমরা কথা দিলাম সবাই আগে যাবেন-আমাদের আগে যাবেন। আমরা যাকে বলবো সেই নৌকায় উঠবেন। নইলে নৌকা আর তুলবো না। সবাই একসঙ্গে মাত্রা পড়লো। জনাকয়োক বলে উঠলো ঠিক আছে, আপনাবাই সিঁচ করে দেবেন কে কখন উঠবে। কেউ কেউ বলে উঠলো আবাব নিজেরাই আমাদের ফেলে চলে যেয়েন না।

বললাম, দেখতেই তো পাবেন যাই কিনা। কাউকেই ফেলে আমরা যাব না। আমাদের কথা শুনে, সবাই নদী পার হতে পারবেন এবং আমাদের আগে পার হবেন।

আবার নৌকা ডুবে পানি ফেলে নৌকা ভাসানো। ডান দিক থেকে এক এক করে নয়জন করে নৌকায় তুললাম। নৌকা ছেড়ে গেল। নাকিয়ে দিতে আবার নৌকা ফিরে এলো। শেষ ট্রিপ-এ আমরা দু'জনসহ পাঁচজন নৌকায় উঠে নদী পার হলাম।

সীমান্তের কাছাকাছি বাতেন তাই নামে এক রুমুলেকের বাড়িতে রাত্রি কাটানোর পর সকাল বেলায় আমার বন্ধু বাবুল আজাদ কান্না জুড়ে দিল। সে ঢাকায় ফিরে আসবে। আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। বাবুল আজাদ কান্ডেতে কান্ডেতে বলতে থাকলো। রাতে মাকে স্বপ্ন দেখেছি। মা বলছে ফিরে আয়। রিখিকে স্বপ্ন দেখেছি। রিখি হলো বাবুল আজাদ আর আমার বাসায় ঠিক উল্টো দিকের বাসার মত বড় এক ঘনী লোকের মেয়ে। বাবুল আজাদের প্রেমিকা, খুবই ভাল মেয়ে। সব দিক দিয়েই ভাল। আচার-ব্যবহার অমায়িক দেখতে সুন্দরী, ভাল ছাত্রী, সবার প্রিয়। বেচারি রিখির অকাল মৃত্যু হয়েছে। আত্মহর কাছে দোষা করি রিখি কেন বেহেত্রে মরল। বাবুল আজাদ বললো, স্বপ্নের তিত্তর রিখি আমাকে বলছে, বাবুল তুমি যুদ্ধে যেও না। তুমি মরে গেলে আমি কাকে ভালবাসবো? তুমি ছাড়া আমি কউকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ফিরে এসো নইলে আমাকেও নিয়ে হাও। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে সে কি কান্না বাবুল আজাদের। আমার কাছে বাবুলের দাবী, চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

কান্না যখন কিছুতেই থামাতে পারলাম না, তখন বললাম, তুমি ফিরে যা। আমি ফিরে যাব না।

আমি যুদ্ধে যাব।

বাবুলের উত্তর আমি তাকে ফেলে একা ফিরে যাব না, চল দু'জনেই ফিরে যাই

না, আমি ফিরে যাব না, ভুই ফিরে যা।

না, আমি তাকে ছাড়া ফিরে যাব না।

বাবুল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, আমি ফিরে আসব না। বাবুলের কান্না থামে না  
এক পর্যায়ে বললাম, সীমান্তের কাছেই তো চলে এসেছি, চল আর একটি সামনে গিয়ে দেখি  
কি হচ্ছে। তারপর ফিরে আসব।

এবার বাবুল আজ্ঞাদা স্বাভাবিক হলো। কান্না থামল। আমরা এবার সীমান্ত লক্ষ্য করে চলতে শুরু  
করলাম। যতই সীমান্তের কাছে যাই ততই বেশি করে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

অনেক চড়াই উঠরাই পার হয়ে দু'বন্ধু মিলে ভারতের ত্রিশুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায়  
গিয়ে পৌঁছলাম। পথের অনেক কাহিনী, সব লিখলে ফুরাবে না। ভারতের যে জায়গায় আমরা  
গিয়ে উঠলাম জায়গাটা বেশ উঁচু পাহাড়ের মত, তবে পাহাড় না। এই জায়গায় উঠেই দেখি  
যদিও পোমাক পড়া চার-পাঁচ জন আর্মি একটি বাংকাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং আরো সাত-আট  
জন আর্মি দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। দেখেই তো আমার আঁখিরাম খাঁচা হয়ে গেল।

এ আমি কোথায় এসেছি, যে আর্মির ভয়ে সারা পথ কত কষ্ট করে এসেছি আর এখানে এসে  
সেই আর্মির একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম! তবে আমি হিম হয়ে গেলাম। কিছু সময়  
জান শূন্য পাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে আঁখিরাম দেখলাম জনগণের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া  
নেই, সবাই ঘর ঘর কাজে ব্যস্ত। আমি জীবন অথবা মৃত্যু কিছু দেখছি না তো! পরে  
বুঝলাম, ও এইটা তো ভারত। এরা ভারতীয় আর্মি। পৃথিবীর সব দেশের আর্মির পোমাকই যে  
এক এটা আদার জানা ছিল না।

আমরা শরণার্থী ক্যাম্প বা নির্দিষ্ট না গিয়ে, সোজা কলেজ টিলায় চলে গেলাম। কলেজ টিলা  
মানে আগরতলা এম, বি, বি, কলেজ ক্যাম্পাস। এই কলেজ টিলাতেই বাংলাদেশের প্রাক্তন ও  
বর্তমান ছাত্র নেতারা থাকেন। এখানেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস। শেখ ফজলুল হক  
মনির নেতৃত্বে (পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী যুবলীগের  
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলায় বাণী ও দৈনিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ  
মুজিবের ডায়েরি, ৭৫-এর ১৫ই আগস্টে শেখ মনিরকেও হত্যা করা হয়। আ, স, ম, রব  
(ডাকসুর ভ্রূপি, জামদ-এর সাধারণ সম্পাদক হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এর '৮৮ সালের  
পার্লিমেণ্টের গৃহপালিত বিদ্রোহী দলীয় নেতা। সংশ্লিষ্ট ওয়াচ ডগ, শেখ হাসিনার ঐকমত্যের  
সরকারের মন্ত্রী)।

আব্দুল কুদ্দুস মাখন (৭০-৭১-এর ডাকসুর ছাত্র সংসদের জি এস, '৯০ দলকে দ্বারা ঘান  
এবং যীরপুর বুদ্ধিজীবী স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা কবর স্থানে দাফন হয়) এম, এ, রশিদ (পূর্ব  
পাকিস্তান ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, স্বাধীনতার ইলতেহাদ পাঠকাঠী, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ  
ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে ব্যবসায়ী)। শেখ ফজলুল করিম সেনিয়ার (প্রাক্তন  
ছাত্রনেতা, শেখ মনির সহোদর, বর্তমানে দৈনিক বাংলায় বাণীর সম্পাদক, যুবলীগের  
চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদ সদস্য)। মিজানুর রহমান মিজান (প্রাক্তন ছাত্রনেতা, আব্দুল কুদ্দুস  
মাখন এর ভগ্নিপতি, বর্তমানে ঢাকা জেলার এ. ডি. সি ল্যান্ড)। প্রমুখ এর তত্ত্বাবধানে  
কলেজটিলা থেকে বাংলাদেশের ছাত্রদের তালিকাভুক্ত (রিজিস্ট্রি) করে সাময়িক প্রশিক্ষণ নেওয়ার  
জন্য ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানো হতো।



এই কলেজ টিলাতে নিয়ে আমরা মনি ভাই, মাখন ভাই, কিশি ভাই এবং মিজান ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম, নেভারা কলসেন, যতদিন ট্রেনিং-এ যাওয়া না হয় এখানে থাক আমরা সারাদিন আগরতলার ঘুরে বেড়াই, রাত্রে কলেজ টিলায় ঘুমাই। এমন করে প্রায় মাসখানেক চলে গেল আমরা সঙ্গে করে বাড়ি থেকে যে টাকা-পয়সা এনেছিলাম তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এদিকে ট্রেনিং-এ যেতে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে এই অবস্থায় বন্ধু বাবুল আজাদ একদিন বললো, দেখ তুমি থাক, আমি ঢাকায় যাই, ঘেয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাবুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, না ট্রেনিং এ যতদিন না যাই ততদিন ধৈর্য না ধৈর্য কষ্ট করতে থাকি।

যাওয়ার দারুণ কষ্টে পড়ে গেলাম দিনে একমুঠো তাত পাইতো পাই না অবস্থা আর বাবুলের প্রতিদিন একই কথা-তুই থাক আমি ঢাকায় যাই টাকা-পয়সা নিয়ে আসি।

আমি বলি, না তুই টাকা ফিরে গেলে আর আসবি না।

বাবুল আমাকে বোঝায়, দেখ দোস্ত, আমি যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই, তাহলে কি চলে যেতে পারি না? তুই কি আমাকে আটকিয়ে রেখেছিস? আমি চলে যেতে চাইলে তো যে কোন সময় চলে যেতে পারি, তাকে বলে যাওয়ার সবকার কি? আমি এই জন্যই তোকে বলে যেতে চাই যাতে তুই মন খারাপ না করিস। তুই বিশ্বাস কর, আমি কথা দিলাম, ঠিকই ঢাকায় যেয়ে মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার তোর কাছে ফিরে আসবো।

আমি বাবুলের কথা বিশ্বাস করলাম না।

যে ছেলে বাংলাদেশে থাকতেই রক্তা থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি ছুড়ে দিয়েছিল, সেই ছেলে সীমান্ত পার্শ্ব দিয়ে ঢাকায় বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আবার আগরতলায় আমার কাছে ফিরে আসবে। এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় তবে চিন্তা করলাম বাবুল যে কোন মুহূর্তেই সন্তাই আমাকে না জানিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে, শুকে ধরে রাখার কোন উপায় তো আমার নেই। না বলে পালিয়ে যাবে তার চাইতে আমিই বাবুলকে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেই। সেই ভাল। আমি বাবুল আজাদকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। দু'বন্ধু সীমান্তে এলাম, একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

অপেক্ষাকাল চোখে আমি বাবুল আজাদকে বিদায় দিলাম। মনে হলো যেন আর দেখা হবে না। এ দেখাই শেষ দেখা। বিদায়ের কেলার শুধু বললাম, আমার মাকে সাধুনা দিস।

আমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে সমতলভূমি, বাংলাদেশ। বাবুল ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নেমে গেল। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বাবুলের যাওয়ার দিকে। দৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায় বাবুল আস্তে আস্তে ছোট হতে যাচ্ছে, এক সময় দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল বাবুল আজাদ। টিলার উপর ঐ একই স্থানে কতক্ষণ নির্বাক, পলকহীন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভারতীয় এক লিখ সৈন্যের স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরে গেলাম একাকী বিষন্ন মনে কলেজ টিলায় ফিরে এলাম। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো। সারারাত ঘুম হলো না। রাতভর শুধু মনকে শক্ত করলাম। দেখতে দেখতে সন্তাহ্বানেক পার হয়ে গেল। শুনেলাম কলেজ টিলার আমরা যাবা আছি তাদের খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনিং এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শুনে মনটা ভাল লাগলো। মুক্তিযোদ্ধা হব। দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব। বাবুল আজাদের কথা মনে হলো। বাবুল আজাদ আর আসবে না জানি। শুধু যদি আসে, আমাকে পাবে না। এসে দেখবে আমি ট্রেনিং-এ চলে গেছি। আমার সাথে বাবুল আজাদের আর দেখা

হবে না যদি বেঁচে থাকি, বাবুল যদি বেঁচে থাকে, দেশ স্বাধীন হলে হয়তো দেখা হবে মিজানুর রহমান মিজান তাই খুব অস্বস্তিক লোক আমাদের ভেতর বসলেন, রেবু তৈরি হও, দুই চার দিনের মধ্যেই ট্রেনিং এ যাবে। তুমি ছোট ভো তাই একটু কামেলা হবে তোমাকে ছোট বলে ট্রেনিং-এ নিতে চাবে না। তুমি চিন্তা করো না, আমি সব ঠিক করে দেব।

মিজান তাই ই ট্রেনিং-এর লিফটটা লিখে তাই খুব একটা ঘাবড়ানো না বাবুল চলে গেছে বেশ কয়েক দিন হয়ে গেল মনের গভীরে নিজের অজান্তেই স্বীকৃতি আসা এখনো বাবুল এলো না। আগামী পরশ দিন সকাল সাড়েটাখ আমি ট্রেনিং এ চলে যাব। সন্ধ্যা ঘনিরে এসেছে।

মাগরিবের নামাজের সালাম কেবোতেই দেখি, বাবুল আজাদ বলাছে, রেবু আমি আইসা পরছি। আমি স্বপ্ন দেখছি না, ঠিক ঠিক দেখছি, কিছুক্ষণ বুঝে উঠতে পারলাম না, সত্যি সত্যিই বাবুল আজাদ এসেছে। (ব্রিগেডিয়ার আমীন আহম্মেদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার-এর কাছ থেকে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টিনমেন্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই তালিকার ১নং ভলিউম-এর ৪৬১ নং "মোঃ আবুল হোসেন, পিতা এ. কে. আজাদ ৬৪ বি, কে, দাস রোড কল্যাণজ, ঢাকা" মোঃ আবুল হোসেন-এর ডাকনাম হলো বাবুল আজাদ। শুধু এক বাবুল আজাদ আসেনি সন্তান আবাব মনির নামে একজনকে নিয়ে এসেছে। (ব্রিগেডিয়ার আমীন আহম্মেদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার-এর কাছ থেকে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টিনমেন্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই তালিকার ১নং ভলিউম-এর ৪৬৬ নং "মোঃ আব্দুল হামিদ সিদ্দিক পিতা-মোঃ সুবেদ আলী ৫৩ নং বি, কে দাস রোড কল্যাণজ ঢাকা" মোঃ আব্দুল হামিদ সিদ্দিক-এর ডাকনাম হলো মনির। বর্তমান মনির মর্শবদারে আমেরিকায় বসবাস করে।

মনির আমাদেরই পাড়ার ছেলে। আমি ওরলা মনিরকে এর আগে চিনতাম না এই প্রথম দেখলাম মনিরকে মিজান ভাইয়ের কাছে নিয়ে বললাম আমার দু'বন্ধু ছাড়া আমি ট্রেনিং-এ যাব না যে করেই হোক বাবুল আজাদ ও মনিরকে আমার সাথে ট্রেনিং-এ পাঠাতেই হবে পরের দিন সকালে মনির বসলো ওর বড় ভাই মনু ভাই আগরতলাতেই কোলাও আরে ছুটলাম মনিরের বড় ভাই মনু ভাইয়ের সন্ধান। হুজুর বের করলাম মনু ভাইকে মনু ভাই ট্রেনিং শেষ করে অল্প নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে যুগে যোগ্যত অপেক্ষায় আছেন মনু ভাইয়ের কাছেই মনলাম আমার সেজো ভাই চাকা কায়দে আজম (বর্তমান শহীদ মোহরাওয়ার্দী কলেজ, ছাত্র সংসদের জি, এস, মজিবুর রহমান মনু ট্রেনিং শেষ করে অনেক আগেই ঢাকায় অপারেশনে চলে গেছে কলেজ টিলায় ফিরে এসে দেখা হলো শহীদ ভাইয়ের সাথে। শহীদ ভাই আমার সেজো ভাই মজিবুর রহমান মনুর বন্ধু এবং কায়দে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের এ, জি এস।

শহীদ ভাই আমাদের পরে যাবে তৈফুর ট্রেনিং কামাল সম্মতিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মিজান ভাইয়ের বদৌলতে পরের দিন সকালে আমরা তিন বন্ধু এটা মিলিটারী লরি'তে উঠে কল্যাণ অন্যান্যদের সাথে মিলিটারী লরি'র ওপর মাথা তিন চার কয়েকটা আমাদের নাম লেখা হলো এবং আমাদের হাফট নেওয়া হওয়া সম্মতিক লরি'র আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করল সন্ধ্যা

নাগাদ লেবু চোরা নামক ট্রেনিং ক্যাম্পে শেখছে কোমার । এই লেবু চোরা ট্রেনিং ক্যাম্প ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর কে, বি, সিং এবং মেজর আর, সি, শর্মার অধীনে এক মাস সামরিক প্রশিক্ষণশেষে ২নং সেক্টরের সদর দফতর কোমার থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়লোম । ২নং সেক্টরের প্রথম সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মুশাররফ ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মুশাররফকে পেঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাঁর নামের ইংরেজি প্রথম অক্ষর K অনুসারে বকে ভোলা হয় কোর্স । এবং এই K কোর্সের অধিনায়ক হন খালেদ মুশাররফ । তখন ২নং সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব নেন ক্যান্টেন থেকে সদা পদোন্নতি পাওয়ার মেজর হাফিজ খুব সম্ভবত খালেদ মুশাররফ যখন ২নং সেক্টর কমান্ডার তখন হায়দার ২নং সেক্টরের টু আই সি ছিলেন ।

আমরা ধারা ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি, আমাদের প্রশিক্ষণকালে অসংখ্যবার বহু জায়গায় আমাদের নাম, নিচান নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা কতজন ডাই, কতজন বোন, কতগের নাম ইত্যাদি বিস্ময় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্বাক্ষর নেওয়া হয় । এই জাতীয় ব্যারোডটা দিতে গিয়ে আমরা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম । ভারত সরকার যদি স্বেচ্ছাক্রমে মনে করে ঐ তালিকা ধরে এখনও আমাদের খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর কাদেরিয়া কাহ্নাই ছাড়া, আমরা ধারা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি এই মুক্তিযোদ্ধারাই কুল মুক্তিযোদ্ধা বা প্রথম মুক্তিযোদ্ধা । এই মুক্তিযোদ্ধারাই দেশে গলে যায় যুবকদের ট্রেনিং নিয়ে ভারত মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে অর্থাৎ সার্বভৌম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের থেকেই শুরু বেশ দেনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা । এই হলো ইন্ডিয়ান ট্রেনিং এবং লোকাল ট্রেনিং মুক্তিযোদ্ধা । এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এসেনের আপামর জনতা যোগ হয়ে হলো মুক্তিবাহিনী । যদি মুক্তিবাহিনী বলা হয় বা ধরা হয়, তাহলে কেবল স্বাক্ষরকার, আলবদর, আলশামস স্বাতীক সকল (সাত সাত কোটি) বাঙালির মুক্তিবাহিনী যেমন সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই গুরু করে না সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে, ব্রীজ, কলভার্ট, পুল ইত্যাদি তৈরি করা । যুদ্ধ করা নয় । আবার সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর বা সিগন্যাল কোর এর সদস্যরা যুদ্ধ করে না মেডিকেল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে আহত সৈনিকের চিকিৎসা করা, যুদ্ধ করা নয় ।

সিগন্যাল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে সিগন্যাল দেওয়া, যুদ্ধ করা নয় । সেনাবাহিনীর সাপ্লাই কোরের লোকেরা যুদ্ধ করে না, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ, খাদ্যাদি সকল কিছু সাপ্লাই করার বা শৌছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সাপ্লাই কোরের । সেনাবাহিনীর পদাধিক (ইনফ্যান্ট্রি), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা ।

সেনাবাহিনীর পদাধিক (ইনফ্যান্ট্রি), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করা বা শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় যুদ্ধ করা । ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, সিগন্যাল কোর, মেডিক্যাল কোর, সাপ্লাই কোর ইত্যাদি সকল কোর মিলেই হয় সেনাবাহিনী

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকেরা ব্রীজ বা পোল না বানিয়ে দেয় । তাহলে সৈনিকেরা নদী পার হতে পারবে না । মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না করলে আহত সৈনিক সুস্থ হতে পারবে না । সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দিলে সৈনিকেরা বুঝতে পারবে না, সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দিলে সৈনিকেরা খাদ্যরসদ পাবে না, স্বাক্ষর পাবে না ।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ব্রীজ না তৈরি করে, মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না করে, সাপ্লাই কোর খাদ্যরসদ না দেয়, তাহলে সেনাবাহিনী



কোর সিপন্যাল না দেয়, সাপ্লাই কোর সাপ্লাই বা দেয়। তাহলে কি পদাতিক বা পোলকাজ কোর যুদ্ধ করতে পারবে? বা, পারবে না। যুদ্ধ করতে হলে উদ্বেষিত সকল কিছু চাই। এই সকল কিছু ছিলেই হয় যুদ্ধ। গ্রামের মুক্তিযুদ্ধও সকল কিছু মিলেই হয়েছে। যেমন নৌকার মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের নদী পার করে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রাম্য ডাক্তার বা ঔষধের দোকানদার মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা করে মেডিকেল কোরের কাজ করেছেন। গ্রামের কৃষক পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতিবিধি খবর মুক্তিযোদ্ধাকে জানিয়ে সিপন্যাল কোরের ভূমিকা নিয়েছেন। গ্রামের বা ভাত রঁবে খাইয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ অস্ত্র ও তলি দিয়ে বোকা মাথার করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়ে সাপ্লাই কোরের কাজ করেছেন। তবেই না কেবল আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পদাতিক বা পোলকাজ কোরের কাজ করেছি। গোটা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, সিপন্যাল, সাপ্লাই ইত্যাদি কোরের কাজ করেছেন। এবং এই সকল কোরের সমন্বয়ে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা জনতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিবাহিনী।

কেবল বাঙালি, আলবদর বাঙালি সকল বাঙালি মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানীরা অবশ্য এই সংজ্ঞাই বিশ্বাস করতো, আর এই জন্যই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করেছে। নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করা ছাড়া পাকিস্তানী সৈনিকদের আর যা করার ছিল তা হলো আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল দীপান্তরে বা নির্বাসনে আসা মানুষের মত। নির্বাসনে বা দীপান্তরে আসা মানুষের সাথে পাক-সেনাদের পার্থক্য ছিল শুধু নিরস্ত্র আর সশস্ত্র। নির্বাসনে পাঠানো মানুষ থাকে নিরস্ত্র। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈনিকদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জা দ্বারা পাকিস্তান থেকে ১২৮ মাইল দূরে বাংলাদেশে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পাকিস্তানী সমরবিদ ও রাজনীতিবিদরা মনে করেছিল তারা শুধু অস্ত্রের জোরে মানুষ খুন করেই বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন দখল করে রাখতে পারবে। কিন্তু বেই মাত্র নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্রকও সামরিক ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিল, সঙ্গে সঙ্গে শুধু নহর অকল ছাড়া গোটা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর কাছে।

বাংলাদেশে আসা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে যে ধরনের অস্ত্র এবং যে পরিমাণ অস্ত্র ছিল তা দিয়ে কেবল নিরস্ত্র মানুষকে দীর্ঘদিন দাবিয়ে রাখা যেতো ঠিকই, কিন্তু সশস্ত্র মানুষকে বেশদিন দাবিয়ে রাখা কিছুতেই যেতো না। এবং ভারতের মত একটি রাষ্ট্রের আক্রমণ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অকার্যকর। যাত্রা করত আসার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধা এক একেবারে আগামের জনতা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর লাপটে পাক হানাদাররা তাদের কোর চলাফেরা বন্ধ করে দিল। তবে পাক হানাদাররা ঠাণ্ডা মাথায়, একটা পরিকল্পনা দ্রুত চালিয়ে যেতে থাকলো তা হলো একেবারে নারীদের ধর্ষণ করা। পাকিস্তানীদের নীল নক্সাই ছিল একেবারে বিশেষত্ব, বুড়তী, বদনী নির্বিচারে ধর্ষণ করে তাদের পেটে পাকিস্তানীদের জারজ সন্তান তৈরি করা। বাঙালি নারীর গর্ভে পাকিস্তানী জারজ বংশধর বৃদ্ধি করা এবং পাকিস্তানী এই জাতকন্দের দিয়ে বাংলাদেশকে চিরকাল দখল করে রাখা। পাকিস্তানীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য গোলাম আহমদ, মতিউর রহমান নিজামীদের মত মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কতিপয় মূলত বাঙালি তাদের মোসর হিসেবে পেল ঠিকই। কিন্তু গোটা বাঙালি জাতি পাকিস্তানীদের চিরদিনের জন্য উপড়ে কোর জন ছিল বহুপরিচর।

অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবং ভারতের জনগণ বাঙালির



জন্ম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকল খরচের সাহায্যের দুয়ার খুলে দিল অকণপনভাবে।

মুক্তিযুদ্ধের মাত্র নয় মাসের মাথায় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বেঁধে গেল, একদিকে মুক্তিযোদ্ধা-জনগণ মিলে সাত্বে সাত্বে কোটি মুক্তিবাহিনী, তার সাথে যোগ হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলেমিশে হলো মিত্রবাহিনী ৬ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করল নির্দাসনে আসা দেশেহারা পাক হানাদার বাহিনী মাত্র দশ দিনের মাথায় ১৬ই ডিসেম্বরে অসহ্যারে মৃত পরাজয় বরণ করলো। ছিয়ানকাই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করলো। এই আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিলে, আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে পাকিস্তানীদের জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষর করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বিজয়ীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিপালল মানুষ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যেক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জিনিয়ে আনলো স্বাধীনতার লাল সূর্য।

বাঙালী জাতি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে আনলো।

স্বাধীন দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, যার সকল নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা মুক্তিব মন্ত্র সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অল্প জমা নিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাঙালিরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধীনে চাকরী করেছে ও পরাজিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেই পরাজিত প্রশাসনকে, পুনর্জীবিত করলেন ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা কে কোথায় গেল তার কোন খবর রাখলেন না। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পূর্ণ অধিক তালিকা থাকা সত্ত্বেও সেই তালিকা বা এমন নানানজনকে দিয়ে নানা বকমের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন। আমার জানামতে, ঐ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তো মেনেইনি, বরং বারো রাজাকার ছিল, চরম সুবিধাবাদী ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের ধারকাছ দিয়েও হাটেনি তারাই ঐ সকল মুক্তিযোদ্ধা তালিকাকৃত হয়েছে এবং সার্টিফিকেট নিয়েছে।

একজন মুক্তিযোদ্ধার জাতির কাছ থেকে কেবল সম্মান ব্যতীত আর কিছু পাওয়ার থাকতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পৌরব ভারত সরকারের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পূণ্য তালিকা নিয়ে আসার সহজ পন্থা গ্রহণ না করে, কেন শেখ মুজিবুর রহমান নানানজনকে দিয়ে (অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও এর মধ্যে আছে) নানান বকমের তালিকা আর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে লোভে পোষে বেহাল অবস্থা করলেন, তা বোঝা যায় না।

মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে না, থাকবে দেশ থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা। কিন্তু শেখ মুজিব অতি সামান্য ও অতি সহজ কাজ ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা নিয়ে আসতে কেন ব্যর্থ হলেন? এই ব্যর্থতার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনই ক্ষমা করবো না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জাতির ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সর্বোপরি বিশ্বাস আকাশচৌয়া, তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। জাতির আশা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী

রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি জাতীয় সরকার গঠন করবেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমান তা করলেন না। তিনি সরকার গঠন করলেন মুক্তিযুদ্ধের কঠিন ত্যাগের পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়া, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ, সুবিধাভোগী আওয়ামী লীগের সেই সব ব্যক্তিবর্গ নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সকল নেতা তাজুদ্দিন আহমেদসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের দূরে ঠেলে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমান পরাজিত প্রশাসন ও লোকদের দিয়ে মশত্রু যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী একটি জাতি ও একটি দেশকে পরিচালনা করতে যোগে, আসলে বিজয়ী জর্জটকে পরাজয়ের গহবরে ঠেলে দিলেন।

একজন জাতীয় নেতার জ্ঞান পরিমাণ আর অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ সকল হতে যদি একশ' মার্কের দরকার হয়, তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমানের ছিল পঞ্চাশ মার্ক পাকিস্তানের চেইশ-চাকিশ বছরের আকোলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের রহমান পঞ্চাশ মার্ক অর্জন করেছিলেন। আর বাকী পঞ্চাশ মার্ক অর্জন হতো, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কাছে বন্দী না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন তাহলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কি মুক্তিযোদ্ধা কারা হয় এবং কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়। একটা জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ বারবার আসে না। জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ আসা বিরল ভাগ্যের ব্যাপার। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতি সেই-মনে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং পুরনো ধ্যান-ধারণা, পুরনো সকল ব্যবস্থা, সংকীর্ণ সকল চিন্তা খেঁড়ে ফেলে জাতি নতুন করে জন্ম নেয়।

একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের জীবনপন কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সেবার এগিয়ে আসে জাতির বীর সম্মানের। আর পিছনে পড়ে যায়, পালিয়ে যায় সুবিধাবাদী তীক্ষ্ণ কাপুরুষের দল। কেবল মুক্তিযুদ্ধের সময়ই পরিষ্কার চেনা যায় কারা সুবিধাভোগী তীক্ষ্ণ কাপুরুষ আর কারা ত্যাগী সাহসী পুরুষ। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমান চিনলেন না, জানলেন না জাতির সাহসী, ত্যাগী পুরুষদের। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পঞ্চাশ মার্ক ঘাটতি থেকে গেল শুধু পঞ্চাশ মার্ক নিয়ে তিনি দেশ চালাতে গেলেন পাকিস্তানীরা যুদ্ধে পরাজিত হলো বন্দী হলো। কিন্তু তাদের পরাজিত ভাবেদারি বাঙালি প্রশাসনটা রযোগেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমান এই পরাজিত পাকিস্তানী প্রশাসনটা শুধু অক্ষতই রাখলেন না বরং বিজয়ী বাঙালি জাতির মাথার উপর পুনরায় চাপিয়ে দিলেন

তিনি দল ও প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন স্থান দিলেন না। এক সময়ে যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দল ছিল, সমর্থক ছিল তারা বিতর্ক হলো, জাতি বিতর্ক হলো, বাড়তে থাকলো নিরাশার সংখ্যা। হতাশা আর নিরাশার ভিতর দিয়ে সময় বয়ে যেতে থাকলো

এদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা এবং সাধারণ মানুষ জীবনপন করে যুদ্ধ করেছে জীবনপন করা সকল যোদ্ধাদের তথা গোটা জাতির শুধু একটি স্বপ্ন ছিল একটিই আশা ছিল আর সে স্বপ্ন ও আশা হলো সুখে থাকার স্বপ্ন, সুখে থাকার আশা। সুখ বলতে যা বোঝায় তাহলো, থাকার জন্য ঘর সুখার জন্য অন্ন। দেশশোকের জন্য চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তাই হলো সুখ থাকা, আর এই সুখে থাকার জন্যই এদেশের মানুষ লড়াই করেছে, যুদ্ধ করেছে

অস্পষ্ট হলেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক উপাদান ছিল, মুক্তিযুদ্ধ সমাজতন্ত্রীরাও ছিলো। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয়তাবাদী পন্থার উপরে প্রচুর আশ্রয় আন্দোলনের দেশ স্বাধীন হয়ে যত মুক্তিযুদ্ধ শিকল লাভ না তার জনগণ থেকে যায় ফলে সমাজতন্ত্র বিপ্লবও অসম্পূর্ণ থেকে যায় স্বাধীনতার অর্ধ

হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু জনগণ মুক্তি পেল না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের জন্য অধিকার ও সুযোগের সমান প্রতিষ্ঠা না করে বরং প্রতিহত করেছে সামাজিক বিপ্লবকে। অল্পের বেখেছে অসম বিকাশের পুরাতন ধারাকে। তারা লুপ্তন করেছে দু'হাতে আমলা, কালো ব্যবসায়ী অসম রাজনীতিক এরই ক্রমাগত ধনী হয়েছে স্বাধীনভাবে, জনগণের অগ্রগতি হবে কি? তারা আরো নিঃস্ব, আরো দরিদ্র হতে থাকলো। নেতৃত্ব সমগ্র জনগণের স্বার্থ না দেখে, শ্রেণীস্বার্থ দেখেছে। তাৎপর্যের বিষয়, নেতৃত্ব যে কেবল শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আটক ছিল দল এবং সর্বোপরি পরিবারের কাছে। দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ক্ষুধায় মারা গেল। বৃদ্ধি পেলো মৃত্যন ও দুর্নীতি। শেষ মুজিবের নেতৃত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে লাগলো। অপর দিকে অসমাপ্ত সামাজিক বিপ্লবের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির মহান নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তাদের সমগ্র বিপ্লবী তৎপরতা তীব্রতর করে তোলে। যুবকরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে দেশে ব্যাপক এক নতুন সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের নাম দেয় শ্রেণী সংগ্রাম। দলে দলে যুবকরা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে এই সমগ্র সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে।

আমিকাল থেকে লিঙ্কিত ও ধনী পরিবারে সিরাজ সিকদার জনপ্রিয় করেন, সিরাজ সিকদার খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং নিজে সি, এম, সি, (লিঙ্কিত) ইন্টারমিডিয়েট ছিলেন, ছাঃ জীবনে তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন করতেন। শ্রেণী সংগ্রাম ও সমগ্র বিপ্লবের প্রয়োজনে কমরেড সিরাজ সিকদারের সমগ্র সংগ্রাম এতই ব্যাপক ও তীব্র হলো যে, শেষ মুজিবর রহমানের প্রলাসন দিনকে দিন অচল হয়ে যেতে শুরু করলো। নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত বাঙালির হৃদয়ে কমরেড সিরাজ সিকদারকে ঘিরে নতুন বপু দানা বাঁধতে লাগলো।

১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারী সিরাজ সিকদার প্রেক্ষার, পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে নিহত, এই লিরোনামে দেশের সকল পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হলো। পুলিশের হেসেনোটে বলা হলো সিরাজ সিকদারকে প্রেক্ষার করা হয়েছিল এবং সাতার রোড দিয়ে নিয়ে আসার সময় সিরাজ সিকদার পুলিশের ডান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন পুলিশ গুলি করে, সেই গুলিতে সিরাজ সিকদার নিহত হয়।

কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় পুলিশের হেসেনোট বাবোরাট সিরাজ সিকদারকে প্রেক্ষার করা হয় ঠিকই এবং প্রেক্ষারের পর বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। সিরাজ সিকদারের বুকে মোট পাঁচটি গুলির চিহ্ন ছিল যা সম্মনে থেকে করা হয়েছে। কেউ যদি পাঞ্জাতে থাকে এবং পলায়নপর ব্যক্তিকে যদি পিছন থেকে গুলি করা হয়, তাহলে সেই গুলি নিশ্চিৎ নিহত হবে। কিন্তু সিরাজ সিকদারের বুকে বুকেট বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি যেহেতু মানুষের মুক্তির জন্য, শোষকের শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত সকল ভোগবিলাস, সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে গেলেন, নিপীড়িত, নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর সংসার, আত্মীয় পরিজন, আরাম আশ্রয় ত্যাগ করে সমাজ বিপ্লবে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য এমন উৎসর্গকৃতপ্রাণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে দিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় নিঃশেষ নিহত হতে হত্যা করার পর শেষ মুজিবর রহমান পবিত্র পানামাশ্রী মন্ডিরে দলের সাথে বসেছেন, আজ কোথায় সিরাজ সিকদার? এই ঘটনার পর শেষ মুজিবের দেশপ্রেম মহানুভবতা এবং হাটন ও বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ



সম্মুখীন হয়ে পড়লো। মানুষ ভাবতে লাগলো শেষ মুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে আর একজন দেশপ্রেমিককে, আর একজন বীরকে, আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীশাসন তুলি করে হত্যা করতে পারলেন? আবার এই জঘন্য অন্যায় ও কলঙ্কের কথা পবিত্র পার্লামেন্টে দলের সাথে শেষ মুজিব কি করে বলতে পারলেন?

১৯৭৫ সালে শেষ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রট্রিপতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন—এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশালি শাসন ব্যবস্থা। শেষ মুজিবের বাকশালি ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিত্তিক্তি গেল না। আশা-নিরাশার মিশ্র প্রতিক্রিয়া বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বড় মানুষ, বড় পেশাজীবী সংগঠন বলবত্বে শেষ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্বণ উপেক্ষা করে অস্তিবাদন জানালো।

সরকারী মালিকানাধীন নেওয়া দৈনিক ইস্তেফাকসহ চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ। শেষ মুজিবের নেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকলো না। সর্বত্র নিষ্প্রকৃতা।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল। কলকের আত্মজনের পর কাক ডাকা জোরে রেডিলিংজে মেজর ডালিমের কর্তৃ, আমি মেজর ডালিম বলছি, বৈরাচারী শেষ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্য ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেষ মুজিব ও তার বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে পদ্মকর মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং কার্য জারি করা হয়েছে।

সহকর্মী হিসেবে শেষ মুজিব মাসের দীর্ঘদিন কাটে এবং পাশে চেয়েছেন সেই সকল আওয়ামী লীগের নেতা বীরব এবং নিরুপ শেহেছেন। ছাত্রলীগের সামান্য সংখ্যক তরুণ নেতৃত্বহীনীয় কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই চূপচাপ থাকার, অপেক্ষা করার এবং দেখার পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন ডায়ালগ ছিল, যা কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশ হিসেবেও মান্য হয়েছে, এই ডায়ালগ বা নির্দেশটি হলো 'ওয়েট এন্ড সি' '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেষ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 'ওয়েট এন্ড সি'-এর রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্রনেতা কর্মীদের খুবই সামান্য একটা অংশ 'ওয়েট এন্ড সি' রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে অনুপ্রবেষণ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা মূলত শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কম্যুনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

১৫ই আগস্ট শেষ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উদ্‌যাপন করে রাজপথে কোন মিছিল হয়নি। আবার হত্যার বিপক্ষেও কোন শোক সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি।

বলা যায় শেষ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পিছনে প্রায় সকল সামরিক এবং বেসামরিক নেতৃত্ব সমর্থন ছুটিয়েছিল। অস্বস্ত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে নিয়েছিল।



হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু জনগণ মুক্তি পেল না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের জন্য অধিকার ও সুযোগের সম্যক প্রতিষ্ঠা না করে বরং প্রতিহত করেছে সামাজিক বিপ্লবকে। অকুণ্ণ রেষায়ে অসম বিকাশের পুরাতন ধারাকে, তারা লুপ্তন করেছে দু'হাতে আমলা, কালো ব্যবসায়ী অসম রাজনীতিক এরই ক্রমাগত ধনী হয়েছে স্বাধীনভাবে, জনগণের অগ্রগতি হবে কি? তারা আরো নিঃস্ব, আরো দরিদ্র হতে থাকলো। নেতৃত্ব সমগ্র জনগণের স্বার্থ না দেখে, শ্রেণীস্বার্থ দেখেছে। ভাংলার বিষয়, নেতৃত্ব যে কেবল শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আটক ছিল দল এবং সর্বোপরি পরিবারের কাছে। দেশে দূর্ভিক্ষ শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষ না বেতে পেয়ে ক্ষুধায় মারা গেল। বৃদ্ধি পেলো লুপ্তন ও দুর্নীতি। শেষ মুজিবের নেতৃত্ব বিধ্বাসযোগ্যতা হারাতে লাগলো। অপর দিকে অসমাপ্ত সামাজিক বিপ্লবের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির মহান নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা উত্তীর্ণ করে তোলে। যুবকরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ খানি দিয়ে দেশে ব্যাপক এক নতুন সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের নাম দেয় শ্রেণী সংগ্রাম। দলে দলে যুবকরা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে এই সশস্ত্র সংগ্রামে বোল দিতে থাকে।

আমিকাল থেকে শিক্ষিত ও ধনী পরিবারে সিরাজ সিকদার জনপ্রিয় করেন। সিরাজ সিকদার খুবই মেলাসী ছাত্র ছিলেন এবং নিজে মি, এস, সি, (মিডেল) ইংল্যান্ডের ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন করতেন। শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনে কমরেড সিরাজ সিকদারের সশস্ত্র সংগ্রাম এতই ব্যাপক ও তীব্র হলো যে, শেষ মুজিবের ব্রহ্মানন্দের প্রশাসন দিনকে দিন অচল হয়ে যেতে শুরু করলো। নির্বাসিত নির্দোষ শোষণিত বাঙালির হৃদয়ে কমরেড সিরাজ সিকদারকে ঘিরে নতুন বপু মানা বাঁধতে লাগলো।

১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারী সিরাজ সিকদার প্রেণ্ডার, পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে নিহত, এই শিবোনায়ে দেশের সকল পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হলো। পুলিশের প্রেসনোটে বলা হলো সিরাজ সিকদারকে প্রেণ্ডার করা হয়েছিল এবং সাতার রোড দিয়ে নিয়ে আসার সময় সিরাজ সিকদার পুলিশের তায়ন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন পুলিশ গুলি করে, সেই গুলিতে সিরাজ সিকদার নিহত হয়।

কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় পুলিশের প্রেসনোট বানেশ্বাট সিরাজ সিকদারকে প্রেণ্ডার করা হয় ঠিকই এবং প্রেণ্ডারের পর বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। সিরাজ সিকদারের বুকে মোট পাঁচটি গুলির চিহ্ন ছিল যা সমানে থেকে করা হয়েছে। কেউ যদি পালাতে থাকে এবং পলায়নপর বর্তিকে যদি পিছুনে থেকে গুলি করা হয়, তাহলে সেই গুলি পিঠে বিদ্ধ হবে। কিন্তু সিরাজ সিকদারের বুকে বুকেট বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি যেহনজী মানুষের মুক্তির জন্য শোষকের শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত সকল জোখবিলাস, সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে গেলেন। নির্দোষ, নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর সংসার, অস্বীকৃত পরিজন, আদাম আয়াস ত্যাগ করে সমাজ বিপ্লবে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য এমন উৎসর্গকৃতপ্রাণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে কিনা বিচারের বন্দী অবস্থায় নির্মম নির্যাতনে হত্যা করার পর শেষ মুজিবের ব্রহ্মানন্দ পবিত্র পার্লামেন্টে নির্ভীক মনোবল সাথে হুজুজেন। জাভেদেহায় সিরাজ সিকদার। এই ঘটনার পর শেষ মুজিবের দেশপ্রেম মহানুভবতা এবং তটন নির্ভীকতার প্রতি প্রচুর প্রশংসা

সম্মুখীন হয়ে পড়লো। মানুষ ভাবতে লাগলো শেখ মুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে আর একজন দেশপ্রেমিককে, আর একজন বীরকে, আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশার গুলি করে হত্যা করতে পারলেন? আবার এই ভয়ানক অন্যায় ও কলঙ্কের কথা পবিত্র পার্লামেন্টে দলের সাথে শেখ মুজিব কি করে বলতে পারলেন?

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর বহুমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশাল শাসন ব্যবস্থা। শেখ মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিত্তি গেল না আশা-নিরাশার মিশ্র প্রতিক্রিয়া বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বহু মানুষ, বহু লেগাজীবি সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বহুমানকে বাকশাল করায় জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে অভিবাদন জানালো।

সরকারী মালিকানার নেওয়া দৈনিক ইন্ডেক্সকসহ চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ শেখ মুজিবের নেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিগণ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকলো না সর্বত্র নিষিদ্ধতা।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল। ফজরের আভানের পর কাক ডাকা জোরে রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি, বৈদ্যচাঁদী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে সেনাবাহিনী কক্ষ দখল করেছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্য ঘোষণা করা হয়েছে এরপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার বৈদ্যচাঁদী সরকারকে উৎখাত করে শব্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী কক্ষ দখল করেছে এবং কার্য জারি করা হয়েছে।

সহকর্মী হিসেবে শেখ মুজিব যাদের দীর্ঘদিন কাছে এবং পাশে রেখেছেন সেই সকল আওয়ামী লীগের নেতা মীরব এবং নিরুপ থেকেছেন, ছাত্রলীগের সামান্য সংখ্যক তরুণ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই চূপচাপ থাকার, অপেক্ষা করার এবং দেশের পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন ডায়ালগ ছিল, যা কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশ হিসেবেও মান্য হয়েছে, এই ডায়ালগ বা নির্দেশটি হলো 'ওয়েট এন্ড সি' '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 'ওয়েট এন্ড সি' এর রাজনীতি শুরু হয়। জায়েদেদ কর্মীদের খুবই সামান্য একটা অংশ 'ওয়েট এন্ড সি' রাজনীতি প্রতিষ্ঠান করে অনুপ্রবেশযোগ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা মূলত শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে এই কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কমুনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবর বহুমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উত্থাস করে রাজপথে কোন মিছিল হয়নি। আবার হত্যার বিপরীতে কোন শোক সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি।

বলা যায় শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পিছনে প্রায় সকল সামরিক এবং বেসামরিক নেতৃত্ব সমর্থন ছুটিয়েছিল। অন্তত একটা সহস্রাধিক বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে নিয়েছিল

সম্মুখীন হয়ে পড়লো। মানুষ ভাবতে লাগলো শেখ মুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে আর একজন দেশপ্রেমিককে, আর একজন বীরকে, আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশার গুলি করে হত্যা করতে পারলেন? আবার এই জঘন্য অন্যায় ও কলঙ্কের কথা পবিত্র পার্লামেন্টে দফতর সাথে শেখ মুজিব কি করে বলতে পারলেন?

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী হোতে রাষ্ট্রপতি হলেন, দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশাল শাসন ব্যবস্থা। শেখ মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিত্তি গেল না আশা-নিরাশার মিশ্র প্রতিফলন বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বহু মানুষ, বহু শেখাজীবী সংগঠন বলবদ্ধ শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে অস্ত্রবাদের জানালো।

সরকারী মালিকানাধীন নেওয়া দৈনিক ইত্তেফাকসহ চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবের নেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই করার সুযোগ থাকলো না সর্বত্র নিষ্ঠুরতা।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল। ফজরের আজানের পর কাক চাকা ভোরে বেড়িগড়ে মেজর ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম ফর্দে, হৈদরাবাদী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে সেনাবাহিনী কমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর খিট্টাবাড় ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার হৈদরাবাদী সরকারকে উৎখাত করে গণস্বাক্ষর মৌলভা আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী কমতা দখল করেছে এবং কার্ফু জারি করা হয়েছে।

সহকর্মী হিসেবে শেখ মুজিব হত্যার দীর্ঘদিন কাটে এবং পাশে রেখেছেন সেই সকল আওয়ামী লীগের নেতা দীর্ঘব এবং নিশ্চুপ থেকেছেন। ছাত্রলীগের সাধারণ সংগঠক তরুণ নেতৃত্বান্বিত কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই চুপচাপ থাকার, অপেক্ষা করার এবং দেখার পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন ডায়ালগ ছিল, যা কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশ হিসেবেও মান্য হয়েছে, এই ডায়ালগ বা নির্দেশটি হলো 'ওয়েট এন্ড সি', '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 'ওয়েট এন্ড সি' এর রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্রনেতা কর্মীদের খুবই সামান্য একটা অংশ 'ওয়েট এন্ড সি' রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে অনুপ্রবেশযোগ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা মূলত শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এটি কর্মতৎপরতার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কমুনিষ্ট পার্টির (সিপিএ) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উদ্‌যাপন করে রাস্তাপথে কোন মিছিল হয়নি, আবার হত্যার বিপক্ষেও কোন শোক সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি।

বলা যায় শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পিছনে প্রায় সকল সামরিক এবং বেসামরিক নেতৃত্ব সমর্থন ছুণিয়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে নিয়েছিল।



কেবল ব্যতিক্রম কাদের সিদ্দিকী ছাড়া।

মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তী কাদের সিদ্দিকী শেষ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় আবারো সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। শেষ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আগরয়ারী লীগের নেতারা এবং শেষ মুজিবের স্ত্রী সত্যার সদস্যরাই খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর নেতৃত্বে যন্ত্রীসভা গঠন করে। খন্দকার মোশতাক আহমেদ শেষ মুজিবের স্থলাভিষিক্ত হন। খন্দকার মোশতাক আহমেদ ছিলেন শেষ মুজিবের বহমানের যন্ত্রীসভার বারিভ্যামন্ত্রী। বারিভ্যামন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সাংবিধানিক কোন বৈধতা ছিল না; খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তবুও দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে যন্ত্রী সভায় যোগদান করেন বর্তমানে শেখ হাসিনার স্ত্রী সত্যার সদস্য আবুল হাসান চৌধুরীর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। শেষ হাসিনার আগরয়ারী লীগ সভাপতি মন্ডলির সদস্য এবং এমপি আব্দুল মান্নানসহ শেষ মুজিবের স্ত্রী সত্যার অনেক যন্ত্রী।

খন্দকার মোশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া, সাংবিধানিকভাবে কোন বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে খন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ ব্যাক্য পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এ. বি. মহাম্মদ হোসেন।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী বঙ্গবীর জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী খন্দকার মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা হন। ১৫ই আগস্ট সকাল ৯টার তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার দলের বর্তমান এম. পি. মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন। এরপর আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন বিমান বাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার বর্তমান বিতর্কিত এম. পি. এ. কে. খন্দকার, নৌ বাহিনী প্রধান এডমিরাল এম. এইচ. খান ও বি. ডি. আর এবং পুলিশ প্রধানগণ।

নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদ পার্লামেন্ট মেম্বারদের সভা ডাকেন। এই সভায় যোগদান করা থেকে বিরক্ত রাখার জন্য ছাত্রনেতা নিহত সৈয়দ নূরুল ইসলাম নুরু নেতৃত্বে ছাত্রলীগের হাতে গোনা কয়েক জন কর্মী জোর চোঁটা ও তদবীর চালালেও আগরয়ারী লীগের প্রায় সকল এম. পি. উক্ত সভায় যোগদান করেন।

অপর দিকে বিশ্বাস্ত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম তার জনাপ্রিয়তাকে সাধীসহ সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ এর সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করলে, ছাত্রনেতা সৈয়দ নূরুল ইসলাম নুরু তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর সিংলট জেলার সীমান্ত অঞ্চলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠন জাতীয় মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।

ডাকসুর সাবেক ডি. পি. মুজাহিদুল ইসলাম সেকিয়ার (বর্তমানে কমিউনিস্ট (সিপিবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক), ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারী আমলা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোস্তাফির চৌধুরী) দেব নেতৃত্বেমাত্র শ'বানেক ছাত্রনেতা ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করলে, এই কর্মতৎপরতা প্রতিহত করার জন্য জাসদ ছাত্রলীগ (গণবাহিনী) প্রকলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

'৭৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ছাত্রলীগের এই মুষ্টিমেয় নেতা-কর্মী মিলে সিদ্ধান্ত নিল ৪ঠা নভেম্বর '৭৫-এ খানসামা ও ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বহমানের বাসভবনে মৌন



মিছিল করে যাওয়া হবে।

৪ঠা নভেম্বরের মৌন মিছিল সকল করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরে গোপন বৈঠক চলতে লাগলো। ২রা নভেম্বর দিবাগত গভীর রাতে অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর প্রত্যুষে দেশে ২য় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলো। ৩রা নভেম্বর সকালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নির্মিত বোমারু বিমান মিস ২১ আকাশে উড়লো এবং বুঝই নীচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দিতে লাগলো। বাংলাদেশ বেতার বা রেডিও বাংলাদেশ এবং টেলিভিশন সম্প্রচার সার্বজনীন বন্ধ রইল। বোমারু বিমানের নীচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দেওয়া এবং রেডিও বন্ধ থাকায় দেশে যে ২য় বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল এবং এটাও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ২য় সামরিক অভ্যুত্থানের জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চিত ফলাফল এখনও হয়নি। কোন পক্ষই এখনও নিশ্চিত বিজয়ী হয়নি। আর এই জন্যই বোমারু বিমান মিস ২১ বারবার নীচে ড্রাইভ দিয়ে প্রতিপক্ষকে বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে এবং বেতার বা রেডিও বন্ধ রয়েছে। বোমারু বিমান বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে কিন্তু বোমা মারছে না, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে দুই পক্ষের সাথে আলোচনা চলছে। আর সেই জন্যই মুক্ত বিমান আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে, কিন্তু আক্রমণ করছে না। রাতে হঠাৎ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করলো কিন্তু অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হলো না। ৪ঠা নভেম্বর সকাল বেলা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মৌন মিছিলের প্রকৃতি নিয়ে শ'পাঁচেক ছাত্র-জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সমবেত হলো। সমবেত ছাত্র, জনতা নিম্নোক্তভাবে সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা করলো।

এদের অধিকাংশেরই ধারণা সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাদানকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অভ্যুত্থান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে জেনারেল জিয়ার একটা পরিচিতি ছিল এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই অনেকেই মনে করেছেন জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলল প্রিন্সেডিয়ার খালেদ মুশাররফ অভ্যুত্থান করেছেন। অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব কে দিয়েছেন তা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১৫ই আগস্টে অভ্যুত্থান করে শেখ মুজিবকে মাতা ইত্যাদি করেছ। তারা এখন আর ক্ষমতায় নেই এবং তারা দেশ ত্যাগ করেছে। ইতোমধ্যে আলা কবাকশ' লোক সমাবেশে যোগ দিয়েছে। সাত আ'শ' লোক নিয়ে মৌন মিছিল শুরু হলো। মৌন মিছিল ধানমন্ডি ও ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাসভবন অতিমুখ যাগা করলো। পরামর্শ মোড়ে পুলিশ প্রথম বাধা দিল। পুলিশ বলছে, মিছিল নিষিদ্ধ আপনারা মিছিল করবেন না। কে মিছিল নিষিদ্ধ করেছে জিজ্ঞেস করলে পুলিশ কোন উত্তর দিতে পারেনি। পুলিশ বলছে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমরা উদ্ধার্তন কর্তৃপক্ষের কাছে জেনে নেই। কিন্তু মিছিল থামলো না, মিছিল চলতে থাকলো। পুলিশও নামকাণ্ড করতে হালকা পাতলা বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু প্রকৃত ভাবে পুলিশী বাধা বলতে যা বোঝায় তা পুলিশ মোটেও করেনি। আসলে পুলিশও জানতো না কারা এখন দেশের ক্ষমতায় আছে, দেশে কি হচ্ছে, পুলিশের কি করণীয়, পুলিশ অনেকটা কিংকর্তবাবিমুদ্র ছিল। নিঃশব্দ মৌন মিছিল সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড় পেরে হাড়ে কলাবাগানের দিকে যেতে থাকলে এদিকে পাহারার থাকা সেনাবাহিনীর দল-বার জনা সৈন্য মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো। সৈন্যদের মিছিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বেশ কিছু মিছিলকারী মিছিল ত্যাগ করে আশেপাশে সরে পড়ল।

সৈন্যরা মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো ঠিকই, কিন্তু মিছিলে বাধা দান বা সমর্থন কোন কিছুই

করলো না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। তবে সৈন্যদের তাকানোর ভঙ্গিটা বিরূপ ছিল। তারা বাঁকা চোখেই মিছিলটাকে দেখেছে এবং মনে হয়েছে দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান ও সৈন্যদের করণীয় সম্পর্কে তারাও নিশ্চিত হন—মিছিল কলাবাগান অতিক্রম করার সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ-এর মা এবং ছোট ভাই বাশেদ মুশাররফ (বর্তমানে শেখ হাসিনার ঘৃণিত প্রতিদ্বন্দ্বী) মিছিলে অংশ নিলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ-এর নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। এখানেই জানা গেল নতুন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ-এর অনুগত বাহিনী বন্দী করেছে এবং অনতিবিলম্বে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ মেজর জেনারেল পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান হবেন। মিছিল ৩২নং ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটে গিয়ে বিকেল তিনটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দিয়ে শেষ হয়।

দুপুর ১টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভবনের সামনে থেকে যে যার স্থানে ফিরে যাই। মাত্র আধা ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দুপুরের আহ্বার শেষ করে পুরান ঢাকা থেকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রওদানা হই। বিকেল তিনটার আগেই আমরা ডাকসু ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রায় হাজার খানেক ছাত্র জনতা ইতোমধ্যেই সমবেদিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়নি, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সবাই আলোচনা করছিল। এই আলোচনা-আলোচনার মূল বিষয় ছিল জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা। গতকাল ওরা নভেম্বর শেখ মুজিব চত্বাকারীরা জেলখানার আদালতে বন্দী অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দানকারী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদ প্রথম রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুনসুর আলী এবং পিতৃমন্ত্রী কামরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর দেশ ত্যাগ করে।

ডাকসুর সাবেক ভি পি বর্তমানে ক্যামিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসলামত কাদিত নামা সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর মিছিল শুরু হলো। জেলখানায় জাতীয় চার নেতা ও হত্যার খবরে মিছিলের মানুষগুলো কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। মিছিলটা পুরনো ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মিছিলের গতি-প্রকৃতিটা এমনই হলো যে এটা না হগো বিক্ষোভ মিছিল, না হলো মৌন মিছিল। মিছিলটা পুরাতন শহর দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের সেন্ট্রাল জেলের (কেন্দ্রীয় কারাগার) সামনে দিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহিরুল্ল্য হক হলের মাঠে এসে শেষ হলো। এখানে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আগামী ৫ই নভেম্বর শোকসন্তার কর্মসূচী ঘোষণা করে লাড়ায় মহল্লায় দাঁড়াল ও পথসভা করার নির্দেশ দিলেন। এর আগে বিকেল ৩টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের সামনে জাতীয় চার নেতাকে দক্ষিণ সেওয়ার জন্য কবর খোঁড়া হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধার জন্য জাতীয় চার নেতাকে এখানে কবর দেওয়া গেল না।

আমরা দশ এগারোজন মিছিল করতে করতে পুরাতন শহরে আমাদের মহল্লায় ফিরে এলাম। তখন রাত ৮টা হবে। মহল্লায় এসে পরিচিত মাইকের দোকান থেকে মাইক এবং গ্যারেজ থেকে রিক্সা নিয়ে মাইক বেঁধে মিছিল এবং পথসভা করতে লাগলাম। পথসভা ও মিছিলে জাতীয় চার নেতা হত্যার প্রতিবাদে আপাতকাল শোকসন্তার ঘোষণা দিতে থাকলাম। পথসভা এবং মিছিলে জনতা তো অংশ গ্রহণ করলই না, এমন কি আগুয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও অংশগ্রহণ করলই না এমন কি আগুয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই ও অংশগ্রহণ করল না। আমরা দশ-এগারোজন ছাত্রনেতা-কর্মীই সারাটা পুরাতন শহরের যতটা এলাকা সম্ভব মিছিল

আর পথ সজা করতে থাকলাম। রাত ১১টার দিকে শ্যামবাজার এলাকায় মিছিল নিয়ে এসে সূত্রাপুর থানার পুলিশ রাস্তার দু'দিকে থেকে ঘেরাও করে আমাদের বেথুনক মাঠি পেটা করে হিজ্রা এবং মাইক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের এই হামলার গুরুতর আহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বর্তমান সরকারী আমলা খন্দকার শওকত হোসেন (জুনিয়ান) এবং কবি নজরুল সরকারী কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা সং ও প্রতিবাদী ব্যক্তি বিএনপি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯ নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বর্তমান জাতীয়তাবাদী দল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি জননেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন। আমরা সবাই পালিয়ে গেলাম। রাতে কেউই বাসায় থাকলাম না।

কিন্তু হিজ্রাওয়াল্লা, হিজ্রার মালিক, মাইকওয়াল্লা এরা সবাই আমার বাসায় এসে হিজ্রা আর মাইক দাবী করে বসে রইল। পরদিন সকালে টাকা-পয়সা দিয়ে থানার লোক পাঠানো হলো হিজ্রা আর মাইক ছাড়ানোর জন্য, কিন্তু থানা পুলিশ কিছুতেই মাইক আর হিজ্রা ছাড়লো না। ওরা নভেম্বর প্রিন্সিপালতার খালেদ মুশাররফের নেতৃত্বে সংগঠিত দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দেশ থেকে পালিয়ে গেলেও যার নেতৃত্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হলো এবং যিনি সংবিধান বর্হীকৃতভাবে অবৈধ পন্থায় দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন সেই খন্দকার মোশতাক আহমেদ ঠিকই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকলেন। ১৫ই আগস্ট সকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে সংবিধান বর্হীকৃত পন্থায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসা খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ দাওয়া পাঠ করান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচার এ বি মাহমুদ হোসেন। সংবিধান বর্হীকৃত পন্থায় রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত খন্দকার মোশতাক আহমেদ এর কাছ থেকে ৫ই নভেম্বর '৭৫-এ প্রিন্সিপালতার খালেদ মুশাররফ পদোন্নতি নিয়ে মেজর জেনারেল হন এবং সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। বিমান বাহিনী প্রধান ও নৌ বাহিনী প্রধানত্ব খালেদ মুশাররফকে মেজর জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান-এর ব্যাচ পরিচয় দিচ্ছেন এই ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৫ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'ন' পত্রিক ছাত্র-জনতা সমবেত হলেও নেতৃত্বের অভাবে এবং জামদ ছাত্রলীগের সাপোর্টের কারণে এরা নভেম্বর ঘোষিত ৫ই নভেম্বরের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিচিতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং আতঙ্ক নিয়ে বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা আর মিছিলের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে ৫ই নভেম্বরের দিন শেষ হয়ে গেলে সম্ভাব্য আমরা পুরাতন ঢাকায় ফিরে আসি এবং সরকারী কবি নজরুল কলেজের শহীদ সাহসুল আলম ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রসভা করি। পরদিন ৬ই নভেম্বর সকালে পুরাতন ঢাকা থেকে যথোপস্থিতি আমরা দল-এগারোজন মিছিল নিয়ে আবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হলে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাহাদাত মোঃ সায়মকে রাষ্ট্রপতি করা (আগুয়ামী নীতির) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া, সামরিক আইন জারি করা এবং সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল খালেদ মুশাররফের প্রধান সামরিক আইন প্রদাসক হুগুয়াসহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত শোনা যায় এবং এই দিনেও আমাদের মিছিল ও অশোচন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। সবাই ছিল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন। সভানাপাদ আমরা পুরাতন শহরে ফিরে আসি। নেতৃত্বের কোথাও কেউ নেই। সব কেমন যেন শূন্য ও ফাঁকা। দেশে আরো সাংঘাতিক ধরনের কি হেন হতে যাচ্ছে তা অনুভব করা যায়। উপলব্ধি করা হয়। কিন্তু পরিচায় বোকা যায় না। আগুয়ামী বাকশালী



নেতারা সব কে যে কি করেছে বা কোথায় গলিগে গেছে তাও বোঝা যায় না। ছাত্রনেতাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগনে শেখ শহীদ অনেকটা পাতানো গৃহবন্দী বলেই মনে হচ্ছে। ইসমত কাদির গামার ততটা বুদ্ধিভিৎ নেই, তবে কিছু করার চেষ্টায় আছেন। রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোস্তাফির চৌধুরী) আছেন, সব সময়ই আছেন। বলতে গেলে সেই এখন সব চাইতে বড় নেতা। ডাকসুর সাবেক ভিপি ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম হলেন কিছু একটা করার চেষ্টাকারীদের মূল নেতা। ছাত্রনেতা সৈয়দ নূর কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগ দিয়েছেন।

আগামীকাল স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন কর্মসূচী নেই। হাত বশন গভীর হলো, দেড়টা দুটা বাজে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী ৭ই নভেম্বর গভীর রাতে হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। হাত বতই বাড়তে লাগলো গুলির আওয়াজও ততই বাড়তে লাগলো গুলির আওয়াজে মনে হতে লাগলো এ হেন পঁচিশে মার্চ '৭৫-এর মতোই এক কালো রাত। পঁচিশে মার্চ '৭১-এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে কিন্তু আজকের গুলি কারা করেছে, কেন করেছে, কার বিরুদ্ধে করেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

৭ই নভেম্বর ভোর হতে না হতেই দেখা গেল সেনাবাহিনীর সিপাহীরা (জোয়ান) আকাশপানে চম্পিকাতে করতে রাস্তা গিয়ে পায়ে ছেঁটে, গাড়িতে চড়ে যে যেভাবে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এই সেনা সিপাহীদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের একটা অংশ যোগ দিয়েছে সিপাহী জনতা, রাজপথে মিছিল করছে আর আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে, শ্রোগান দিচ্ছে সিপাহী-জনতা এই মিছিল থেকে নানা ধরনের শ্রোগান ছিটে শোনা গেল। কোন মিছিল থেকে শ্রোগান আসলো শ্রোতাক-জিয়া জিন্দাবাদ, মুসলিম বাংলা জিন্দাবাদ। কোন মিছিল থেকে শ্রোগান উঠলো কর্নেল ত্যাহের জিন্দাবাদ, ত্যাহের জিয়া ভাই ভাই গণবাহিনী জিন্দাবাদ, সিপাহী জনতা-ভাই ভাই ইত্যাদি নানা ধরনের শ্রোগান সিতে শোনা গেল সিপাহী জনতার- মিছিল থেকে এই সিপাহী-জনতার সামনে কোন স্পষ্ট লক্ষ্য বা পরিষ্কার কোন ধারণা যে ছিল না তা বোঝা যাচ্ছিল এবং এই সিপাহী-জনতার বিদ্রোহে কোন একক নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ যে ছিল না তাও বোঝা যাচ্ছিল তবে এই সিপাহী-জনতার বিদ্রোহ যে আওয়ামী বাকশালী এবং শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তা নিশ্চিত ছিল।

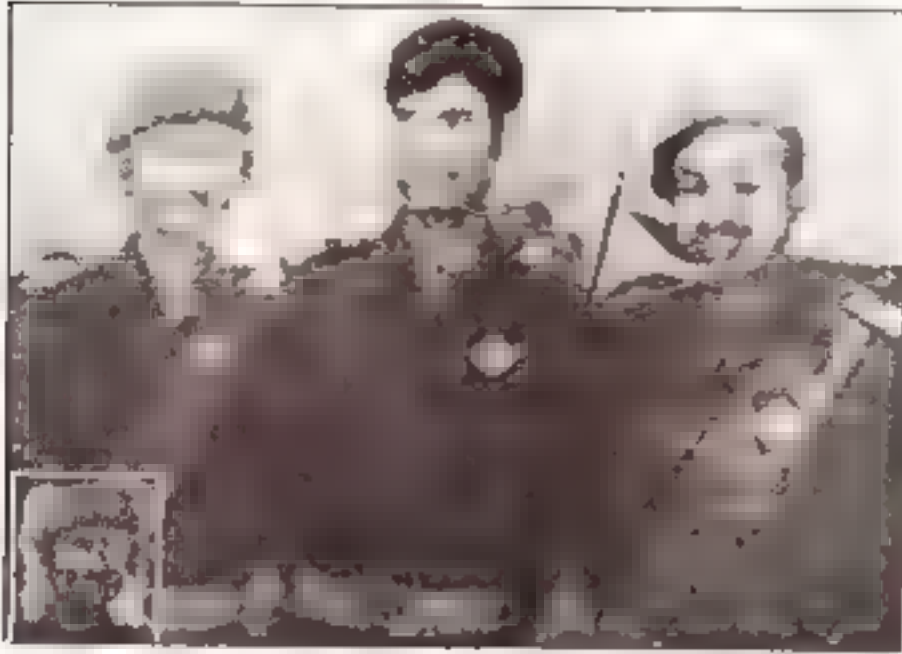
এ মিছিলকারী সিপাহী জনতা আওয়ামী বাকশালী বা শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের দেখামাত্র যে মেরে ফেলতে তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না।

## ভারতে পলায়ন

৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব ছিল শেখ মুজিবের রহমান, আওয়ামী বাকশালী ও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাধারণ সিপাহী জনতা এই বিপ্লবে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকেই নেতা মনে করেছে। '৭৫ সালের আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী বাকশালীরা বা শেখ মুজিবের অনুসারীরা কে যে কোথায় লাপাত্তা হয়ে গেল তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। অবশ্য শেখ মুজিবের সহপাঠী বা আওয়ামী বাকশালী নেতাদের একটা বিরাট অংশ মুজিব হত্যাকারীদের সাথে হাত মিলানো এবং হত্যাকারীদের নেতা বন্দুকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে সরকার গঠন করল। আর আমরা গুটিকয়েক ছাত্র-নেতাকর্মী রাজনৈতিক জংপরতা চালানোর বা মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, তারা '৭৫-এর ৭ই



নভেম্বরের বিক্ষুব্ধ সিপাহী জনতার বিদ্রোহ দেখে ভয়ে পালিয়ে ভারত চলে পেলো



শেখ মুজিব হত্যার  
প্রতিবাদ বুকের ও  
খোজা বানিক থেকে  
"আমার কানি চাই"  
এছের লেখক  
বাংলাদেশ আওয়ামী  
লীগের ১নং  
কাউন্সিলার  
মুক্তিযোদ্ধা মতিহুর  
রহমান রেগু, অগ্রিক  
আম্মায়েদ দুলাল এস  
এ কাইয়ুম খসরু

## যুদ্ধে পরাজয়

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হলে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় এবং মোরারজি দেশাই-ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আমরা শংকিত হই। এমনভাবেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া গোটা ভারতের রাজনীতিও ছিল আমাদের বিপক্ষে। আমাদের একমাত্র সমর্থক এবং সাহায্যকারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এখন কমতানু্যত। সামনের দিন আমাদের ভাল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই প্রথমে আমাদের সকল সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই উভয়েই ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন লবিং লোক। ফলে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের পরামর্শে ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আক্রমণ করে আমাদের পরাস্ত করার চুক্তিবদ্ধ হয়।

সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের দখলে থাকা মুক্তাঞ্চল এবং আমাদের ঘাঁটিগুলোতে বরাবর ভারত ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। অপরদিকে বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। আমরা সামনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি.টি.আর এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বি.এস.এফ দ্বারা সার্ভার্স কায়দায় চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ি। আমাদেরকে বাংলাদেশ ও ভারতের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার ফলে আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি হেডকোয়ার্টার থেকেও। আমাদের এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক সিদ্ধিক্তীর সাথেও সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা এক ঘাঁটির সাধীরা অন্য ঘাঁটির সাধীরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু বাংলাদেশের আর ভারতীয় আর্মির মাইকের আওয়াজ। একদিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মাইকে বলছে আটচল্লিশ (৪৮) ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ

(সার্বভৌম) কর। নইলে আক্রমণ করা হবে। অন্যদিকে পিছনের দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাটিকে বসছে আন্টিচিলিচ ঘন্টা করা আকারে হাতিয়ার ডালদো

আমরা ঘন্টা ছিল ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার ভবানীপুর। আমরা ঘন্টার সম্মুখে ছিল বেশ বড় সম্মুখের নদী। নদীর উপর পায়ে ছিল জেনারেল মাহামুদুল হাসান, মেজর সাখান, মেজর মঈন এন্ড নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এন্ড পিছনে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আমরা উভয় দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের আগ্রহের জাতির মেটামিটি খারাপ না যদিও গোলাগুলিও পরিমাণ কম। পেছন থেকে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সহজে কাবু করতে পারলেও সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণেই বাংলাদেশ বাহিনী আমাদের সহজে কাবু করতে পারবে না। আমরা ধারণা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও এডভান্স হওয়া আমাদের ঘন্টা দখল করতে আসবে না। ভারতীয় বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে আমাদের ঘায়েল করতে চাইবে কিন্তু এডভান্স কাবু আমাদের ঘন্টা দখল করার বিরুদ্ধে বা কৃকি নেবে না। আর আমাদের ঘন্টার সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণে আমরা অনেক দুর্ভিক্ষ ও সুদৃঢ় অবস্থানে আছি। বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে নদী অতিক্রম করে আমাদের ঘন্টা দখল করা এক দুরূহ ব্যাপার। এই অবস্থায় একমাত্র বিমান হামলা করা ছাড়া আমাদের পরাস্ত করা কঠিন। আমরা সম্ভাব্য বিমান হামলা মোকাবেলা করার জন্য আগে থেকেই মাটি কেটে শালবনের বিশাল বিশাল শাল পাছ দিয়ে তার উপর সম্মুখের নদীর পাশের বর্গাকার আর ঘন্টা দিয়ে দুর্ভিক্ষ মজবুত বিশালাকার বাছুর ও ট্রেক্সের কাছাকাছি। আমরা মাটির উপর না উঠে মাটির নিচে দিয়ে বাছুর ও ট্রেক্সের ডিঙির দিয়ে অন্যভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারি এবং যুদ্ধ করতে পারি।

আমাদের আত্মসমর্পণের সংবক্তারের, জন্য বেধে দেওয়া আন্টিচিলিচ ঘন্টা সময় অতিক্রম হওয়ার পর জেনারেল মাহামুদুল হাসান নিজের নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের ঘন্টার উপর রাইফেল ঘন্টার নদী মাটির প্রায় শতভাগক শেল নিক্ষেপ করে। সেই সময়ে পিছন দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীও আমাদের উপর অবিরাম গোলা ও বুলি নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি ও বাংলাদেশ বাহিনীর ঘন্টার শেলিং চলাকালে আমরা বাছুর ও ট্রেক্স বসে বাংলাদেশ বাহিনীর দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ছাড়া এক রাউন্ড গুলিও করিনি। তখনও ভোর হয়নি, অন্ধকার কাটেনি, আবহা অন্ধকারে হঠাৎ দেখা গেল বিশ-ত্রিশ নৌকা বোম্বাই হয়ে জেনারেল মাহামুদুল হাসানের বাহিনী নদী অতিক্রম করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আক্রমণ করলে ভারতীয় নৌকা হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের সম্মুখে সেনাবাহিনীর একটি দল কভারেজ এটাক করে। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। ঘন্টার অনেক তীব্র সংঘর্ষের পর জেনারেল মাহামুদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ বাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হটে যায়। এভাবে সপ্তাহখানেক জেনারেল মাহামুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করতেই আমাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়। আমাদের আগ্রহ যে মজুদ আছে তা দিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর আক্রমণ বছরের পর বছর প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু গোলাবারুদের জাতির প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তার চাইতেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বাদ্য সংকট। তিন দিন থেকে আমাদের কাছে কোন বাদ্য নেই, ক্যাম্পে তিন-চারটি গরু খনাই করে পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমরা খেয়েছি। আঙ্গু তাও নেই। আমরা যারা একাত্তরের

মুক্তিযোদ্ধা, আমরা একান্তরকম মুক্তিযোদ্ধা শুধু অস্ত্রের সংকটে পড়েছি, কিন্তু খাদ্য সংকটে কখনও পড়িনি। গোটা বাঙালী জাতিই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। প্রয়োজনে বাঙালী নিজের বা খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই খাদ্যে কষ্ট করেনি এদেশের মানুষ আগে মুক্তিযোদ্ধার খাদ্য জুগিয়েছে, তারপর নিজের খাদ্য জুগিয়েছে একান্তরকম যুদ্ধে আমি খাদ্য সংকটেও পড়িনি এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলাবারুদের মতো খাদ্যও যে একটা বিরাট জাইটাল ফ্যাকটর তাও বুঝিনি।

এখন অস্ত্র আছে, কিন্তু গোলাবারুদের সংকটে পড়েছি। তার চাইতেও বেশি সংকটে পড়েছি খাদ্যের আমাদের অস্ত্রপ্রতি পাঁচ সাত রাউন্ড গুলি ও গোলা রয়েছে মাত্র বা পাঁচ দশ মিনিটও টিকবে না। আমার মনে এখনো আশা শেষ যুদ্ধের্তে ভারত হয়তো সদয় হতে পারে। আমার সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের কয়েকজন বন্ধু পালিয়ে যেতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মাইকে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলো আর বলতে লাগলো, কোন অসুবিধা নেই, সবাই চলে আসেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দু'দিন কোন পক্ষেই কোন যুদ্ধ নেই, গোলাগুলি নেই, চতুর্দিকে নীরব আমাদের কেউ বাধারে, কেউ উপরে, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, আমাদের কোনই খাদ্য নেই অস্ত্র আছে, কিন্তু নেই যুদ্ধ করার গুলি, সর্বোপরি নেই যুদ্ধ করার মতো বিশুমাত্র মানসিক শক্তি। আমি একটি ছোট কাঁচাল পাথরের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নৌকা করে আমাদের চারে এসে নামলো পালে থাক অমর অস্ত্রটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। হয়তো মনের ভুলেই দেখলাম কিন্তু হাতে তুলে নিলাম না।

জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার বাহিনীকে নদীর পারে দাঁড় করিয়ে রেখে মেজর মঈন, মেজর সামাদসহ কয়েক জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের ঘাঁটিতে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে অস্ত্রস্বত্ব মোলোরেম এবং জব্রকটে আমাকে বললেন, দিন, আপনার অস্ত্রটা আমার হাতে দিন।

আমি শেষ বারের মত আমার অস্ত্রটা দেখলাম, তারপর আলতো হাতে জেনারেল হাসানের হাতে তুলে দিতে দিতে মনে মনে বললাম, বিদায় হে বন্ধু বিদায়।

এরপর জেনারেল হাসান বললেন, চলেন আপনার ঘাঁটিটা একটু ঘুরে দেখি।

তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আমাদের সাথীরা যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে বইল।

কারো অস্ত্র হাতে, কারো অস্ত্র মাটিতে। মেজর মঈনকে অস্ত্রগুলো কালেকশন করতে বলে,

আমাদের সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করালেন। এরপর নিয়ে গেলেন দুর্গাপুরে সেনাবাহিনীর

একটি ঘাঁটিতে সেখানে নিয়ে জেনারেল মাহামুদুল হাসান আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

আপনাদের চিন্তার বা ঘাবড়াবার কোনই কারণ নেই আমরা সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

রহমান এর কথা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কথা দিয়েছেন আপনাদের সকলকেই

ছেড়ে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র '৭৫-এর ১৫ই অক্টোবর আগে যদি কারো বিকল্পে বাংলাদেশ

দণ্ডবিধির আওতায় মামলা থেকে থাকে তাহলে তাকে বিচারের জন্য সোপান করা হবে।

দুর্গাপুরে কয়েক দিন রাখার পর আমাদের নিয়ে যাবুয়া হয় নুর্কুদীন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাবুয়া হলো ময়মনসিংহ ব্রেনিডেলিয়াল মডেল পার্লস কুন্সের

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

এই ক্যাম্পে আমাদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়। প্রতিদিন আমাদের আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন



ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখিত ও মৌখিকভাবে নেওয়া হতো। আমাদের মাঝ থেকে আমাদের সার্বী চট্টগ্রামের জননেতা মৌলভী সৈয়দ আহম্মেদকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে টর্চার (নির্যাতন) করে মেরে ফেলা হয়। এই সংবাদসহ আমাদের প্রতি ভারতের মোরারজি দেশাই সরকারের বর্ষবোধচিত্ত অমানবিক আচরণের সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে কংগ্রেস বিরোধী মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা, ইন্দিরা গান্ধীর পতনের মূল নায়ক, যার বদৌলতে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের সেই প্রবীণ সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ দাবী করেন।

জয় প্রকাশ নারায়ণের বক্তৃতা হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের নৈতিক দায়িত্ব এবং চিরকালের ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এই নৈতিক দায়িত্ব পালন না করে এবং চির ঐতিহ্য রক্ষা না করে বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অমানবিক অপরাধ করেছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার হারিয়েছেন। সুতরাং আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। নইলে ক্ষমতাসূত করা হবে।

সর্বদলীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতনের কার্যক্রম শুরু করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকার আমাদের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবান্ধব কাদের সিদ্দিকীসহ ভারতে থাকা কয়েকজনকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার দেওয়া কথানুযায়ী ভাষণে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজে জড়িত হবে না এই ঘরোয়া মুচলেকা (বক্তৃতা) দিয়ে আমাদের নিশ্চেষ্ট মুক্তি দেন।

মূলত আমাদের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকারের অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বদলীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ জনতার মোর্চা ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতন ঘটান।

## হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা

কনসেট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েই হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবর বহুমানের জনপ্রিয়তা পুনরায় উদ্ধারের এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ও তার কয়েকজন সাথী ছাড়া অন্য কেউ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় না পাওয়ায় এস এম ইউসুফ, মোস্তাফিজুল ইসলাম সেলিম শাহ মেহাফুস আব্দু জাফর (বর্তমানে জাতীয় পার্টি নেতা) মোস্তফা মোহসীন মন্টু (বর্তমানে গণফোরাম নেতা), ব্রিটিশ অফিস চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি. এস. মোস্তাফীর চৌধুরী), ফরিদপুরের কুমি (শেখ মুজিবের মন্ত্রী মোক্কা জালাল উদ্দিনের ছেলে), আব্দু সাদিক (বর্তমানে শেখ হাসিনার তথ্য প্রতিমন্ত্রী) ডাঃ এস এ মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) সহ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর যে সকল নেতা-কর্মী ভারতে গিয়েছিল তারা সবাই একে একে দেশে ফিরে আসেন।

হেদায়েতুল ইসলাম কাজল, শেখ মুজিব ও এরশাদের মন্ত্রী কোরবান আলীর ভাগ্নে ১৯৯৬-এর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত। গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ আব্দুস সামাদ পিটু, মোবারক হোসেন সেলিম (বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা ও নেতা), শামীম আফজাল (বর্তমানে বিচারপতি) রাজশাহীর বঙ্গবান্ধব রহমান ছালা (বর্তমানে সহকারী এডলী জেনারেল) এবং রানাসহ আরো কিছু সাথী বন্ধু মিলে সারা দেশের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অঞ্চলে নতুন করে স্বেচ্ছা সংগঠন গড়ে তুলতে থাকি। বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে আমি ঢাকা শহরের সব কয়টি কলেজ এবং



মহান্নয় সংগঠন গড়ে তুলি আমরা শুধু ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলছি ক্ষান্ত হতাম না যুবলীগ, কৃষক লীগ এমন কি মূল সংগঠন অণ্ডার্মী লীগও আমরা গঠন করে দিচ্ছি আমাদের কর্মী সৃষ্টি এবং কর্মী সংগ্রহ অভিযান ক্রতগতিতে চলতে থাকে এবং আমরা দাব্রুপভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকি

আমরা রাজ্যকে, এস এম ইউসুফ শাহ মোহাম্মদ আবু জাকর, রবিউল আলম চৌধুরী ও শাহকুল আর্জুজ মুকুল। অণ্ডার্মী লীগের সার্বক কেন্দ্রীয় নেতা, নামকরা তাত্বিক, দৈনিক বাংলায় এনার সহ সম্পাদক সাংবাদিক সাংবাদিক নির্বোধিত্রাণ, চিত্রকুমার। এবং আমাদের মধ্যে একটি অঘোষিত চেইন অফ কমন্স তৈরি হয়। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ থেকে আসা মধ্য কপালনা ও ব্যাপক সাড়া জাগানো বাক ও সবচেঁড়াত জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান। ছাত্রলীগের সার্বক সভাপতি আণ্ডার্মী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা প্রাক্তন এম পি, ১৯৯৬ সালে আণ্ডার্মী লীগ থেকে শেষ হাসিনা কতক বংশধর। এর জালদার বক্তৃতা এবং সেই সাথে অভিজ্ঞ ও কুখ্যাত সংগঠক ও ম, জাহাঙ্গির এম পি শেষ হাসিনার মর্জিসভার প্রতিমন্ত্রী, এর সাংগঠনিক দক্ষতা এটি সব মিলে ১৫ই আগস্ট শেষ দুজিয়ার সাথে মিলিত হয়ে যাওয়া শেষ দুজিয়ার জনপ্রিয়তা এবং সংগঠন নতুন প্রাণ পেতে থাকে প্রকাশ্যে ফজলু জাহাঙ্গিরদের বক্তৃতা বিবৃতি এবং আমাদের লীগ ও আন্দোলন বাঙালীতক প্রশিক্ষণ এবং কর্মী সৃষ্টি এই দুয়ে মিলে রাজনীতিতে এবং দেশে নতুন দোলাবাইতবতা লা তেরকরণ শুরু হয়। জাহাঙ্গির জাহাঙ্গির আণ্ডার্মী লীগের আক্রমাত আবু জাকর অণ্ডার্মী লীগের চালক শক্ত ৭১ এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সার্বক আমরা যা পেয়েছিলাম এবং বধানতার পর আমরা যা হারিয়েছি। সেই নয়া মাত, আদর্শ তাল সার্বক মনুষ্যের জন মনুষ্যের জালাবাস, জোগে নয়া ত্যাগই সুখ দেশ ও মানুষের জন্য নিজেদের বিলাস দেওয়ার হারিয়ে যাওয়া চেতনা আর এ বিস্তার আসতে লাগলো।

দোটেজ ইউনে শেষ দুজিয়ার মর্জির পর অণ্ডার্মী লীগের দ্বিতীয় সংস্থলন হলো প্রথম সংস্থলনে জিতরা তাজুজানকে অণ্ডার্মী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি পসিত হলো দ্বিতীয় সংস্থলনে কর্মীদের আর্পিত ও মারতব বার্তাধারা সবুও সৈয়দ জাহাঙ্গির তাজুজানকে বাদ দিয়ে আব্দুল মালেক উকিলকে অণ্ডার্মী লীগের সভাপতি ও আব্দুল বজ্রাককে সাধারণ সম্পাদক করা হল। আমরা কিছুটা চিন্তিত হই এই তেরে যে মালেক উকিল আদর্শনাম বাকিত্ব নন মালেক উকিল প্রেসিডেন্ট হলো ও পার্টির চর্জিকা শক্ত জোকে যায় মেজেন্টারী আব্দুর রাজ্জাকের হাতেই এই পরিস্থিতিতে অণ্ডার্মী লীগের সঙ্গে অগ্র সংগঠন এবং মূল শক্তি ছাত্রলীগের সংস্থলন হয়। সংস্থলনে সারা দেশে ছাত্র প্রতিনিধিদের ফজলু জাহাঙ্গির পয়ানেরের একক দাবি স্বাক্ষরে ও অজ্ঞাত কারণে কাদের চুন্নু প্যানেল করা হয় ওবায়দুল কাদের (শেখ হাসিনার যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী) কে সভাপতি ও বাহালুল মজলু চুন্নুকে সাধারণ সম্পাদক করা হয় পরে জানা যায় মালেক-রাজ্জাক নিজেদের মধ্যে ভাণ্ডাভাগ করে কাদের-চুন্নু প্যানেল করে এতে আমরা দার আদর্শের জন নির্বোধিত্রাণ তারা সবাই মর্মাইত হই।

বাহালুল মজলু চুন্নু নিজ শুম, ও ব্যক্তিগত অচর-ব্যবহার-এর মাধ্যমে নিজেদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মর্নিয়ো নিতে পারলেও সভাপতি হিসেবে ওবায়দুল কাদের কখনই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারা তো দূরের কথা একজন সাধারণ ছাত্রনেতা হিসেবেও দাঁড়াতে পারেনি। জাকসুর নির্বাচনে তিন তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিবারই ভোট পেয়েছে জামানত বাজোয়াগু হওয়ার সামান্য কিছু উপরে কিন্তু বাহালুল মজলু চুন্নু সাধারণ ছাত্র নেতাদের কাছে একজন

বিনয়ী কর্মী ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন

১৯৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগ সরকারি নিজ দলের প্রার্থী না দিয়ে গণতান্ত্রিক একাক্ষেপে (গজ) এর নামে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিপরীতে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে। এই নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান মূলত আওয়ামী লীগের প্রার্থী জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব, অর্থবহ ও বৈধতা দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে গণপন লগাপরামর্শ ও যোগসাজশের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিল।

## রাজনীতিতে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগে মালেক উকিল এবং ছাত্রলীগ ও সওয়াদুল কাদের এর মতো মূল আপোষকারী ও অযোগ্য নেতাদের নেতৃত্বে আসায় নির্বাসিত কর্মীদের মাঝে হতাশা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই হতাশা ও ক্ষোভের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাকের চরিত্র ও ভূমিকা প্রকৃষ্ট সম্মুখীন হতে থাকে। এরই মধ্যে আসে '৭৫ পরবর্তী আওয়ামী লীগের তৃতীয় সম্মেলন'। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজ্জাক এবং ডোফায়ল উভয় গ্রুপ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দলের অথাৎ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দখলের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মালেক উকিল রাজ্জাকের সঙ্গে থাকলেও ডোফায়ল গ্রুপ নেতৃত্ব দখলের প্রব্লে কোন প্রকার ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এতে আওয়ামী লীগ ভাঙমান সম্মুখীন হয়। এমনিতেই মিজানুর রহমান চৌধুরার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ আশেই মল থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন আওয়ামী লীগ গঠন করে। নেতৃত্ব দখলের লড়াইয়ের মাঝেই আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থা বৈশিষ্ট্য দেখে দলের ভিতরের বিরুদ্ধবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনাকে এই ভেবে নিয়ে আসেন যে শেখ মুজিব পরিবারের এই উত্তরাধিকারিকারী মহিলা সব সময়ই তার (আব্দুর রাজ্জাকের) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর ছেলে শেখ কামাল, ভাগ্নে শেখ মনি, শেখ সৈয়দ এবং কখনো কখনো শেখ জামাল রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বা নাক গলালেও শেখ হাসিনা কখনই রাজনীতির ধারে-কাছেও ছোঁসনি। যদিও সাম্প্রতিককালে এক সময়ে শেখ হাসিনা ইন্ডোনেশিয়া মহাবিদ্যালয়ের ডি পি ছিলেন বলে প্রচার চালানো হলেও শেখ হাসিনা নিজে কখনই এমন দাবি করেননি। শেখ হাসিনার ডি পি থাকার প্রচারণা চালানো হলেও হবে, কখন বা কোন সালে ডি পি ছিলেন তা প্রচার করা হয় না। বরং শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কর্মটির সদস্যও ছিলেন না—এটা তিনি (শেখ হাসিনা) ছাত্রলীগের প্রায় অনুষ্ঠানেই বলেন।

তাছাড়া শেখ হাসিনা মহিলা। আবার দেশের বাইরে রয়েছেন। কখনও দেশে এলেও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ ও অরাজনৈতিক মহিলা হওয়ার কারণেই আব্দুর রাজ্জাক যেভাবে চালাবেন, শেখ হাসিনা সেভাবেই চলাবেন। এই ধারণা থেকেই আব্দুর রাজ্জাক গং শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি করেন।

অতীতে মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ওদায়দুল কাদেরকে ছাত্রলীগের

সমাপ্তি করার সংগঠনের নীতি ও আদর্শবান, ত্যাদী নেতা কর্মী বাহিনীর আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যায় এবং শেষ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার স্বত্ত্ববোধ করে।

সেনাবাহিনী এবং জেনারেলরা রাজনীতিতে বেআইনী ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং জনগণের উপর প্রভুত্ব মস্তাতে থাকলে আমরা '৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধারা সেনাবাহিনীর বিকল্প শক্তি তৈরীর চিন্তা করতে থাকে। ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণকালে ছাত্ররা সেনাবাহিনীর চাইতেও শক্তিশালী বাহিনী বলে মনে করে। ছাত্রদের বোধানো হতো, সমগ্র কিন্তু অশিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী। নিরস্ত কিন্তু শিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে ছাত্রবাহিনী। সেনাবাহিনী বাস করে ক্যান্টনমেন্টের বারান্দা এবং ছাত্ররা বাস করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে।

সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং জনতার স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে। ছাত্ররা জনগণের পক্ষাবলম্বন করে এবং জনতার জন্য জীবন দান করে। আগামী দিনে লড়াই হবে, সেই লড়াইয়ে শিক্ষিত ছাত্রবাহিনীর কাছে অশিক্ষিত সেনাবাহিনী পরাজিত হবে।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল বনিলুর বহমান এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শওকত আলী এই দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে রেজাল্ট বাকি, মোল্ল্য মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস সামাদ সিদ্দিকী, মহব্বত হোসেন ইকবাল কামাল, মোহররক হোসেন সৌলম এবং আরো কয়েকজন '৭১ ও '৭৫ এর যুদ্ধে মিলে অস্ত্র-আলোচনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্নেল শওকত আলীকে সাথে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংগঠন করার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মোতাবেক কর্নেল শওকত আলীকে আহবান করে মুক্তিযোদ্ধা সংর্গঠন পরিষদ নামে '৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধাদের একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান করে।

লক্ষ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলো। আমরা ছাত্র-যুবকদের আসন্ন সমাজ বিপ্লবে অংশগ্রহণের ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দিতে থাকলাম। ছাত্র যুবকদের বলে দিয়ে জীবন দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলাম, নিপুণ করতে হলে বাকি জীবনের ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষতির হিসেব রাখা যায় না। কেননা নিপুণ ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতির হিসেব রাখা যায় না, নিপুণ ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক ফলস্রাভ এনে দেয়, যা মূলত ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিশ্চিত সুখের জীবন এনে দেয়। কার্যক্রমের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেয়, ৭৫ সালের ওরা নভেম্বর জেনারেল খালেদ মুশাররফ এর নেতৃত্ব সংগঠিত বাহ্যিক সামরিক অভ্যুত্থানের কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার যোগদানকারী সামরিক অফিসারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেঃ কর্নেল এ এইচ এম গাফফার বীর বিক্রম ('৭৫ এর ওরা নভেম্বর বাহ্যিক অভ্যুত্থানের দায়ী সামরিক বাহিনী থেকে বগবান এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাহিনী হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের দণ্ডিত কর্মী), মেজর নাসির (পত্রিকার কলাম লেখক এবং বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী লুৎফর নাহার লতার স্বামী) এবং ক্যান্টন হাফিজুল কর্নেল গাফফার সব সময় ইংরেজি রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। এক ক্লাসে তিনি শিখিয়েছিলেন ভোগে শুধু সুখ আছে, কিন্তু ভুক্তি নেই। ভোগে সুখ এবং ভুক্তি দুটোই আছে। ৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অরাজনৈতিক কন্যা শেখ হাসিনা কর্মী এবং জনতা বিমান বন্দরে শেখ হাসিনাকে নজিরবিহীন সংরক্ষণ দেয়।



## এই জিয়া সেই জিয়া নয়

শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার তিন-চারদিন পরই তাঁর সাথে আমাদের প্রথম বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আলোচনার শুরুতেই শেখ হাসিনা ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আজ থেকে প্রচার চালাতে হবে যে, এই জিয়া সেই জিয়া নয়।

অর্থাৎ বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান নয়। শেখ হাসিনা হিটলারের তথ্য উপদেষ্টা গোয়েন্দােস এর ডিউ'র অনুসারে বলেন, তেঁদেরা যদি ভালভাবে প্রচার করতে পারেন, এই জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া নয়, তাহলে দেখবে একদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করবে।

আমাদের মাঝ থেকে একজন প্রশ্ন করলো, তাহলে এই জিয়াকে কোন জিয়া বলবো?

শেখ হাসিনা বললেন, অস্ত্র কথার দরকার নেই, শুধু বলবে এই জিয়া সেই জিয়া নয়।

এই কথা শুনে আমরা সবাই নিশ্চিত হলোম এবং নিজেদের মধ্যে ফিসফাস ও হাসাহাসি করলাম। কিন্তু আমরা কেউ কোন দিন শেখ হাসিনার এ শিক্ষা "এই জিয়া সেই জিয়া নয়" প্রচার করলাম না।

## রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা

'৮১ সালের ২৩মে এবং ২৪মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এস নির তিন তলায় সেমিনার কক্ষে '৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধাদের এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের গোপন ও অকল্পিত বৈঠক বসে। এই বৈঠকে কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এম পি আগরতলা ঘড়ফর মামলায় আসামী), মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে হত্যার পরিকল্পনা এবং হত্যাকাণ্ডের ও হত্যা পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে অর্জিত করেন। কর্নেল শওকত আলী বলেন জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম গেলে চট্টগ্রামের জি ও সি মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম-এর নেতৃত্বে জিয়াকে হত্যা করা হবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সভানেত্রী শেখ হাসিনা অর্জিত আছেন। সভানেত্রী আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে সহযোগতা ও ভূমিকা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক দিন হলো দেশে এসেছেন, এর মধ্যেই তিনি এমন একটি নির্দেশ কিতাবে দিতে পারেন? প্রশ্ন করা হলে কর্নেল শওকত আলী বলেন, শেখ হাসিনা দেশের বাইরে। জানত। শুরুতেই এ বিষয়ে অর্জিত আছেন। কর্নেল শওকত আলী জিয়া হত্যাকাণ্ডে ও হত্যা পরবর্তী সময়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের সময় আমাদের চট্টগ্রাম ও ঢাকায় থাকতে হবে। আমাদের হারা চট্টগ্রামে থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে জেনারেল মঞ্জুর এর কাছে থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় চলে আসা এবং ঢাকায় যারা থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে চট্টগ্রাম থেকে আসা অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় রৌড়পে টোলভিশনসনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের মধ্যে একজন কবে নাগাদ এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে প্রশ্ন করার কনেন শওকত বলেন এখন থেকে যে কোন সময় হতে পারে। যখনই জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে যাবেন তখনই তাকে হত্যা করা হবে। কর্নেল শওকত আরো বলেন, জিয়া হত্যা সংগঠন পর্যাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম এদশাদসহ অন্যান্য জেনারেলগণ এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর গার্ড রেজিমেন্টের কনেন মহম্মদুল রহমান অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল মঞ্জুরের সাথে থাকবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে জিয়া হত্যা সংঘটিত হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে থেকে এর বিতর্ক হয়ে পড়বে এবং হৃদয় টক হবে। সেনাবাহিনী প্রধান

জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে থাকবে পাকিস্তানে হস্তাগত (রিপেট্রিউট) অফিসার ও জওয়ানসহ ঢাকার জেনারেলগণ অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে থাকবে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার ও জওয়ানরা। জিয়া ইত্যাদি পর জেনারেল এরশাদের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মঞ্জুরের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনীর লড়াই হবে, যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে উভয় গ্রুপেরই ক্ষতি হবে এবং একটি গ্রুপকে পরাজিত ও ধ্বংস করে অপর গ্রুপটি বিজয়ী হলেও দুইই দুর্বল থাকবে। মিক সেই মুহুর্তে আমরা এ বিজয়ী দুর্বল গ্রুপকে আক্রমণ করে পরাজিত করব। এই হচ্ছে আমাদের হস্তা ও হস্তা পরবর্তী করণীয়।

এই চাকরী গোপন বৈয়াক্ত। ওরা নভেম্বর '৭৫ এ সামরিক অভ্যুত্থানকারী কর্নেল গাফফার, মোহর নসির, ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং অসল কাম্বাকতান সদস্যসহ প্রায় সত্তর পচাত্তর জন যোদ্ধা উপস্থিত। তিন বৈয়াক্তে আমাদেরকে প্রধানত তিন গ্রুপ তৈরি করা হয়। একটি গ্রুপকে চট্টগ্রামে যোগে জেনারেল মঞ্জুরের কাছে থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ত্রিশ-পঁয়ত্ৰিশ সদস্যের দ্বিতীয় গ্রুপকে সারা দেশ সফর করে জিয়া বিপরীত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো ও যে কোন মুহুর্তে যে কোন অবস্থার একতরফে হওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তৃতীয় গ্রুপ হিসেবে চাকরী ঘন্টা প্রস্তুত করে ঢাকায় রাখা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে পৌঁছালে জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন কাম্বাকতান সেনা অফিসার অভ্যুত্থান করে ওতপে যে প্রত্যয়ে চট্টগ্রামে মার্কিট প্রতিষ্ঠা আঁত সন্তোষ। হলে যারা 'এক' বাধ্যত মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ওতপা করতে পারলেও সেনাবাহিনীতে সফরগে জেনারেল ও জনগণ এই হত্যাক ও প্রত্যাখ্যান করে।

জেনারেল মঞ্জুর বাঁচ উদ্ধার-এর আনুগত্য লাল অফিসারগণ চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন মঞ্চের ও নিয়ন্ত্রণে রাখা। এদিকে ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এটিচ এম এরশাদ, জেনারেল মীর শওকত হীর উদ্দার জেনারেল রহমানসহ সকল অফিসার ও জওয়ানরা জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

জেনারেল মঞ্জুরকে মোকাবেলা করার জন্য কুদ্দুস ময়ানমতি ক্যান্টনমেন্টের জি ও সি ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানকে এক প্রিন্সিপাল সেনাসহ চট্টগ্রামের দিকে পাঠান হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান চট্টগ্রামে সভাকর শুভপুর ব্রিজের ঢাকা পার্শ্ব অবস্থান নেয় এবং শুভপুর ব্রিজের চট্টগ্রাম পার্শ্ব ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানকে মোকাবেলা করার জন্য জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্যশীল ক্যাপ্টেন মোস্তা মোহাম্মদ তার সৈন্যসহ অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইত্যাদি প্রতিবাদে এবং জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে জনগণ ব্যাপক বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং সমাবেশ করলেও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জিয়া ইত্যাদি সংবাদ শোনাযাত্র গ্রুপভয়ে ঢাকা সংযুক্তিত সামরিক হাসপাতালে (সি এম এইচ)-এ "রোগী সিরিয়াস কারো সাথে দেখা হবে না" বোর্ড লগিয়ে ভর্তি হন। পরে জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এবং যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম সি এম এইচ এ গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে বলেন, সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ বলেছেন, আপনি এখন রাষ্ট্রপতি।

প্রত্যয়রে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদকে আনেন।

তারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। দশাত সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে শুভপুর ব্রিজে পরস্পর পরস্পরের মুনোমুখি অবস্থান নিলেও এবং জাইয়ে হাউয়ে রক্তপাতের ও জীবননাশের অবস্থা সৃষ্টি হলেও

কার্যত জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে আমাদেরকে অল্প সর্বস্বত্ব দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেনাবাহিনীর সাধারণ নৈমিত্তিক জোয়ানেরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার সমর্থন করে না এবং জির্জিস জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্য পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে। জেনারেল মঞ্জুরের পাশে শুভপুত্র খ্রীজে জঙ্গ ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ এর সৈন্যরা, ইজের অপর পারে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। ননকমিশন অফিসার এবং সিপাহীরা ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদকে সরাসরি পরিচার বলে দেয়। জেনারেল মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করেছে। এখন জেনারেল মঞ্জুর নিজে প্রেসিডেন্ট হবে। আমরা সুবেদার, হাবিলদার, সিপাহীরা যা আছি তাই থাকবো। আমরা নিজেরা নিজাদের জীবন নেব না। আপনারা অফিসারেরা যুদ্ধ করবেন। আমরা যুদ্ধ করবো না।

তখন ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ অবস্থা বৈধতিক দোস্ত ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনে ভাস্কর দিতে এবং সাংবাদিক, গণমাধ্যম ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করতে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এলে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট তার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর বিশেষায়িত নন কমিশনড এবং জোয়ানেরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি এতই আনুগত্য লাভ ছিল যে সুযোগ পায় মাত্র দুহাতের মধ্যেই তারা জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে জেনারেল মঞ্জুর ও তার প্রতি আনুগত্যশীল অফিসারেরা আর ক্যান্টনমেন্ট ফিরে যেতে তো পারেননি এবং পরিলয়ে যেতেও পারেনি। পাগিয়ে যাওয়ার সময় দশগুণ অস্বাভাবিক রাষ্ট্রপতি প্রকৃষ্ণ সাক্ষর সভ্যদের প্রতি আনুগত্যশীল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের প্রতি আনুগত্যশীল সৈন্যদের আত্মসমর্পণে মঞ্জুর সমর্পিত কয়েকজন অফিসার হতাহত হলেও মেজর বালদ ও মেজর মুজাফফর পাগিয়ে ভারত সীমান্তের দিকে না গিয়ে ঢাকা আসতে সমর্থ হয় এবং কর্নেল শওকত আলীর সেলটার (আশ্রয়) থাকে। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমসহ তার আরো কয়েকজন অনুগামী অফিসার জিয়া সৈনিকদের হাত ও গোড়ার হাল, জিয়াউর রহমান হত্যায় নিরাপদ দূরত্ব থেকে জড়িত তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম এদলাদ মেজারকৃত জেনারেল মঞ্জুরকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করার। জেনারেল এদলাদ জিয়া হত্যায় তার সর্গস্ত্রীতা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেই জন্য জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমকে গোড়ার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা। জেনারেল মঞ্জুর আমাদের অল্প দিতে কথ্য হলে এবং মেজর ও নিহত হলে আমাদের সাথীরা ঢাকা ফিরে এসে মেজর বালদ ও মেজর মুজাফফরকে রক্তশোষী সীমান্ত দিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ পৌঁছে দেয়। মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যায় জড়িত মেজারকৃত জেনারেল মঞ্জুরের সাথী বারজান মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের গোপন সামরিক আদালত (কোর্ট মার্শাল) এ বিচার শুরু হলে কর্নেল শওকতের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই তিনটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ঐ বিচারের বিরুদ্ধে এবং মেজারকৃত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলনের ডাক দেয়।

উল্লেখিত তিনটি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই সকল কর্মসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের পাশের রাজনৈতিক দলনৃদের



সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একমাত্র আশুর রাজ্যকে ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক নেতাকে ঐ সমর্থ পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার অভিযোগে সামরিক আদালতের গোপন বিচারে বারজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো, এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাব্বার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং তিনি নিজে প্রার্থী হন।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাব্বারের বিপরীতে ডঃ কামাল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও নির্বাচনের ক্ষারিক পিছানোর দাবী করতে থাকেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ সমর্থিত বিচারপতি সাব্বার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবী অগ্রাহ্য করে '৮১ সালে ঐ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হলে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা এন এস আই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টারলিঙ্ক বা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা)-এর কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের মোটা অংকের ঘূষ দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় অনাদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা যে কোন একজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে হত্যা করার আদেশ নির্বাচন পিছানোর দাবী তুলে রাখতে করার গোপন নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এক প্রার্থী খুন হলে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ঐ নির্বাচন তিন মাসের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে। প্রার্থী হত্যায় শেখ হাসিনার গোপন নির্দেশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং সাব্বার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবি মেনে না নেওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত বি এস পি দাবী দ্বন্দ্ব বিচারপতি আব্দুস সাব্বার বিপুল ভোটার লবধ নে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

বিচারপতি সাব্বার রাষ্ট্রপতি হলেও মূলত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের হাতে জেনারেল এরশাদ যখন যেভাবে খুলি সেভাবেই রাষ্ট্রপতি সাব্বারকে পরিচালনা করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে জনগণের ক্ষতি নির্বাহিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাব্বার হয়ে যান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের নাচের পুতুল।

## লেবানন ট্রেনিং

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যারা কাদের সিদ্দিকী (বাঘা সিদ্দিকী) এর সঙ্গে ছিল ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদৃষ্ট কার্যকরিত তাদের কয়েকজন ১৯৮২ ইং সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ধানমন্ডি ও ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা সেনানিবাস) দখল করার একটি প্রস্তাব ও পরিকল্পনা তৈরী করে। শেখ হাসিনা উক্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সানকে গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটা থাকে এই বকম যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমিটেড পঁচশ-তিনিশ হাজার যুবককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মহার জন প্রস্তুত করে, নির্দিষ্ট একটি দিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো হামলা করে দখল নিয়ে নেওয়া। আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেওয়া মানেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ফেলা। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের (শেখ হাসিনার) পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। শুরু হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা এবং সাথে সাথে এই কর্মীদের কোথায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে সেই স্থান খুঁজে বের করা। কর্মী সংগ্রহের জন্য সারা দেশে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এই কর্মীদের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বড় ধরনের একটা কর্মী বাহিনী তৈরি করা গেল। এই কর্মী বাহিনীর মধ্যে থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে বাছাই করে একটা ব্যাচ তৈরি করা হলো সামরিক শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ মিনিটারী (আর্মি) ট্রেনিং এর জন্য প্রথম ব্যাচ তৈরি করা হলো। কিন্তু সমস্যা হলো সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জায়গা এবং অত্র কোথায় পাওয়া যাবে? রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া বত সহজ সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া অত সহজ নয়। সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা নিরাপদ, মুক্ত এলাকা যে এলাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদে অত্র চালনার মাধ্যমে অত্র শিক্ষা গ্রহণ করবে।

'৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ভারতীয় এলাকা নিরাপদে প্রশিক্ষণের ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। যাত্রা বৎসর কয়েক আগে ভারত তার মাটি থেকে কাদের সিন্ধিকীর বাহিনীকে ত্যাগিয়ে দিয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মাটি ব্যবহারের কোনই সম্ভাবন নেই। বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং হিলট্রিগু সামরিক শিক্ষার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার আমাদের কোন বন্ধু নেই। আফগানিস্তান কবির মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানেও আমাদের কোন জায়গা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) এর কোনই সাড়া-শব্দ নেই। এমনভাবে চিন্তা করতে করতে লেবানন এবং পি এল ও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) এর কথা বিবেচনায় এসে গেল। গোপন যোগাযোগ করা হলো পি এল ও'র ঢাকার প্রতিনিধি আহমেদ এ. রাজেক-এর সাথে। পি এল ও'র ঢাকার গুলশান এলাকায় পি এল ও প্রতিনিধি আহমেদ এ. রাজেকের সাথে গোপনে কয়েক দফা বৈঠক হলো। আহমেদ এ. রাজেককে খোলাখুলি বলা হলো আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ চাই, বিনিময়ে তোমরা যা চাও আমরা দেব। আহমেদ এ. রাজেক মাসখানেক সময় চাইলো।

মাসখানেক পর আহমেদ এ. রাজেক এর সাথে আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো পি এল ও আমাদেরকে লেবাননের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দেবে। বিনিময়ে আমাদেরকে পি এল ও'র পক্ষে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমরা রাজি হলাম। আমাদের প্রথম ব্যাচ লেবাননে গেলে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসরাইলের বিপক্ষে পি এল ও'র পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম ব্যাচ যুদ্ধ করতে থাকবে, দ্বিতীয় ব্যাচ লেবানন যাবে। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ লেবে রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলে প্রথম ব্যাচ বাংলাদেশে ফেরত দেবে। অর্থাৎ আমাদের একটা ব্যাচকে সব সময়ই পি এল ও'র হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

আমাদের বিমানে করে লেবাননে নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকার নিরে আসার ব্যয় পি এল ও বহন করবে। আমাদের দ্বারা যুদ্ধ করবে তাদের পি এল ও বেতন দেবে।

সময়ে সময়ে সকল বিষয়ে বন্ধবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানানো হলো।

এবং তার পরামর্শ নেওয়া হলো। পি এল এর সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ব্যাচকে '৮২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে জেনারেল পদ দিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম ব্যাচ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ইসরাইল সীমান্তে গিয়ে পি এল এর পক্ষে যুদ্ধ করতে লাগলো। এদিকে দ্বিতীয় ব্যাচ লেবানন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননই দখল করে নিল। আমাদের সকল যোদ্ধা ইসরাইলীদের হাতে বন্দী হলো। আমাদের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ভেঙে গেল। আমাদের যোদ্ধাদের মা বাবা, আত্মীয় স্বজন সবাই কান্নাকাটি শুরু করলো। মুক্তি কন্যা শেখ হাসিনা বেমানম সব ভুলে গেলেন। নিঃশব্দ নীরব থাকলেন। আমাদের জেনারেল বাপার ডেনার্ডন আর কোন কথা বললেন না। অতঃপর অতি কষ্টে পাঁচজন বৈঠক এর মাধ্যমে ইসরাইলের হাতে বন্দী আমাদের যোদ্ধাদের দেশে ফিরায়ে আনা হলো।

### এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ

এদিকে আশুগারী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম. এরশাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পূর্বসূরী আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা দখলের বাপারে সবশ্রমকার সাহায্য সহযোগিতা আশ্বাস দিতে থাকেন। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সরকার উৎসাহিত করে সমরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার বাপারে জেনারেল এরশাদ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চার-পাচ দফা গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নজিরবিহীন দস্যুত্ব স্থাপন করে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই ঢাকা সেনানিবাসে সংবাদপত্রের সম্পাদক বৈঠক ডেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেন।

'৮২ সালের মার্চের ২৪ তারিখ জেনারেল এরশাদ দিনা বাধ্যতাবিনা হাক্কো জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারকর্তিত আকুস সাক্ষ্যকে রাষ্ট্রপতি ভরন বঙ্গবন্ধু থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন এবং পরের দিন খরার কলব ধরে নিয়ে এসে বেডিও টোলভিশনে নিজের অযোগ্যতা ও তার সবকিছের দুর্নীতি বক্তব্যে ইংলিশ করণে হেজায় সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের দিকটি ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিন রাষ্ট্রপতি সাক্ষ্য বিদায় নিলেন এ মর্মে ঘাষণা দিতে বাধ্য করে। অর্পিতপর বৃদ্ধ অর্থ রাষ্ট্রপতি বিচারকর্তিত আকুস সাক্ষ্য প্রাণভয়ে কাপুরুষের মতো নিরবে নিঃশব্দে প্রাণ নিয়ে বিদায় নিলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ হোঃ মোঃ এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারি করলেন এবং তিনি স্বয়ং হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিচারপতি এ এফ এম আইসনউল্লা চৌধুরীকে করলেন ক্ষমতাবিহীন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। শেখ হাসিনার গোপন আমন্ত্রণে ও সহযোগিতায় জেনারেল এরশাদ সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে জগন্নাথ পাহারের ন্যায় জনগণের কুকে চেপে বসলো।

### '৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারী ছাত্র হত্যা

বছর না ঘুরতেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ অপর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গোপন অত্যাচারের মাঝে গোপন বিরোধ সৃষ্টি হলো। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে শেখ হাসিনার বম্বী ৬ঃ ওয়াশিংটন আলী দ্বিয়ার মহাখালিহু আণবিক শক্তি



কমিশনের সরকারী বাসভবনে শেখ হাসিনা বলেন, লেঃ জেঃ এরশাদ হাতের মুঠোয় আর থাকতে চাচ্ছে না আমার হাতের মুঠো থেকে হাটাশটা ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে ওকে হাতের মুঠোয় পোক্ত করে আটকে রাখা দরকার।

প্রধান স্যারিক আইন প্রশাসক এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য শেখ হাসিনা নামকাওয়াস্কে ভুয়া এক ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা হাফিজুর করে বলেন, এই ছাত্র আন্দোলনের অবশ্যই ছাত্র নিহত হতে হবে যে করেই হোক ছাত্র আন্দোলনে নামে ছাত্র হত্যা হতেই হবে ছাত্র হত্যা হলে ছাত্র আন্দোলন চাকা হবে আর ছাত্র আন্দোলন চাকা থাকলেই কেবল সি এম এল এ জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় শক্ত ভাবে রাখা যাবে শেখ হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার কঠিন নির্দেশ ও পরিকল্পনা দিলেন কোন আতঙ্কান্বী বা অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে ছাত্র হত্যা হলে কাজ হবে না, ছাত্র হত্যা হতে হবে সামরিক শাসক এরশাদের মিলিটারী অথবা পুলিশের হাতে

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন টাক্স হা ই লাক্স এটা করতেই হবে বিভাগে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায় সবাই এ নিয়ে খুদ সন্তুষ্ট ও চিন্তিত

যোগাযোগ হলো আর্য মিলিটারী ট্রেন্স আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (সিনিয়র এস পি) হাফিজুর রহমান লক্করকে সঙ্গে এই হাফিজুর রহমান লক্কর পুলিশের আফিসার হয়েও দায়িত্ব দায়িত্ব এন এস আই, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্সটিটিউট বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা এর ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে ঘাপটি মেঝে বসে ছিলেন এরশাদ ক্ষমতায় এসেই হাফিজুর রহমান লক্করকে এই বলে এন এস আই থেকে বেড়িয়ে বিনয়্য করেছেন যে তুমি পুলিশের লোক হয়ে এখানে কি করা যাও পুলিশের পোষাক পরে রাস্তায় চোর ধর, বলেই এন এস আই এর ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে হাফিজুর রহমান লক্করকে মোজা আর্মড পুলিশের ওৎতালীন হেডকোয়ার্টার ১৪নং কোম্পানী কমান্ডার পদে বদলী করে পাঠিয়ে দেয়া এই কারণে আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (পুলিশের সিনিয়র এস পি) হাফিজুর রহমান লক্কর জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে খুবই চটা ও বৈরী ছিলেন এর উপর ছিল নগদ অর্থের টোপ।

এরশাদের প্রতি গুয়ানিক ফেলা ও বিরাগভাজন এবং নগদ অর্থের টোপ দু'য়ে নিলে, ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার প্রস্তাব আসা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুর রহমান লক্কর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এন এস আই এর মূলত কাজ হচ্ছে কারা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের নিষ্ঠা বা তালিকা তৈরি করে সরকারকে সরবরাহ করা এবং সরকারের পতন হলে সঙ্গে সঙ্গে পতন হয়ে যাওয়া সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে নতুন সাদা ফাইল নিয়ে নতুন সরকারের কাছ হাফিজুর হওয়া

৩০শে মে '৮১ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে এন এস আই-এর কর্মকর্তাগণ জিয়া বা বিএনপি সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলতে যায় কিন্তু যে মুহূর্তে নথিপত্র অগ্নিসংযোগ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সান্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ বিএনপি সরকারই টিকে যায় ফলে এন এস আই কর্মকর্তাগণ নথিপত্র পুড়িয়ে না ফেলে আবার তা সঞ্জয়শালায় যত্ন করে ভুলে রাখেন উপ-রাষ্ট্রপতি সান্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেও মূলত ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনী প্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে সেই সুবাদে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সান্তারকে অস্থায়ী

রাষ্ট্রপতি পদ রেখে এন এস আই নতিপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এনএসআই-এর নথিপত্রে জিয়াউর রহমান বা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারীদের তালিকায় জেনারেল এরশাদ-এর নামও ছিল। ফলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে প্রথমেই এন এস আই থেকে হাফিজুর রহমান লস্করকে কেটিয়ে বিদায় করে। আর সেই কারণেই এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে হাফিজুর রহমান লস্কর গং জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের পতনের যে কোন প্রস্তাব বা প্রক্রিয়ায় লিপিত হন।

আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার নীলনক্সা চূড়ান্ত হয়। নীলনক্সা অনুযায়ী যে কোন প্রকারে ছাত্রদের একটি মিছিল বাংলা একাডেমির দক্ষিণে, কার্জন হলের উত্তরে, শিও একাডেমির পশ্চিমে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসলেই হবে। বাকি কাজ আর্মড পুলিশ সেরে ফেলবে। অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব ছাত্রদের একটা মিছিল দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসা, তারপর সেই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার দায়িত্ব আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের। এই নীলনক্সা অনুযায়ী মিছিল নিয়ে আসার প্রাথমিক দায়িত্ব পড়ে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের জি-এস কান্ট্রিয়ার বাহিনীর সদস্য নিরঞ্জন সরকার বাবু, সাধন সরকার, ফদর, বিনুং, শামস, প্রমুখ এর উপর।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে একটা মিছিল করার প্রস্তাব নিয়ে ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান, বাচ্চালুল মজলুম চন্নি, ডাঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন জালাল, খ, ম জাহাঙ্গির, ডাকসুর ভিপি আক্তারুলজামান জি এস জিয়াউদ্দিন বাবলু, ফারুক, আনোয়ার, মিলন, জামাল প্রমুখ ছাত্রনেতাদের সাথে আলোচনা করা হলে সকলেই মিছিলের পক্ষে মত দেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই মিছিলের তারিখ নির্ধারণ হলো এবং মিছিল শিক্ষা ভবন পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলা ভবন থেকে ছাত্র মিছিল শুরু হলো। এদিকে শিও একাডেমির কাছে আর্মড পুলিশ নিয়ে মিছিলে গুলি করে ছাত্র হত্যার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাফিজুর রহমান লস্কর চাকর পাখির ন্যায় অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিন্তু কিছুতেই মিছিলকে কলা ভবনের আগপালের বাইরে নেওয়া গেল না। অধিকাংশ ছাত্রনেতা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে সুখে অস্বীকার না করলেও, কার্যত মিছিল নিয়ে কেউ কলা ভবনের বাইরে গেল না। ফলে নীলনক্সা ভেঙে যাওয়ায় আমরা উত্তোষিত হয়ে ছাত্রনেতাদের সাক্ষিত করলাম এবং কোন কোন ছাত্রনেতাকে শারীরিকভাবে আঘাতও করলাম। আবার ছাত্র মিছিলের নতুন তারিখ নির্ধারিত হলো।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, ১লা কাদুন ছাত্র মিছিল হবে এবং মিছিল শিক্ষা ভবন অভিমুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৩ সকাল ৮টার ১৪নং মীরপুর আর্মড পুলিশের হেড কোয়ার্টারে এন এস আই এর সাবেক কর্মকর্তা পুলিশের সিনিয়র এস পি আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলের চূড়ান্ত কর্মসূচী অবহিত করা হলো এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে আটটায় হাফিজুর রহমান লস্কর-এর মীরপুর দুই নম্বরের বাসায় আগামীকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় যে কোন কিছুই বিনিময়ে ছাত্র মিছিল শিও একাডেমী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী নিশ্চিত করা হলো এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হলো তিনিও (হাফিজুর রহমান লস্কর) ছাত্র হত্যার জন্য প্রস্তুত বলে চূড়ান্তভাবে জানান। রাত্রে এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের এসেম্বলী বিল্ডিং-এ জগন্নাথ হল ছাত্র

সংসদের সাধারণ সন্মাদক '৭৫-এর কাদেয়িয়া বাহিনীর সদস্য ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চুর ক্রমে সর্বশেষ গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু, মোবারক হোসেন সেলিম, ডাকসুর মহিলা সম্পাদিকা রাহিনা আমিন খান, সাধন সরকার, যাদব, বিদ্যা প্রমুখকে আগামীকাল ১লা ফাল্গুন মোতাবেক ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ সালের ছাত্র মিছিল ও ছাত্র হত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো ও আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্রনেতা ফজলুল রহমান, বাহালুল মজনুন চুন্সই প্রগতিশীল ছাত্রনেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কোন অবস্থাতেই আণবিক শক্তি কমিশনের পরে যাতে মিছিলে না থাকে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। মূল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত ঋতুর রাজ্য। বসন্তের এই সমীরণে আজ সবাই উদ্বেলিত। বাঙালি রমণীরা লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে ভোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বসন্তকে অবগাহন করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও সামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বুঝ ভোর থেকেই লাল পেড়ে বাসন্তি রঙের শাড়ি পরে বসন্ত উৎসবে যেতে উঠেছে। বসন্ত উৎসব মুখর বিশ্ববিদ্যালয় লাল পাড় হলুদ বর্ণের শাড়ি পরে কোন কোন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে মনের মানুষের সাথে বসন্ত উৎসব করতে পুর-সুরাঙ্গে চলে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাল পেড়ে হলুদ শাড়ির সমারোহ। আজি এ বসন্ত, সবাই বসন্তের দোলায় দুলছে। কেউ জানে না এতটু পরে কি ঘটতে যাবে। কে নিহত হতে যাবে। কোন স্নেহময়ী মাতার বুকে খালি হচ্ছে। কোন পিতা সন্তানহারা হচ্ছে। বেলা দশটার দিকে কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মিছিলের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করে। একটি মটর সাইকেল খানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্মড পুলিশের হাফিজুর রহমান লকর-এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। মটর সাইকেলটি দ্রুত গতিতে ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা ও শিত্ত একাডেমীর পূর্ব পাশে অবস্থানরত আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লকরের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে যাচ্ছে। বেলা এগারোটো নাগাদ ছাত্র মিছিল শুরু হলো।

যেসব ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আণবিক শক্তি কমিশনের পরে মিছিলে আর না থাকতে জানিয়ে সেওয়ার কথা তাদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনামতো মিছিলসহ এগিয়ে গেলে কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মীরা মিছিলের পিছনে থেকে সরে পড়লো। মিছিল এগিয়ে গেল বাংলা একাডেমী ছেড়ে আরো সামনে দক্ষিণের দোয়েল চত্বরের দিকে। একেবারে দোয়েল চত্বরের কাছে এবং মিছিল যেই দোয়েল চত্বর পিছনে ফেলে পূর্ব দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ভেং পেতে থাকা হাফিজুর রহমান লকরের আর্মড পুলিশের গুলি, গুলুম গুলুম, টাস টাস' মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো কয়েকজন ছাত্র।

মটর সাইকেলটি দ্রুত খানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে গুলির সংবাদ দিয়ে আবার ছুটে চললো। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইতোমধ্যে ছাত্ররা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের নিয়ে এসেছে, গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে জয়নাল ও জাকির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেছে। জয়নাল ও জাকিরের মায়ের কোল খালি হয়েছে। শূন্য হয়েছে পিতার বুক। নীল-নব্রা বাস্তবায়িত হওয়ার চূড়ান্ত সংবাদটি নিয়ে মটর সাইকেলটি চলে গেল খানমন্ডি ৩২ নম্বরে। দুজন ছাত্র হত্যার সফলতার সংবাদটি শেখ



হাসিনাকে দিয়ে মটর সাইকেলটি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যেমি গেছে ১লা ফাল্গুনের বসন্তের উৎসব ছাত্রীরা তাদের নিহত সার্থী ছাত্রের ও জয়নালের লাশ কলা ভবনের অপরাঙ্কের বাংলার পাদদেশে ঐতিহাসিক বটতলায় নিয়ে এসেছে। বিকেল তিনটায় জানাজা ও শোকসভার কর্মসূচীটা ৩২ নম্বরে দিলে, দুপুর ২টা নাগাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা আসেন এবং তার (শেখ হাসিনার) দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিহত ছাত্রদের লাশ দেখে ক্রমশ দিয়ে চক্ষু মোছার চান করতে করতে কোন কর্মসূচী না দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভ্যাগ করেন। শোকে প্রিয়মায় ছাত্র-ছাত্রীরা বটতলায় সমবেত হতে থাকে এবং ১লা ফাল্গুনে বসন্তের শোষাক লাগ পেড়ে বাসন্তি রঙ এর শাড়ি পরে প্রভাত্যে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ভাত্র হত্যার ঘটনায় শোকে বিহবল হয়ে বটতলার শোকসভায় সমবেত হয়।

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভ্যাগ করে যেতেই সামরিক আইন প্রণাসক জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে কোনরূপ আন্দোলনের কর্মসূচী না দেওয়াও বিনিময়ে এরশাদের কাছ থেকে কতগুলো গোপন দাবী আদায় করে নেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচী দেওয়া হবে না এই মর্মে শেখ হাসিনার কাছে থেকে নিশ্চয়তা ও আশ্বাস পাওয়ার পর জেনারেল এরশাদ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দিকে থেকে নগ্নরবিরহীন পুলিশ ও ফিল্ডারী হামলা চালায়। পুলিশের সৌভাগ্য হামলার মুখে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে বটতলায় অশ্রুচিত জনজমা ও শোকসভায় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ঘাতিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু যেদিকেই দৌড়ায় সেদিকেই পুলিশ ও আর্মির বেধড়ক মার। নিমেষের মধ্যেই বটতলায় হাজার চাকার সমবেল-জুতা পড়ে থাকা ছাত্রী কোন মানুষের চিহ্ন থাকে না।

ছাত্রের ও জয়নালের লাশ দুটি আঁতি করে ছাত্রীরা ধরাধরি করে সূর্যসেন হলে নিয়ে যায় এবং সূর্যসেন হলের গেটের ভেতর থেকে তারা নগ্নগয়ে শুধু করে দেয়। হলের ক্রমের ভেতরে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, আর হলের অর্জিনায়ন সহ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পুলিশ আর সেনাবাহিনী মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ আর আর্মি হলের পেরিচ গেট ভেঙে ক্রমের মধ্যে প্রবেশ করবে অবস্থা বৈশতিক দেখে মটর সাইকেল আরোহী সূর্যসেন হলের দোতলা থেকে এক লাফ দিয়ে পড়লো হলের অর্জিনায় আর অমনি শকুনের দল হের্নি মরা নক ধরে ধরে স্বায় তের্নি পুলিশের দল মটর সাইকেল আরোহীকে ঘিরে পেটাপেট লাগলো। এরই মধ্যে মটর সাইকেল আরোহী প্রাণপশে ছুটে চললো সূর্যসেন হলের বাউন্ডারী প্রাচীরের দিকে। মটর সাইকেল আরোহী দৌড়াচ্ছে আগে আগে পিছনে পিছনে শকুনের ঝাঁকের নাই দৌড়াচ্ছে আর পিটাচ্ছে পুলিশ ও আর্মি। পড়ি কি মরি করে এক লাফে সূর্যসেন হলের প্রাচীর টপকে কঁটাবন আর পলাশির রাস্তায় গিয়ে পড়লো মটর সাইকেল আরোহী। সেখান থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে না পেয়ে অণাবক শক্তি কমিশনের পরিচালক শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়াব মহাখালি সরকারী বাসভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার পাজেরো জীপ পাওয়া গেলেও শেখ হাসিনাকে পাওয়া গেল না। শেখ হাসিনার প্রিয় এবং বিশ্বাসী বাবুর্চি রত্নাকান্তর কাছে থেকে জানা গেল তিনি (শেখ হাসিনা) কাউকে সাথে না নিয়ে অপরিচিত একটি গ্রাইভেট কারে করে অপরিচিত একমাত্র চালক আরোহীর সাথে বোরকা পরে শুক্লান্ত স্থানে গিয়েছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের গেট ও দরজা ভেঙ্গে পুলিশ এবং মিলিটারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেধভুক্ত মারপিট ও গ্রেপ্তার করে সারারাত বোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখে এবং নিহত ছাত্র জাফর ও জয়নালের লাশ নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, ঐ সময় (১৯৮৩ সালে) বেগম খালেদা জিয়া এবং তার মল বিএনপি-র সাংগঠনিক কোন অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেননি। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদ এবং তার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সহজ সরল প্রাণ এদেশের ছাত্র সমাজের প্রথম আন্দোলন, প্রথম বিদ্রোহ এবং আত্মদান-রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং শেষ হাসিনার পাতনমো অপেক্ষাহীনতার কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃথা হয়ে যায় জাফর ও জয়নালের আত্মদান। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ নিকিলে, নির্ভয়ে, নিষ্ঠাবন্যে ক্ষমতায় বসে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র সমাজ দিশেহারা হয়ে নৈতিক হয়ে। এদেশের আন্দোলন সংগ্রাম-এর মূল চালিকা-শক্তি আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ম্যানেজ করে দোর্দণ্ড হত্যাণ্ডে চলতে থাকে এরশাদের সামরিক শাসন।

## সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা

বছর ঘুরে এলো ১৯৮৪ সাল। আবার ফিরে এলো ভাষা আন্দোলনের শহীদের মাস। ফেব্রুয়ারী মাস। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নতুন বছরের নির্দেশ-এরশাদকে বিরুদ্ধে আবারো ছাত্র আন্দোলন করতে হবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল। রান্নাও ৩৩ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বিকেল ৪টায় বসলো এক রাজস্বার বৈঠক। বৈঠকে নেত্রী যে কোন প্রকারেই ছোক ছাত্র আন্দোলন করার চেষ্টার নির্দেশ দিলেন। তরু হলো আবার ছাত্র হত্যার নতুন পরিকল্পনা। একদিকে চলতে লাগলো ছাত্র হত্যাকাণ্ড। পালিশ অফিসার হাফিজুর রহমান লস্করদের ভাড়া করার কাজ। অন্যদিকে চলতে লাগলো ২ লাখ ৬ হাজার ছেপিয়ে তুলে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ।

শেখ হাসিনার প্রত্যেক নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে খুবই দ্রুত ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসারদের ভাড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু আন্দোলন করার নগ্নাভাবে বহু রকম চেষ্টা-তদারকি করেও ছাত্রদের আন্দোলনে শরীক করা গেল না।

গাট ছাত্রসমাজই এরশাদের বিরোধী। কিন্তু আন্দোলনের প্রণে, আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রণে ছাত্র সমাজ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করলো না। বেগম জিয়া এবং বিএনপি-র এখনো তেমন কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি। দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে ছাত্র হত্যাকারী আরম্ভ পুলিশেরা

৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার অনুরূপ পরিকল্পনা ও কর্মদৃষ্টি হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং গত মধ্য ফেব্রুয়ারীর ন্যায় একটা ছাত্র মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসার জন্য বারবার ভাগ্যদা দিচ্ছে। ভাগ্যদা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দিন যায় কিন্তু আন্দোলনের কোন খবর নেই। এক পর্যায়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা অধৈর্য হয়ে 'তোমাদের দ্বারা কিছুই হবে না' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

অনেক চেষ্টা করেও শ'পাচেক ছাত্রের একটা মিছিল নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসতে পারলাম না। ফলে গত ৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারীর ন্যায় ছাত্র হত্যা সম্ভব না হওয়ায় হত্যার ধরন পাল্টানো হলো।

আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার পুলিশের সিনিয়র এস পি হাফিজুর রহমান লস্কর

ছাত্রহত্যার পরিকল্পনার আর্মড পুলিশের পরিবর্তে রাইট পুলিশকে সম্পৃক্ত করে এবং নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ২০/৫০ জনের একটি মিছিল কোন বকমে যে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন দিক দিয়ে বাইরে নিয়ে এলেই রাইট পুলিশ (যে পুলিশ ২৪ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকে) ছাত্র হত্যা পরিকল্পনা সকল করে দেবে সাধারণ ছাত্র জো দূরের কথা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরাই মিছিলে আসতে চায় না।

এদিকে নেত্রীর কথা নির্দেশ ছাত্রলীগের একটা খণ্ড মিছিল নিয়ে হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেতে হবে, নইলে তোমাদের দাঁতবু থেকে বিদার নিতে হবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস-এর বাইরের হাওদার সিঁড়ায় হলো এবং যতদূরটি এই সিঁড়ায় জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জানান হলো শেখ হাসিনার মাধ্যমে এই সংবাদ হাফিজুর রহমান লস্করের মাধ্যমে রাইট পুলিশের খাতকদের জানানো হলো।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, হঠাৎ ৩০/৪০ জন ছাত্রের একটা মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে চান্দাখালপুল হয়ে কুলবাড়িয়া বাস স্ট্যান্ড এর দিকে দ্রুত যেতে থাকলো এই মিছিলের পেছনে পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাইট পুলিশের একটি লরি আসতে লাগলো।

বোঝা গেল এবার সামনে থেকে ছাত্র হত্যা করা হবে না হত্যা করা হবে মিছিলের পেছন থেকে যারা এই পরিকল্পনা অব্যাহত তারা হত্যা সন্তান মিছিলের সামনে থাকতে লাগলো।

মোটামুটি মিছিলের অনেকই জানে পেছন থেকে মিছিলে আক্রমণ করা হবে রাইট পুলিশের লরি থেকেই এই আক্রমণ করা হবে তবে রাইট পুলিশের লরি থেকে গুলি করা হবে না অন্য কোন ভাবে আক্রমণ করা হবে এটা কেউ জানতো না তখন বিকেল পাঁচটা, শুধু ছাত্র মিছিলটি নিম্নতলী পার হয়ে কুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার লক্ষ্যে সবেই রাইট পুলিশ তাদের লরিটি বিদ্যুৎ গতিতে মিছিলের উপর কূলে দিল মিছিলের পিছন দিকে থাকা সেলিম মুর্তের মাধ্যমে পুলিশের লরির চাকার লিট হয়ে গেল কার্কে সবাই রাস্তার দু'দিকে ছিটকে পড়ে গ্রাণে বাঁচলেনও মেলোয়ার মোজা দৌড়িয়ে লাগলো গ্রাণকয়ে মেলোয়ার দৌড়ায় আশে, মেলোয়ারের গ্রাণবধ করতে পেছনে দ্রুত ছুটিয়ে রাইট পুলিশের লরি।

মিনিট দু'য়েক এর মধ্যেই মেলোয়ারের দেহ চাকার পিমে গ্রাণের সাথে মিলিয়ে গেল পুলিশের লরি মেলোয়ারের দেহ এমন ভাবে রাস্তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা যে মেলোয়ারের দেহ তা বোঝাতো দূরের কথা, এটা যে একটা মানুষের দেহ তাই বোঝা যাচ্ছে না আর পেছনে লিট ঢালা রাস্তার সাথে যেহলে মিশে আছে সেলিমের দেহ।

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে সংবাদের জন্য অধার আশ্রয়ে উৎসুক হয়ে বসে থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী সত্যেন্দ্রী শেখ হাসিনাকে রাইট পুলিশের চাকার লিট হয়ে সেলিম ও মেলোয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদটি পৌঁছাল মটর সাইকেল আরোহী।

ছাত্রলীগের দু'জন নেতার নিহত হওয়ার সংবাদটি শুনে শেখ হাসিনা পুলকিত ও আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, সাবাস।

তারপর গাড়ির ড্রাইভার জালালকে বললেন জালাল লরিটা লাগাও আমি বাইরে যাবো মটর সাইকেল আরোহী সঙ্গে বেতে চাইলে নেত্রী বললেন, তোমরা এক কাজ করো, আগামীকাল ৩২শে সবাই আসো। আজ সবাই চলে যাও।

পরদিন সকালে বত্রিশে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে মটর সাইকেল আরোহী সোজা মহাখালী চলে গিয়ে ড্রাইভার জালাল এবং পাভেরো জীপ দেখতে পেয়ে নির্দ্বিগ্ন হলো, নেত্রী এখানেই আছেন কিন্তু ঘরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে বাবুটি রমাকান্তের কাছে জানতে পারলো, নেত্রী



অজ্ঞাত গাড়ী আর চালকের সঙ্গে অজ্ঞাত স্থানে গিয়েছেন অনেক ভোক্তা।

দুপুর ১টার দিকে ফিরে এসে নেত্রী বাগুয়া-দাণ্ডা করে সোজা চলে এলেন খানমন্ডি ৩২শে ভবনে ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা বিকেল তিনটার খানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ারকে পুলিশের লরির চাকায় পিষ্ট করে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে সামরিক একনায়ক বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করার কর্মসূচী চাইলে সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই বলে ছাত্রনেতাদের সাধুনা দেন যে, আমাদের মূল শত্রু জিয়াউর রহমান এবং তার মল বিএনপি জিয়া তো শেখ। জোঃ এরশাদ বিএনপির কাছ থেকে মাত্র কিছুদিন হলো ক্ষমতা দখল করেছে আমাদের এখন প্রধান কাজ, বিএনপিকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া। এই মুহূর্তে আমরা জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যাব না আমাদের মূল শত্রু বিএনপি এটা মনে রাখতে হবে ছাত্রনেতারা সেলিম ও দেলোয়ারের হত্যার জন্য আবেদাপ্রত হলো শেখ হাসিনা বলেন, আবেদপ্রবণ হয়ে লাভ নেই সময় হলেই এদের পরিবারকে পুঁথিয়ে দেওয়া হবে।

ছাত্রনেতারা কোন বকম কর্মসূচী ছাড়াই তপু হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করলো।

## দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী

৩রা মে ১৯৮৪ এর এক পড়ন্ত নিকলে খানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনে বাসে গল্প করতেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েক জন। গল্পে গল্পে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ উঠলো এসস উঠলো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে পড়ে ওটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কথা

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে বললেন, এটা একটা সেনাবাহিনী হলো। এটা একটা বর্বর, নরাণুশাচ, উদ্ধৃৎখল, শোভী, বেদ্যমব বাহিনী। এই বাহিনীর আনুগত্য নেই, শৃঙ্খলা নেই মানবিকতা নেই, মান্যগণ্য নেই নেই দেশপ্রেম এটা একটা দেশদ্রোহী অসভ্য হায়েনার বাহিনী তোমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথা বল সারা বিশ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো এড ভল, নম্র, সভ্য, বিনয়ী এবং আনুগত্যশীল বাহিনী বুজ্জে পাওয়া যাবে না পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মানবিকতা বোধের কোন ভুলনাই চলে না কি অসম্মব সভ্য আর নম্র তারা।

পাঁচশে মার্চ রাতে তারা (পাকিস্তান আর্মি) এলো এসে আকবাকে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) সেলুট করলো, মাকে সেলুট করলো আমাকেও সেলুট করলো সেলুট করে তারা বলল, সার আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অন্য কোন কিছুর জন্য নয় আপনারা যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারবেন যে ভেঁট আপনার এখানে আসতে পারবে। আমরা শুধু আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো আপনারা বইরে গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে যাবো। কেউ আপনাদের এখানে এসে আমরা তাকে ভালভাবে শুদ্ধাশি করে তারপর চুকতে দিব এসবই করা হবে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য সত্যিই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে।

২৬শে মার্চ দুপুরে আকবাকে (শেখ মুজিব) যখন পাকিস্তানী আর্মিরা নিয়ে যায়, শুখন জেনারেল টিক্কা খান নিজে এসে আকবাকে ও মাকে সেলুট দিয়ে, আদবের সাথে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে (শেখ মুজিবকে) বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ইম্রাহিরা খান আলোচনার জন্য নিয়ে যেতে

বলেছেন আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে হেওয়ার জন্য বিশেষ বিমান তৈরি (স্পেশাল ফ্লাইট রেডি) আপনি তৈরি হয়ে নেন এবং আপনি হচ্ছে করলে ম্যাডাম (বেগম মুজিব) সহ যে কাউকে সঙ্গে নিতে পারেন আকা-মা'র সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। পাকিস্তান আর্মি যতদিন ডিউটি করেছে এসেই প্রথমে সেলুট দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার দাদীর সামান্য জ্বর হলে পাকিস্তানীরা হেলিকপ্টার করে টুঙ্গিপাড়া থেকে দাদীকে ঢাকা এনে পি জি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। জয় (শেখ হাসিনার ছেলে) তখন পেটে আমাকে প্রতি সপ্তাহে সি এম এইচ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে) নিয়ে চেকআপ করাতো। জয় হওয়ার একমাস আগে আমাকে সি এম এইচ এ ভর্তি করিয়েছে। '৭১ সালে জয় জন্ম হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মিরা খুশিতে মিষ্টি বাঁটোয়ারা করেছে এবং জয় হওয়ার সমস্ত খরচ পাকিস্তানীরাই বহন করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম। পাকিস্তানীরা দু'টি জীপ করে আমাদের সাথে যেতো নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত। আর বাংলাদেশের আর্মিরা 'জানোয়ারের দল অমানুষের দল এই অমানুষ জানোয়ারেরা আমার বাবা-মা, ভাই সবাইকে মেরেছে এদের যেন ধংস হয়।

## '৮৬ নির্বাচন

১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ার নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যাত্রাবন্দনাই চোঁটা করেও অন্য ছাত্র আন্দোলন করতে পারতেন না। ইত্যাবসরে সামরিক হৈরাচার জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ পাকিস্তানিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। যদিও এরই মাঝে নিরবে নিঃশব্দে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বিএনপি উল্লেখযোগ্য একক রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। এরশাদ তার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেই ১৯৮৬ তে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা ও প্রস্তাব দেন। এরশাদের প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, না করার বিষয় নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহল ও নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু হলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপির পক্ষ থেকে এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ হটাৎ আন্দোলন করার প্রস্তাব দেয়।

তখন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে তলশানের জনৈক ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরী (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) তলশানের বাসায় তৎকালীন ভিজিডি এফ আই (ডাইরেক্টর জেনারেল অব ডিফেন্স ফোর্স ইন্টেলিজেন্স) ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সাথে গোপন বৈঠক হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান জেনারেল এরশাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন এবং নির্বাচনী সকল ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে শেখ হাসিনা আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পক্ষে মত দেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াস সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফরহাদ-এর প্রচেষ্টায় খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার যতপার্থক্য এই কৌশলে কবিরে আনা হয় যে, নির্বাচনে শুধুমাত্র দুই নেত্রী (খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) ছাড়া আর কেউ দাঁড়াবে না। অর্থাৎ বামপন্থী নেত্রীবৃন্দ বেগম জিয়াকে এটা বোঝাতে সমর্থ হয় যে, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা দু'জনে দেড়শ দেড়শ তিনশ আসনে নির্বাচনে দাঁড়াবেন, আর বাকি সবাই মিলে দুই নেত্রীকে তিনশ আসনে জিতিয়ে দেবেন। তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক হৈরাচার জেনারেল

এরশাদকে কমতাহুত করা যাবে। এবং তাতে করে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টি হবে না।

বেগম খালেদা জিয়া এরশাদকে কমতাহুত করার প্রয়াসে দুই নেত্রী ১৫০+১৫০=৩০০ আসন নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দেন এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া মুখোমুখি সর্গক্ষণ বৈঠক করেন। কিন্তু গুলশানের ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরীর মাধ্যমে দুই নেত্রীর এই গোপন নির্বাচনী কৌশলের কথা এরশাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং এরশাদ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে যে, এক ব্যক্তি পাঁচের অধিক বা বেশি আসনে নির্বাচনে দাড়াতে পারবে না।

ফলে দুই নেত্রীর দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচনী করার কৌশল শুভল হয়ে যায়। তখন বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ পতনের আন্দোলনের পুরানা অবস্থানে চলে যান। এদিকে গুলশানের এস আই চৌধুরীর বাড়িতে ডিজিডি এক আই ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সাথে শেখ হাসিনার আবার বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে দাবি করা হয় নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে আগে যে পরিমাণ অর্থ ধরা হয়েছে, এখন তার তিনগুণ অর্থ দিতে হবে। ডি জি ডি এক আই ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান এক ঘণ্টার সময় চেয়ে চলে যান এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে আসেন। ঘণ্টা দুই পর সন্ধ্যার দিকে ব্যবসায়ী এস আই, চৌধুরী দুটি মাইক্রোবাস সঙ্গে নিয়ে ৩২ নম্বরে এসে হাজির। এস আই চৌধুরী আর শেখ হাসিনার মধ্যে এক-দেড় মিনিট কথা, তারপরই হুকুম হলো। তাড়াতাড়ি মাইক্রোবাস থেকে বস্তাগুলো নামিয়ে আনো। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাস থেকে মুখ সেলাই করা মোট নয়টি নতুন বস্তা নামিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় লাহবেরী আর বেডরুমের মাঝে যে মাটির বাথরুম সেই বাথরুমে রাখা হলো।

এরপর শেখ হাসিনা আদেশ করলেন সাংবাদিক সম্মেলন এই আয়োজন করতে এবং ডঃ কামাল হোসেনসহ আগুয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে জরুরী ভিত্তিতে আসতে বলার জন্য।

ডঃ কামাল হোসেনসহ যে সকল নেতাদের টেলিফোনে পাওয়া গেল তাদের অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু ভবনে আসতে বলা হলো। বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনের মাধ্যমে ও সলরীয়ে নিয়ে জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ জানান হলো। সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু জানানো সম্ভব হলো না। শুধু বলা হলো জরুরী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ডঃ কামাল হোসেনসহ কোন নেতা কিছু জানেন না। মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন মূলত চার ব্যক্তি (১) শেখ হাসিনা (২) ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরী (৩) ডি জি ডি এক আই ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান এবং (৪) প্রধান সার্গারিক আইন শ্রমাদক সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ।

অধিক রাত হওয়া সত্ত্বেও বহুসংখ্যক সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলো। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে।

শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে আগুয়ামী লীগ নেতাদের এরশাদের নির্বাচনে যাওয়ার (অংশ গ্রহণ করার) সিদ্ধান্ত জারালেন। নেতারা বললেন, নির্বাচনে যাব ঠিক আছে, কিন্তু একদিন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি, তারপর সিদ্ধান্ত নেই।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাদের সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপিকে ল্যাং মেয়ে নির্বাচনে যেতে হবে। কাজেই এটা নিয়ে এত আলোচনার দরকার



নেই বাইরে সাংবাদিকরা বসে আছে, এখনই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে হবে বলেই সরাসরি সাংবাদিকদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার (অংশগ্রহণ করার) ঘোষণা দিলেন। তার পরদিন ছয় ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া পাঁচ তলা (পাঁচ তাক) একমুঠি টিলের গুয়াদ্রুব আনা হলো এবং যে ব্যয়ক্রমে সেলাই করা বস্তাগুলো আছে সেখানে রাখা হলো। তারপর একে একে বস্তা খোলা হলো। আর বস্তার ভিতরে থাকা পাঁচশ' টাকার নতুন ব্যক্তিগতলো ঐ টিলের গুয়াদ্রুব (আলমারী)-এ সাজিয়ে রাখা হলো। সব টাকা গুয়াদ্রুবে না ধরায় বাকি টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো।

শুরু হলো ১৯৮৬-এর সংসদ নির্বাচনী প্রক্রিয়া। দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হলো। এক ভাগ শেষ হাসিনার নেতৃত্বে জেং এরশাদের পাতানো নির্বাচনে জড়িয়ে পড়লো। আরেক ভাগ বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে এরশাদ পতন ও পাতানো নির্বাচন বর্জন এবং ঠেকানোর চেষ্টায় রত হলো। শেষ হাসিনা সর্বশক্তি নিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্বাচনে কাঁপিয়ে পড়ার জোরদার আহবান জানান। তিনি বললেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে হবে এবং সামরিক শাসক এরশাদকে বিদায় করতে হবে।

শেষ হাসিনার আহবানে জনগণ এগিয়ে না এলেও আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো।

আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকরা সারা দেশেই একটা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে তুললো। ঐ সময়ই ফিলিপাইনে সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস-এর বিরুদ্ধে নিহত জননেতা মিঃ একুইনোর বিধবা স্ত্রী মিসেস কোরাজন একুইনো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সারা বিশ্ব ফিলিপাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে বাংলাদেশেও সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ফিলিপাইনের মতোই শ্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে।

শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এতিমশ্রমশ্রমে আওয়ামী লীগের শেষ বিশাল নির্বাচনী জনসভা। এর মাত্র দু'দিন আগে ফিলিপাইনে নির্বাচন হয়ে গেছে। সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দিয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। অপর দিকে মিসেস কোরাজন একুইনো ঐ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। মিসেস কোরাজন একুইনোর পক্ষে ফিলিপাইনের জনগণ রক্তের নেমেছে। আর সেই জনগণকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য একনায়ক মার্কোস-এর পক্ষে সেনাবাহিনী টাঙ্ক নিয়ে রাস্তার বেড়িয়ে এসেছে। একদিকে জনগণের বিক্ষোভ অপরদিকে সামরিক বাহিনীর টাঙ্ক। ফিলিপাইনের অবস্থা গত দু'দিন থেকে খুবই উত্তপ্ত। জনগণও বিক্ষোভে লালিত হওয়ার জন্য জেনারেল মার্কোসের কার্যু ভেসে রাস্তায় বেড়িয়ে এসেছে। আর সেই জনগণের দিকে তাক করে টাঙ্ক নিয়ে ধেয়ে আসছে সেনাবাহিনী। ফিলিপাইনের দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি বর্তমান। গভীর বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টি তার চাইতে অনেক বেশি গভীর।

ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেও শ্রায় একই ঘটনা, একই অবস্থা। জনগণ বনাম সামরিক বাহিনী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বনাম সামরিক একনায়ক।

বাংলাদেশের জনগণ সজাগ ও তীব্রদৃষ্টি রেখেছে ফিলিপাইনের শেষ পরিণতির দিকে। ফিলিপাইনের উত্তাপ বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে লাগছে। এমনি মুহূর্তে শেষ হাসিনার আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী বিশাল জনসভা চলছে। হঠাৎ মঞ্চের নেতার বক্তৃতা বন্ধ করে মাইকে ঘোষণা করা হলো ফিলিপাইনের একনায়ক জেনারেল মার্কোস দেশ (ফিলিপাইন) থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লো।



বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলে দেবে তারা যেন আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে, কিন্তু আন্দোলন যেন না করে। অর্থাৎ আন্দোলনের সাথে থেকে আন্দোলনের পিঠে ছুঁতে থাকতে হবে। মাজারকে (বালেনা জিয়া) ব্যর্থ করে করে ঘরে বসিয়ে দিতে হবে, আর যাতে রাজনীতির নাম না নেয়, জনগণ এবং আওয়ামী লীগের মঠকর্মীরা এরশাদ পতনের আন্দোলনের জন্য এতই উদযীব যে, আন্দোলন গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা (আওয়ামী লীগ কর্মীরা) আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যখন আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলন না করার গোপন নির্দেশ পৌঁছানো হলো, তখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুখ থেকে সরাসরি এই নির্দেশ চুনতে চাইলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষে সরাসরি এই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হলো না বলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন বেগম খালেদা জিয়া আর জীবন দিতে থাকলো নূর হোসেনসহ আওয়ামী লীগ কর্মীরা।

## হিয়াশির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকার আওয়ামী ফোর্সিং কর্মী নূর হোসেন বুকে “বৈরাচার নিপাত যাক, আর পিঠে গণতন্ত্র মুঁড়ি পাক” লিখে বিকোভা মিছিল করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষ করে বহির্নিষ্কের প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচার করে। ফলে সাময়িক একমুখক হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ খুবই অসন্তুষ্ট এবং রাগান্বিত হন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকার এরশাদ মনে করেন (ভুল বোঝেন) যে, শেখ হাসিনা ওলে তলে কর্মীদের তার (এরশাদ) বিরুদ্ধে লেনিয়ে দিয়েছেন। তিনি (এরশাদ) এই বলে মন্তব্য করেন যে আমার খাবে আমার পরবে, আমার আমার সাথে গান্ধারী শেখ হাসিনা গান্ধারী করবে, আমার সাথে বেঙ্গমাদী করবে নাফরমানী করবে আমিই (এরশাদ) শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলীয় নেত্রী বানিয়ে মস্তীর মর্যাদা দিয়েছি, মস্তীর চাইতে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। দেশ চালনা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ভাগাভাগি করছি। আর তলে তলে আমার (এরশাদ) সাথে গান্ধারী, নাফরমানী আমি (এরশাদ) আর শেখ হাসিনাকে কোন ভাগ দেব না, বিরোধী দলের নেত্রীও রাখবে না। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরী এবং ডি জি ডি এক আই মাহামুদুল হাসানের মাধ্যমে এরশাদকে আন্দোলনে তার (শেখ হাসিনার) অনগ্রহ, অনিচ্ছা এবং আন্দোলনের নামে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পিছন থেকে ছুরি মেরে আন্দোলনকে ভুল করে দেওয়ার বিষয়টা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এরশাদ নাছোড়বান্দা। তার এক কথা, আন্দোলনের নামে পিছন থেকে আন্দোলনকে ছুরি মারতে হবে না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাকে (এরশাদকে) প্রকাশ্যে সরাসরি সমর্থন দিতে হবে। নইলে আমি (এরশাদ) পার্লামেন্টও রাখব না, শেখ হাসিনাকেও বিরোধী দলীয় নেত্রী রাখবো না। বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতে হলে এবং মস্তীর মর্যাদাসহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে হলে আমাকে (এরশাদ) কোন প্রকার রাখটাক না করে চলাপুতাবে সমর্থন করতে হবে। শেখ হাসিনা কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে সরাসরি চলাপুতাবে জেনারেল এরশাদকে সমর্থন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে অবশেষে এরশাদ ১৯৮৮ সালে মাত্র দুই বছর আগে গড়া তার (এরশাদের) নীলনগার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয় এবং নতুন করে দ্বিতীয়বার তার (এরশাদ)







যেখানে থেকে বাবা, তবে বা বললার আর ক'দিন পরেই তা জাননি বুঝলেন  
 ১৯৯১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুধু বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়, উপ মহাদেশের  
 নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজরবিহীন ঘটনা রূপ নেবে এর নারী নির্বিশেষে জনগণ হাসতে  
 হাসতে নিজস্বের ভোটাদিকার প্রয়োগ করলে। ছোট কন্যার লেখা পেন্স আশ্রয়ামী লীগ  
 পরাজিত হলো। ঢাকার দুই আসনেই জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশুল ভোট  
 ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হলেন। বেগম খালেদা জিয়া ও তার বিক্রমী নির্বাচনে বিজয়ী হলেন  
 জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনী কল্যাণকর প্রত্যাহার করে বললেন, ভোটে সূচ  
 কারতুলি হওয়ায়, আর সূচ কল্যাণকর হামানমেই অস্বাভাবিক পরাজিত করে হয়েছে। আমি এই  
 ফলাফল আমি না এবং বেগম জিয়া সরকার পতন করলে আমি এক মিনিটও বাংলাদেশ জিয়া  
 মুক্ত থাকতে দেব না।

## পদত্যাগ নাটক

২০১৫ জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সার্বভৌমত্বের কাছে বোম্বা করলেন তিনি (শেখ  
 হাসিনা আশ্রয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সর্বশেষ সম্মেলন ২০১৫ এই  
 পদত্যাগের ঘটনা আলোচন সচিব করলে। জাওয়াদ লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছোট  
 হতবাক হতবাক কোর্টির অফিস নির্বাচনী। বল নৌ করণ নেই, লালের সভানেত্রী শেখ  
 হাসিনা ঘোষণা কল্যাণ জ্ঞান পদত্যাগ করেছেন। কিছু তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ  
 করলেন তার কারণে কোর্টার তার (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করেছেন। লালের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কোন  
 কেন্দ্রীয় নির্বাচনী করণে সভানেত্রীর পদত্যাগ করে নেই। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির মিটিং-এ ও  
 তিনি পদত্যাগ করলেন না। জাওয়াদ তিনি পদত্যাগ করলেন কোর্টার এবং তার কারণে তিনি  
 পদত্যাগ করেছেন বলে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণাই যা করলেন। জাওয়াদ সভানেত্রী শেখ  
 হাসিনার এই পদত্যাগের বিষয় নিয়ে লালের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সম্মেলন করলেন। কেন্দ্রীয়  
 বললেন না তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করেননি। কেউ বললেন না তিনি (শেখ হাসিনা)  
 স্বতন্ত্র পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এসিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগ প্রত্যাহার করার দাবীতে ছাত্রলীগ  
 ও যুবলীগ কর্মীদের বাণক মিছিল-এর। এবং প্রায়শই জনগণ করার নির্দেশ দেব। বিশ্ব  
 জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশে যুবলীগ ছাত্রলীগের কর্মীরা ত্রেহম  
 সাড়া বা দিলেন এবং পরে পরে পরে পরে পরে নাটক নিয়ে এই চাই শুরু করলেন। লালের সভানেত্রী  
 শেখ হাসিনা লালের সাধারণ সম্পাদিকা সায়েদা টৌলটৌকে (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার  
 বন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী) সভানেত্রীর পদত্যাগ করে ছিট ফেললেন বলে ঘোষণা দেওয়ার জন্য  
 বাতুলারানই অনুপ্রবেশ করলেন। এই অনুপ্রবেশ পরিপ্রেক্ষিতে সায়েদা টৌলটৌ সভানেত্রী শেখ  
 হাসিনা তার (সায়েদা টৌলটৌ) করে পদত্যাগ করে নিলে তিনি তা ছিড়ে ফেললেন বলে  
 ঘোষণা দেন এবং পদত্যাগ নাটকের অবসান ঘটান।

যদিও সাহা-কল আরোহী পুনরায় ফিরে গেল জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিবেচনী সলীত মেত্রী সামর  
 সম্মেলন জানিয়ে তার (শেখ হাসিনার) ব্যক্তিগত পরামর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বাধীন পুনরায় ফিরিয়ে  
 দেন। যদিও সাইকেল আরোহী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিবেচনী সলীত মেত্রী শেখ হাসিনাকে  
 সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন সম্পর্কে এবং নতুন সরকার সম্পর্কে আর কোন করার উক্তি না করে ঐক্য  
 ধরে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন।



## টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন জাহাঙ্গিরের মূল নকুল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুল হোসেন (বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী-মোহাম্মদপুর জামা'র এর পি এক মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি) কে তিনি ৩১ নং টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের লক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেন। অন্যদিকে এরফল এবং তার মূল জমি'র লক্ষ সফর নিয়ে সূত্রাভবনটির সাবক প্রধান বিচারপতি বদকুল হাবদার প্রৌদ্যুত রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হন। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুলকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে রাখলে তার শেখ হাসিনার, এবং তার মূল জমি'র লীগের অবদান'র মূল ৩১০ ২০০০ নং হাব ইলেক্ট্রিক্যাল সাবক প্রধান বিচারপতি বদকুল হাবদার প্রৌদ্যুতকে সাংসদ'র বিচার'র ক্ষতি প্রার্থী করার লক্ষ্যে নিলে এক পর্যায়ে প্রান (শেখ হাসিনা) রাজ্য বন এক বিচারপতি বদকুল হাবদার প্রৌদ্যুতকে ধামরাতি বাতিল এখন বঙ্গবন্ধু ভবনে ছেকে এনে অসম্পূর্ণ আওয়ামী লীগ জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি বদকুল হাবদার প্রৌদ্যুতকে ইমদারী বাসামদল জামা'র মূল পরাধী '৭১ এর খাতক অধ্যক্ষ সোলাহ আওয়ামি সের দেখা করে দেখা নিয়ে আসার জন্য বলেন।

এদিকে হাজী মকবুল মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার জন্য বিচার দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ নিষেধ হাজী মকবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে শর্তযুক্ত করা করে এক পর্যায়ে হাজী মকবুল হোসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে মেডিয়া হাব 'জাহাঙ্গির লক্ষ টাকা ফোন' মা পোনে রাষ্ট্রপতি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে অর্ধেক জামা'র।

কখনো জননেত্রী 'বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধামরাতি বাতিল দ্বারা বঙ্গবন্ধু ভবনে লোক নিয়ে হাজী মকবুল হোসেন'কে ছেকে (সহ বসে এনে) এনে কথায় ধমকি ছিটকান করেন তার (মকবুল) মাতা মোহাম্মদ লক্ষ আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়া সাপেক্ষে কন্যা সাবপার বাতিল জামা শেখ হাসিনা। অপরদিকে মতো লোককে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' হাজী মকবুল হোসেন সাবপার জামা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা'র হাজী মকবুল হোসেন'কে 'জাহাঙ্গির লক্ষ'। রাষ্ট্রপতি হাজী মকবুল হোসেন লক্ষ টাকা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি অনুগত'র প্রকাশ করে।

## জাহাঙ্গির ইমাম ও শেখ হাসিনা

বেগম খালেদা জিয়া জাহাঙ্গিরের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একা 'বিরোধী দলীয় নেত্রী' শেখ হাসিনার মাঝে সহযোগিতা সম্পর্কিত দ্বারের কথা বলা 'বিরোধী' এবং 'হিসাব' ভাষায় প্রণয় করে তাঁর হাল। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক মূল জাহাঙ্গির ইসলামী কালের নেপথ্যের মূল নেতা মুহাম্মদখী খাতক পোলাব আবদুল জাহাঙ্গির ইসলামী জামা'র (জামা'র) বাসায়।







জাতীয় সমন্বয় কমিটির আনুষ্ঠানিক হিসেবে স্বাভাবিক গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গণআদালত গঠন করেন :

১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সত্যাবলিদ্ধ গণ-আদালত স্বাভাবিক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ১০টি অভিযোগে ফাঁসির দায় দেয়। গণ-আদালতের দেওয়া গোলাম আযমের ফাঁসির এই স্বাভাবিক কার্যকরী করার জন্য শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে এসে গণ-আদালতে এই রায় কার্যকর করার দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে যুদ্ধাপরাধী স্বাভাবিক গোলাম আযম শেষ হেলান উত্থিত বঙ্গবন্ধু শেষ মুক্তিযুদ্ধের এককায় আপন চাই শেষ নবসংগঠিত বঙ্গ ছিলে, শেষ হাসিনার আপন চাচাতো চাই বর্তমানে বাংলার হাটের হোটেল হাট ও কাকিরের হাট নির্বাচনী এলাকার আশ্রয়শী শীপের এমপি এর ইন্ডিয়ান রোডের বাসার বিরোধী মনীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনার সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে ছিলে।

এই ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা স্বাভাবিক গোলাম আযম ও তার দল জামাতে ইসলামী (জামাত) আর কিএনপি সেলুলারিটি না করে শেষ হাসিনা ও অগ্নিবী শীপকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা করে এবং শেষ হাসিনার হেডকোয়ার্টার শীপের সাথে মিলে বাংলাদেশ জিরা ও বিএনপি সরকারের গভর্নর অপেক্ষাধীন করত। বঙ্গবন্ধু জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনা যুদ্ধাপরাধী স্বাভাবিক গোলাম আযমের ফাঁস কার্যকর করার সত্যে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে গণ-আন্দোলন এবং গণ-আদালত সমাজ ও মামলা করার দায়িত্ব নেয়। সেই থেকে স্বাভাবিক গোলাম আযম আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনার সাথে গড়ে ওঠে গোপন সিদ্ধান্ত ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্র।

## ১৯৯২-এর হিন্দু-মুসলিম রায়ট

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর ঘাসের প্রথম সংস্থা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্বের চেফারমান সার্বিক সাংগঠনিক সংস্থাটি সংস্থাটির মতামত ঢাকায় সাংগঠনিক শীপ সংস্থার মতামত দিলে স্বাধীনতা দিবসে করা হয়েছে। সার্বিক চেফারমান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শীপ সংস্থার চেফারমান করতেন। শীপ সংস্থার উপস্থাপকে কোন কোন রাষ্ট্রের সরকার প্রধানগণ আসতেন ও শুরু করেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা হাও এবং ঢাকায় শৌধুরান এরই মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা দিবসে করে সার্বিক সাংগঠনিক সাংগঠনিক হিন্দু-মুসলিম রায়ট শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী মনীয় নেত্রী জাহানারা শীপ সরকারেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনা জরুরী ষড়যন্ত্রে হাটের সাইকেল জাহানারা হাটের সাইকেল জাহানারা ২৯শে মার্চ রোডে বিরোধী মনীয় নেত্রী শেষ হাসিনার বাসার ষড়যন্ত্রে ছিলে হাটের বিরোধী মনীয় নেত্রী এসে খবর দেয় যে, জাহানারা (শেষ হাসিনা) জাহানারা এবংই ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনার সাথে ষড়যন্ত্রে ছিলে।

মটর সাইকেল জাহানারা বঙ্গবন্ধু শৌধুরান সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রী শেষ হাসিনা তাকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেষ হাসিনার কাছে নিয়ে গেলেন, সারা দেশে হিন্দু-মুসলিম রায়ট (সাম্প্রদায়িক মামলা) সাংগঠনিক সাংগঠনিক।

মটর সাইকেল জাহানারা বলে, এটা ষড়যন্ত্র হবে না।

নেত্রী বলেন, ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্র জাহানারা হাটের হাট, হিন্দু-মুসলিম রায়ট





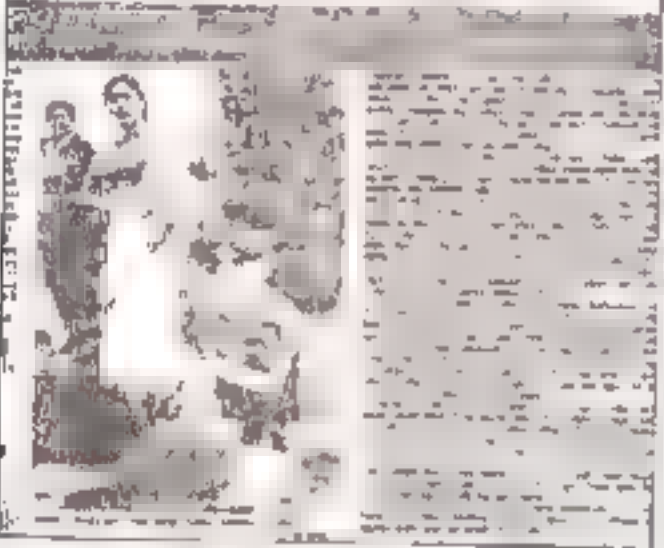


বসে আছেন আমাকে দেখেই জোড়ের কাগজ ও অর্ডারের কাগজ দুটি আমায় দিতে ছুড়ে মেঝে উপরজিত হাতে বসলেন এই ভোমারের বিশ্বাস মুখে এক কথা জার কাজে আর এক

পত্রিকা দুটি হাতে নিলাম এবং এই প্রথম সম্প্রদায়ের পত্রিকায় নিজেদের ছবি দেখে বুকে

# গণিত

## জাগরণের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত



১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ভোমারও জাগরণের ১ম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটিতে ছবি-সমগ্র, সর্ববিধের তথ্যাদি 'বন্ধন' বীজ পত্রী বোলা হওয়ার কথা ছিল। ইন্দোনেশিয়ায় সেরা নারীরা কল্যাণের হাতিয়ে গিয়েছিল।

নেত্রী আমরা ভো ভাসিলে মেঘের (স্বর্গলভক) স্রুত' তেনার জন' এনিফেট ব্রোড মাদিনার কিত্তু আপনার নির্দেশ পালন করার জন। একই মাগ ভাষেই গেরেচু'ছিলম এবং প্রেমকার এসে অস্ত্রত তিনশ কর্মীকে কানে কানে ছড়ানত। ইমামের এই কর্মসূচীতে যোগ না দেওয়ার আপনার নির্দেশ কারিগরে বিলম্ব করেছি কিত্তু কতো সংবাদিকদের স্বপ্নর থেকে বাচতে পারলাম না। 'তানা নাভাত্তরকা, ফটো না তুলে ছাড়ালাই না আসানে এটা মানব বন্ধন কর্মসূচীর কতো না কৃত্রিমভাবে তোলা এই ভুল। মাত্র কয়েক দিন জাগে ব্যাপট হয়ে গেল মৌলবাদীরাও সক্রিয়, দেশের এই উল্লস পরিবর্তিত। অতি বই বাজা নিয়ে জাহানাব ইমামেব মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে যাব। আমার কি হাতা খসেপ হয়েছে। আমরা শুধু আপনার নির্দেশ

কেন্দ্রীয় ঘটনা অনেক ছাড়া। আর কপালে অনেক ছাড়া। আর

বঙ্গবন্ধু কল্যাণ জননেত্রী শেখ হাসিনা বলতে লাগলেন 'ভাষার পাঁচ এই ভোমারের ভাষা এই বিশ্বাস এই অনুগ্রহে 'স্বাভাবিক' নিয়ে জাগরণে ইমামের কর্মসূচীতে প্রেমামের অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছি এবং অন্য কর্মীর যত্ন অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও বঙ্গবন্ধু ভোমারিক দেখাই 'সেবা' তুমি লাগাই কল্যাণ কলমে বই-কাদা নিয়ে 'সেবা' ফলে। একদিকে যাব। জাহানাব ইমাম পছন্দ হয়, জাহানাব ইমামকে নিয়েই যাব। আমার দিকে প্রাণ এসে না

অতি দুশ কলে ছবিছি এখন কি বলা যায় তোমার অন্যটা গুলি এসে মীরে মীরে বললাম নেত্রী আমি 'বাবু বলতে চাই তুমি আবেদ কি বলনা ভোমার প্রাণ কি কতো জাগে বঙ্গ



কিভাবে পারব না। আমাদের লোককে জেনিকেন্ড থেকে বের করে দিচ্ছে আপনাকে তো আগেই বলেছি আওয়ামী লীগ হলো স্বতন্ত্র আর আন্দোলনের মূল নির্বাচনের মত না আপনি খোঁজাকা নির্বাচনে যান।

আব্দুল জলিলের কথা শেখ না হচ্ছেই এসে হাজির হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (বর্তমানে এলাফখান) মন্ত্রী জিলুর রহমান। জিলুর রহমানের পেছনে পেছনে এলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পার্শ্ব সম্পদ মন্ত্রী) আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য নেতীবৃন্দ। একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া সকল নেতীবৃন্দকেই এক কথা ছেলে নির্বাচনে যোগ্যত কারণচূর্ণি হাশ। আমাদের কর্মীদের ভোটকেন্দ্র ছোট বড় করে দিচ্ছে। নির্বাচন বাতিলের দাবী করা হোক আন্দোলন করা হোক ইত্যাদি প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বললেন নির্বাচনে কারণচূর্ণি হচ্ছে আমাদের কর্মীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, এটা কি আপনারা কেউ ভেটিকেন্ডে গিয়ে দেখছেন?

নেতারা কেউ কোন উত্তর দিলেন না কোন কথাও ভেট কললেন না সবাই চুপ। জানেনতাই স্বজনকে কমা শেষ হাসিমা বললেন এটা অবশ্য ভোটকেন্ডে গিয়ে দেখতে হয় না কি? ওয়া তো ভোট কারণচূর্ণি করারই এখন না করলে অন্যটা পরে কবাবে কাজেই আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবী করতে হার ওয়া এই ইস্যু নিয়ে নির্বাচন সরকার গঠন আন্দোলন করতে হবে না তোমরা নিজস্ব সরকারের গঠন চাইতে হবে।

মুখে মুখে টোনি টোনিরকান এটা বাক ভেট নিয়ে ঠিকঠিক সকলে চিনতে পারে। মিয়ে বসন্তু কম্যা শেষ হাসিমা যারা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে না পেয়ে অন্য একজন নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বাতিল করার কথা বললে নির্বাচন কমিশনার বিদ্যুতের মাধ্যমে কল করে স্বতন্ত্র নির্বাচন বাতিল করা তো দূরত্ব কথা কোন ভোটকেন্ডের নির্বাচন স্থগিত করার মুখে কোন ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসে।

জান শে জানেনতাই শেষ হাসিমা বললেন অবশ্য কল ইনফরমেশন আছে নির্বাচন কারণচূর্ণি হাশ। আমি বলছি নির্বাচন বাতিল করুক।

নির্বাচন কমিশনার বললেন বাতিল আর্দন কইভাল বলেন, কোন ক্ষেত্রে কারণচূর্ণি হচ্ছে আমরা অবশ্যই তার কলকা বেন।

বসন্তু কম্যা শেষ হাসিমা চাঁক ইলেকশন কমিশনারকে বললেন আমাদের ফোন করতে ও কথা বলে ফোন রেখে দিলেন। এরপর দ্বায় প্রতি ঘটক ছটায় নির্বাচন কমিশনারে নির্বাচন বাতিল করার দাবী জানিয়ে ফোন করা থেক হলো। বিতক চাবটা নাগাদ একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনমন্ত্রী শেষ হাসিমার নির্বাচন বাতিলের দাবীত ফলবে হললেন। মাতাম আমি ইতোমধ্যে প্রত্যেকের দাবীত নিরোধ। আমরা প্রত্যেকের কারণে আমি কাজেটি ভেটিকেন্ডের ভোট স্থগিতও করছি।

শেখ হাসিমা পুনরায় নির্বাচন বাতিলের দাবী করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন মাতাম আমি নির্বাচন কমিশনারে বসে নেই। আমি করলার ভোটকেন্ডে গিয়ে নিজস্ব নির্বাচন পারবেকণ কয়ছি। আপনি নাচন্ত থাকুন যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে আমি মোটেই গুরুপা হবে না।

হ্যাঁ, আপনি নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিন। আমি পরে অবশ্য ফোন করবো। শেষে জনমন্ত্রী শেষ হাসিমা ফোন রেখে নিলেন। এরপর দ্বায় পল্লের বার কোন করেও নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া পেলো না কিন্তু রাত দশটার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল প্রধান



নির্বাচন কমিশনার কোন ধরনেরই স্বতন্ত্র কন্যা শ্রেণি হ'লিও ইচ্ছা করে বললেন, কি হলো, নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দিলেন না?

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, মাত্র দুই জনের কাছে যে ফাইল আছে তাতে যেসব পক্ষে মাত্র দ্বাদশটি মোহাম্মদ হুসাইন লিখল তাতে কিছুই বুঝে নেওয়া যায় না। আরও কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করলো?

শেখ হাসিনা বললেন, হুঁ হুঁ কি বললেন? হ্যাঁ মাত্র দুই জনের কাছে মাত্র দ্বাদশটি ফাইল অনুমোদিত। যেসব পক্ষে মাত্র দ্বাদশটি মোহাম্মদ হুসাইন লিখল তাতে কিছুই বুঝে নেওয়া যায় না। আরও কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করলো?

আজি মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়। অর্থাৎ মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

এরপর কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন। এ আদেশ মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

এরপর কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন।

অনুরূপ রজিস্ট্রার করলেন। মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

একটি কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন। এ আদেশ মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

এরপর কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন। এ আদেশ মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

এরপর কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন।

এরপর কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন। এ আদেশ মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।

এরপর কন্যা হুঁ শাহ হুসাইন লিখল টেলিফোন করে দিলে উল্লেখ করলেন ড্রাক্ট করে পরামর্শ করলেন। এ আদেশ মাক্কা আই মাদি বা না? উল্লেখ করলেন কোন আদেশ প্রণয়ন বাতিলের খাতিরে যাতে এটি ফলাফল ড্রাক্ট না যায়।



গাড়ির সবকিছু আরোহী হিসেবে উঠলো। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, টিকি মতো মোবাইল তো, কোন কটো সাইবার্নিক নেই তো?  
না, নেই  
তাহলে আমি শেখ হাসিনা) একটা কলকাল নামাই।

## আজ আমি বেশি খাব

২৯ নং সিটি রোডের কাসাব গ্রামে বসবাস করত শেখ হাসিনা বললেন মহান (মিনেস মতিপুর রহমান কোট) খাওয়া-দাওয়া বেশি করে এখনই তো লাগে বেশি এখনই, লাগে আজ আমি বেশি করে খাব।

ভাতপত্র তিনি ফ্রিজেবী ফ্রিজেবী গরীপ্ত গরীপ্ত, মতান্তর লিপ্যন্তর সত্যি সত্যিই তিনি শেখ হাসিনা অস্বাভাবিক রকমের বেশি খেলেন এমনটাই তিনি শেখ হাসিনা। বিচিত্র আন্দোলন-সংগ্রামে নিরন্তরই নাকি দেখা এসে যাচ্ছিলো চারটে অনেক বেশি খেতেন কিছু আজ খেলেনও একটা হারিকেন চাটতেও অনেক বেশি

## টাকার ভাগ দিতে হবে

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ হাসিনার পিতা আওয়ামী লীগের জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কলকাতা গিয়ে মোবাইল মোবাইল হাসিনার আওয়ামী লীগ শপথ নেওয়ায় পিতৃপুত্র চুক্তি করা হলো। তিনি থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা ফিরে আসার পরে নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা টাকার বিষয় মোবাইল হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছেন এবং দেখানো যেমনটাকে হাসিনা মোবাইল হিসেবে শপথ নেবেন। নানট দিলে সকলকেই সত্যকট টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়াও জন প্রিয়। কিছু মোবাইল হাসিনা এলেন না টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া হলো না

মোবাইল হাসিনাকে সঙ্গে মোবাইল করা হলো তিনি বললেন তিনি অস্বস্তি। এরপর আর মোবাইল হাসিনা শেখ হাসিনার বাসা আওয়ামী লীগ প্রকৃত কলকাতা এলেন না আওয়ামী লীগের মোবাইল পলে মোবাইল হাসিনা শপথ নিলেন। সত্যক মোবাইল মোবাইল মিনেস হটমাইনের মোবাইল টেলিফোনে প্রাথমিক নই একবার প্রধানমন্ত্রী দেশে বহুলাংশে সত্যক করা হলেন। প্রতিদিন না হলো জায়েই প্রধানমন্ত্রী দেশে খেলেন সত্যক সঙ্গে দেখা করেন এবং মুক্তি পরামর্শ বঙ্গ সিটি করপোরেশন পরিচালনা করেন। কত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আসেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিদেও নেত্রী শেখ হাসিনা কলকাতা প্রাথমিক সত্যক দেখা করেন নিয়মকানুন বেইমান, তবে আরি এক কোটি সাত বিশ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেরত করেছি। বঙ্গবন্ধু নিয়মকানুন যে আসে যাচ্ছে পান তার কাছই তিনি। শেখ হাসিনা। এই কথা বলতে শপথলেন

একজন বললো টিকি আছে হানিক তাই ফেরত হয়েছে টাকা কলকাতা, টাকা খাবে খাক, আওয়ামী লীগ আর ভাগ চাই না। কিছু নতুন কাজ করলে না কেন?

সত্যক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? এক টাকা খাবে কেন? আওয়ামী লীগ দিতে হবে। একে এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে মোবাইল হাসিনা মোবাইল মোবাইল মোবাইল দিয়েই তো এই টাকা খরচ করেছি হাসিনা তো এক পর্যায়ে খরচ করে নি সব আমি করেছি। এখন হাসিনা একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে নইলে আমি শেখ হাসিনা একদিন

গাড়ির সমস্ত আরোহী ছেলে উঠলো। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক যতো মেখেই তো, কোন কটো সাংবাদিক নেই তো?

না, নেই

তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) এবার কুশাল নাই।

## আজ আমি বেশি খাব

২৯ নং শিল্পী প্রোডাক্স বাসায় এমন বড়বড় কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, মহান। মিনেস মতিয়ুর রহমান বোঁট। খাওয়া দাওয়া বেশ করে এনেছি তো? লাশ দেখে এনেছি, লাশ আজ আমি বেশি করে খাব।

তারপর তিনি ছিফেরী ছিফেরী গাইলো গাইলো, নচকো লাগলেন সন্তি সন্তিই তিনি শেখ হাসিনা আত্মসমীক্ষক বকরের বেশি খেলেন এবারিয়েই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নিরতদের লাশ দেখে এসে বাহাদুরের চাইতে অনেক বেশি পেতেন কিছু আজ খেলেন আত্মসমীক্ষকের চাইতেও অনেক বেশি।

## টাকার ভাগ দিতে হবে

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ হাসিনার পিতা আওয়ামী লীগের জাকির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবরে গিয়ে মেঘের মোহাখন্দ হানিফের আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ায় সিংহাসন চূড়ান্ত করা হলো।

চান্দা গেয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শিফেরী মর্জির বেই জননেত্রী শেখ হাসিনা টাকার বেতন মোহাখন্দ হানিফকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন এবং সেখানে বেনগলবাজারে হানিফ মেজর হুসেবে শপথ নেবেন। নান্দই দিনে সকালবেলা সকলেই টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন ওন। প্রবৃত্ত কিছু মেয়র হানিফ এলেন না টুঙ্গিপাড়ায় যাবেনা হলে না।

মেয়র হানিফকে সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, তিনি অনুভব। এরপর আর মেয়র হানিফ শেখ হাসিনার বাসা আওয়ামী লীগ জাকির কোছাও এলেন না আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে মোহাখন্দ হানিফ শপথ নিলেন। টাকার মেয়রও না। হুসেবে নিলেন। ইটমাইনের রেড টেলিফোনে প্রতিদিন নুই একবার প্রধানমন্ত্রী দেশে যাবেনা জায়গা সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিদিন না হলেও জায়গা প্রধানমন্ত্রী দেশে যাবেনা জায়গা সঙ্গে কথা করেন এবং যুক্তি পরামর্শ করে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগ বান্ধবের বান্ধবসমূহ আসেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শিফেরী নেত্রী শেখ হাসিনা উপায় চান্ডান আর বলতে থাকেন নিম্নকহারায় বৈদ্যমান, তবে আমি এক কোটি সাত ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেজর করেছি। বৈদ্যমান, নিম্নকহারায় যে আসে যাকে পান তার কাছেই তিনি। শেখ হাসিনা, এই কথা বলতে লাগলেন

একজন বললো ঠিক আছে হানিফ শুই মেজর হয়েছে, টাকা কাবাবে, টাকা খাবে খাক, আমরা তো আর কাগ চাই না। কিন্তু নতুন কাজ করলে না কেন?

স্বাভাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? এক টাকা খাবে কেন? আমাদের ভাগ দিতে হবে এক এক কোটি সাত ত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র বানিয়েছি। জোনায়েত হাড দিয়েই তো এই টাকা খরচ করোঁত হানিফ তো এক পয়সাও খরচ করে নি সব আমি করেছি এখন হানিফ একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে নইলে আমি শেখ হাসিনা একদিন









পাণ্ডুনি বহুঃ প্ৰাণ হৰোহ বা হিঃখে শেখ হাঃশিম্বৰ কুলম মেই হাঃশবৎ আঃশৰ্বেষ্ট বিম্বৰ!  
শেখ হাঃশিম্বৰ হুটি গুৰু পুত্ৰ কন্যাব কেন এ বকম আঃশবৎ?

রাজাকারের হেলের সাথে বিয়ে দেব না

[illegible][illegible]

ସମସ୍ତ କର୍ମା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

সব মানি বেঁধে হন

[illegible]

समस्तक कर्माणि मृत्युं कदाचिद् एवै कथा एतेन ईर्ष्याकृतं सदाकृतं इत्यनेनयदा, तिष्ठति नान्यथा ह मृत्यु







ছাঁপের পাখি উড়তে উড়তে ঘোঃ হানিক রক্তকু কলঃ শেষ হানিকে জিজ্ঞাস করলেন  
নেদী আমার মিতাকে দেখেছে না?  
নেদী বললেন, কোন মিতা?  
ফোলা সন্তাপতি বললেন, নগর হাওড়ায় নীঃপত সন্তাপতি ঢাকার মেহর মাঃ হানিককে দেখেছি  
না?

আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

[illegible]

কেন্দ্রীয় গুয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে একে বহিষ্কার করান।

শেখ কবুল বলল, বাব তোমার গুয়ার্কিং ফুর্কিং কমিটি : ওরুর্কিং কমিটি কমিটির কথা ভুমি শুইনো না। ওরা জানে কি? বেচারা জিন্তা করছে কোথায় বাইবা দিবা। তানা এখন উন্টা কথা বড় আপা ভুমি চেয়ারমানে হিসেবে অভিনন্দন পাতাও। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা কলেন, তাইলে এক কাম করি আপে বহিষ্কার করি পরে বাইবার প্রত্যাহার করি।

শেখ কবুল কল দেখ, আমি তোমারে কইতেছি, একমই চেয়ারমানে হিসেবে অভিনন্দন জানাও আর ঢাকা আইনা খিটি বাওরাইয়া গফর হলা দেও।

সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে তো এখনই জিন্তা রহমান (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, নইলে জবাব বহিষ্কারের চিঠি পাঠিয়ে দেবে এতদ্ব্যন্থে পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে কোন করে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিহুর রহমানকে কলেন, তনেন, গভবাক রাতে গুয়ার্কিং কমিটি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐ চিঠিটা পাঠায়োন না।  
চেষ্টা যান

এতপর শেখ কবুল হাল বাগযার জন্য সিঁড়িতে নেমে এনে বঙ্গবন্ধু কন্যা কবুলের পথ আপনে দাঁড়িয়ে বলে, এই কবুল-চাঁদপুরের চেয়ারম্যান-এক এক থেকে কত টাকা নিয়েছিলা? আখার ভাল মে

শেখ কবুল বলে দুই সত্তা রাইতে লাও।

নাভাব বলে, আমায় ঠাণ দে নইলে রাইতে দিযু না। কত আপারে কইয়া দিযু। শেখ কবুল বলে পরে নিও, পরে নিও এখনও হাতে পাই নি। নাভাব বলে, ঠিক আছে আমারে দিবি ছো। হ্যাঁ, দিযু

## জনতারক শাস্ত থাকার বক্তৃতা

১৯৯৫ সালের ২৪ মে আগষ্ট পুর্নিম নিম্নাপসে বড়ি পৌরে সেওয়ার নাম করে ইয়াসমিন নামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে দিনাজপুর জেলার পথে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এই খবর জানাজানি হওয়া গেলে পত্র-পত্রিকার প্রকাশ হলে, দিনাজপুরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং দিনাজপুরের মানুষ পুর্নিমের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং ব্যতীত করতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আব্দুর রহিমসহ কার্যকরন জেলা নেতাকে অনতিবিলম্বে কর্তরী তিরিতে ঢাকায় কলব কলবন। এডভোকেট আব্দুর রহিমসহ দিনাজপুরের পাঁচ নেতা টাকা এসে ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু সন্মেলন লাইব্রেরী কলে বিক্রেতা দায় পাঁচটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে কলহার বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু সন্মেলন এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আপনা-অপনি শুরু হওয়া দিনাজপুরবাসীর এই আন্দোলনকে যে কোন কিছুতে বিনিময়ে প্রচণ্ড বিরুদ্ধে জঙ্গ দিয়ে বিরুদ্ধে ঘটনার পরামর্শ ও নির্দেশ দেন।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দিনাজপুরবাসীর এই বিরুদ্ধে নিরীক্ষণে (জাবরণে) রেখে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই পদবিক্ষেপ্ত আরো কোর্সান, আরো চালা করে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে খালেদা সরকারের পতন ঘটতে হবে। এখন আর টাকা দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। এখন দিনাজপুর থেকেই শুরু করতে হবে এবং ঢাকায় এসে শেষ করতে হবে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পুর্নিমের সাথে সংগ্রহ করতে হবে। লালেক পর লাশ ফেরাতে





সংগঠিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইতিহাসে অসংখ্য চড়কুরে ছাত্রদের মত সমাবেশের আয়োজন করেছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই ইতিহাসে অসংখ্য চড়কুরেই বিক্রমপুর ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রলীগকে শিরে ছাত্রদের মহাসমাবেশ করেছেন।

ইতিহাসের এই মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বক্তৃতা বলেছেন, বিরে খাঁদের মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রলীগ যথেষ্ট ছাত্রদের ঠে মহাসমাবেশের পাকী মহাসমাবেশ হিসেবেই বক্তৃতা করা। আজকের এই ছাত্রলীগের মহাসমাবেশের আয়োজন করেছেন এবং বেগম খালেদা জিয়া এই বক্তৃতা পাকী করার হিসেবে শেষ হারিসা আজ বক্তৃতা করেছেন।

বক্তৃতা করা বিবরণী দলীয় নেত্রী শেখ হারিসা বক্তৃতা ১৫ মিনিটে যথেষ্ট উঠলেন। আজকের এই ছাত্রলীগের মহাসমাবেশের হকের একটা বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য মিনিট হলো কেবল ছাত্রলীগের নেতারা ও একমাত্র শেখ হারিসা ছাত্রা জন্য কোন আওয়ারী লীগ নেতাকে যথেষ্ট উঠতে দেওয়া হলো না। যথেষ্ট নিম্ন উঠার মিনিট আওয়ারী লীগ নেতাদের কসব ব্যবস্থা এলো। শেখ হারিসা ছাত্রলীগের বক্তৃতা পরিবেশিত হতে যথেষ্ট বসলেন। আওয়ারী লীগের নেতারা যথেষ্ট নিম্ন থেকে যথেষ্ট উঠে বক্তৃতা শিরে আবার হকের নিম্ন চলে যেলেন। বিবরণী দলীয় নেত্রী শেখ হারিসা তার বক্তৃতা ছাত্রদের দেখানোর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার উল্লেখ আশ্রয় আশ্রয় এবং যথেষ্ট উল্লেখিত ছাত্রলীগের নেতাদের ছাত্রলীগে কসব কুপ মিলেন।

খালেদা জিয়া কুপে দেওয়ার মুহুর্তে ছাত্র সংগঠনদের কাছেরে বার বার মনো উঠলো তার পর্বে মিনিট মিনিটে তার সবচেয়ে জাতীয় শ্রমিক পরিষদে খালেদা জিয়া কসব কুপে দেওয়া হারি ছাত্রা হল। এবং ছাত্রদের দেখানোর মনোযোগ দেওয়ার শেখ হারিসার আশ্রয়কে পাঠ্যের লিখোনার করা হল। 'কিছু তার আগে ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ওটার খালেদা জিয়া ও ২ নম্বর বক্তৃতা তারের লাইনেই কক্ষে শেখ হারিসা ছাত্রলীগ নেতা জাফর কর পত্নী চিহ্নাসু সেকেন্দার জোহরার সাহা 'হাবেনি তোমক একে অসমসহ মোটি ৯ জনকে ডেকে এনে সাধনেরে অসমসহের প্রয়োজন হবে বলে গোলাবাক্স ও অস্ত্রসহ কেন্দ্র করা মনো এক গুলি টাকা দিতে বলেন। খালেদা জিয়া ১৯৯৪ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর জোহরা টাকার পদত্যাগ সাহা নেমে নীচেরাইন জাফর সৃষ্টি করবে। খালেদা জিয়ার পতন না পর্যন্ত ইতিহাসে ৫/১১ টা লায় অবশ্যই ফলতে হবে। নইলে জিয়ার পতন হবে না। এর জন্য যথেষ্ট টাকা লাগবে জোহরা পাবে। টাকার কোন অভাব হবে না। জোহরা গোলাবাক্স ও অস্ত্রসহের বিলাস চক্কর পড়ে তুলবে। তবে সকা বিশ্ববিশ্বাসেরে এই জুলি থাকবে না। কারণ ছাত্রা বিশ্ববিশ্বাসেরে পূর্ণতা দেও করলে এই সকল অস্ত্রসহ ও বোমা জামাসের হাত ইচ্ছা হয়ে যাবে। এসব তিনিষপত্র বিশ্ববিশ্বাসেরে বাইরে অসমসহ জাফর হাবেরে।

আর একটি দায়িত্ব জোহরা নিশ্চয়সহ পালন করবে। সেটা হলো এই যে, ইচ্ছাটি পার্শ্বের রোড এবং ইচ্ছাটি কসমেরে পশ্চিম পর্বে যে জোহরা জাফর আছ, সেগুলো সব সচিব-উপসচিবসহ, আমি (শেখ হারিসা) হস্তাক্ষর দিলেও এই সচিব উপ সচিবরা পায়ে হেঁটে টিকই সচিবপরে যাব। একপর বাক্স আমি ইচ্ছাটি দেখ, জোহরা কেনেই বাসার কাছে গুঁড় পেতে থাকার মেট্রোইকিবা (সচিবরা) হেঁটে সেজেটিকিটে যথেষ্ট থাকবে। পশ্চিমবো জোহরা তনের কাপড় ছোপড় কুপে নাংটা করে ফেলবে।

ছাত্রলীগ নেতারা কসব, জামাসের দুই কপে ভাগ কর্তৃক মেন। এক গ্রন্থ গোলাবাক্স, অস্ত্রসহের দায়িত্ব থাকি। আর অন্য গ্রন্থ সচিবদের উল্ল কসব দায়িত্ব থাকুক।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন আনমকে সচিবদের নেটো করতে দাঁড়ি়ে ছিলেন। এরপর অনেক হরতাল যায়। কিন্তু সচিবদের নেটো করা হয় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার লক্ষ্য থেকে সচিবদের কাপড় খুলে উলঙ্গ করার দাবিদ্বারা আনমকে রোববার তারিখ দেওয়া সত্ত্বেও যখন সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না, তখন তিনি (শেখ হাসিনা) ঢলাগভাবে যাকে কাছে পান তাকেই সচিবদের নেটো করতে দাঁড়ি়ে দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরেও সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না দেখে শেখ হাসিনা গল্পানক রেগে গেলেন এবং সচিবদের উলঙ্গ করার মূল দাবিদ্বারা আনমকে নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে চললেন। এই বিশ হাজার টাকা এখন দিলাম। বাকি আরো ত্রিশ হাজার টাকা সচিবদের নেটো করার পর দেব এবং পরের হরতালেই নেটো করতে হবে। নইলে পুরা টাকা ফেরত দিতে হবে।

টিকাই পরের হরতালই আনম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্স চত্বরের সামনে একতালফে উলঙ্গ হবে ফেলল। ধানমন্ডি ৫ নম্বর রাস্তার ৫৪ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই উলঙ্গ করার সম্মেলতার সংবাদ পেয়েছিল তিনি বুনিমতে ব্রিটিশ বাওয়ানোর জন্য আনমকে ডেকে আনাত লোক পাহান। কিন্তু খাপম ততক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন সোমবার সকল সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত নিবন্ধটিতে চর্চিসহ খবর ছাপা হল। জানা যায় এই উলঙ্গ নিম্নলিখিত লিখিত ৪৩য় বার্ষিক একজন সচিব (সেক্রেটারি) বম তিনি বাংলাদেশের একজন খতি সাধকল নাগরিক। সে-বোনেরা পাহরিক

## সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিরকে কমতা দখলের প্রত্যাব

কোন আন্দোলন, কোন সংগ্রামই করা হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একতরফাভাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি সপ্তম পাল্লারোক্তির নেত্রী হচ্ছেন এবং ২য় বারের মতো সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠন করতে হচ্ছেন।

সপ্তম পাল্লারোক্তির নির্বাচন বিক্রান্তির পুনরায় সরকার গঠন এবং খালেদা জিয়ার পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুকেই যখন টেকানে হচ্ছে না তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে য শেখ বেহানার একমুখ জনতার দাবিতে করেন জাতিক সিদ্ধিহী (শেখ হেজারের ভাসুর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমতাই এসেই সবপ্রথম জাতিক সিদ্ধিহীকে ফাংগ থেকে বিলুপ্তিকার করে পুনর্নুষ্ঠিত হেন এবং তার নিম্ন সংস্কার টাই নিয়োগ করেন।) এর সাথে পোপের আলোচনা করেই এই জাতিক সিদ্ধিহী ছাপরে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু মালেহ মোহাম্মদ নসির হীর ততক্ষণে রাষ্ট্রের কমতা দখল করার প্রত্যাব হেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিরকে সামরিক অভ্যুত্থান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রের কমতা দখল করার প্রত্যাব হেন।

শেখ হাসিনা তার নিজের প্রত্য থেকে এবং তার মল জাওয়ারী লীগের প্রত্য থেকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিরকে কু করার ব্যাপারে সর্দির নিষেধ সমর্থন ও সাহায্যকার সাহায্য-সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দেন। ১৯৮২ সালে সিদ্ধিহী সরকার উৎখাত করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে ছোজরে আত্মরূপ তুলিছেছিলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬-এর মধ্য জানুয়ারীতে শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান





পুলিশের লাশ চাই ও (শিট) টা খিলিটাবির লাশ চাই।

পুলিশের লাশ চাওয়া বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মতন কিছু নয়। ছাড়াও বহুবন্ধু তিনি পুলিশের লাশ চোবায়ন। কিন্তু আজকের মতো এত অনুগ্রহমকতা একটা নাটকীয়তা করে অর্জিত করনও তিনি পুলিশের লাশ চাননি। বরং তিনি (শেখ হাসিনা) থাকে যথোই বলতেন পুলিশের লাশ চাই পুলিশের লাশ চাই। 'কতু আউট' নির্দিষ্ট করে বলতেন না। যুগ কড়া কাবও কলতেন না। হঠাৎ কিছুকিছু করে কথাগুলো ফলাত থাকতেন। বহুবন্ধু শেখ হাসিনা বিভাবিত করে পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই কলতেনও কেউ তা উনত না তা নয়। উপস্থিত সকলেই তা উনত। কিন্তু কেউই তা ওকলু খত না একে পালন করত না। জননেত্রী শেখ হাসিনা পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই কথাগুলো হাওয়ায় উল্লস ছেড়ে দিতেন। আর উপস্থিত সকলেই তা-ব শেখ হাসিনার। ন'ট হাওয়াতেই কথাগুলো খিলিয়ে থেকে দিত। কিন্তু শেখ হাসিনা যেন যেকই একন কিছু ঘটনের চানাই কথাগুলো বলতেন। অথচ কেউই শেখ হাসিনার কথা পালন করত না। পুলিশের লাশ চেনে না। আর সেই জনেই আঁক ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এক অনুগ্রহমকতা আর এক তাৎপারীর লংগেণ পল্লবের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনা ১০টা পুলিশের ৫টা খিলিটাবির সেরানিয়ারি লাশ চাইলেন। একটা খিলিটাবির মাতে কাম প্রবেশ করত। শেখ হাসিনার দুখানকা চাই। হাদুর বব সেরানিয়ারিওও ছিলে। আবুল হাসিনাও কাপুটার (বর্তমানে জাতীয় সংসদে সর্বকারী মলের টাক চুটপ) বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিকতেন পুলিশ ৫০০ (শিট)। টাকার নগদ ১০টা। কালি খানে ৫ লক টাকা ফেল দিতেন বলতেন, এই নগদ, বাত কমিটি লকবায়িত কর। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বানতাব বাস খোক ইতটাকা হয়ে বিতেন ৩৩০ মিনিটে লাফপথের সমাবেশের মাতে উতলেন। সমাবেশে হাজির ছিলেন লোক জমায়েত ৫০০০। তিন টার জন মেতার বক্তৃতালাগে শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতাও ওকলোর খিলি বলতেন। আমরা প্রবাসময়ী লকলগ জব্বার বালতবুর খিলি নিচে ঘর। আপনায় সকলেই মিছিলে আসে নেরন।

বহুবন্ধু কন্যা যেই একথা কলতেন তার অর্থমিট চুটপির থেকে বোঝা গটক। গলি শুক হল। মুকুর্ভের যথো সমাবেশ জনতা মিছিলও কলতেন। হাদ কে কোথায় গেল তার কামস লাওয়া গেল না। সমাবেশে জনতা লাগা পূনা হাওয়া গেল। হাওয়া নতাকা লাড়ি কি হাব করে মজ থেকে লাফায় পড়ে পালিয়ে গেল। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অ'হি করে মজ থেকে লাফিয়ে খানখি ৩২ মকরে বহুবন্ধু ওকলেন নিয়ে বাওয়া হল। লকলগের হাওয়ালাগে নেতরা কেউ কারো চোয় কর লকলেন না। এমন কি বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার থাকর লাড়ি নিয়ে থাকতে সেটা হাফল। এই অবস্থায় মিছিলে লাড় বাওয়া এক নেতা (বর্তমানে হুজি) ওকল শেখ হাসিনাকে) হাওয়া থেকে নিচে ফেল দিয়ে পালিয়ে যায়।

সমাবেশ ও প্রায়ানময়ী বলেলা জিবর বালতবুর অর্জিতের খিলি করলি বাই ২৫ পরে লোলহোলের কাবাম পুলিশ সেনাবাহী কোড পল্লব প্রিন্সের ইক কি হোয়াত খানব চন চলচল বজ করে দিল। কলবাহার কোড খানব ৫৫৫৫৫৫ হাউকে লাড়া বি আর টি সিত দুটি মোকলা হাস, খিলি ট্রাক খিলি লকলগ লাড়ি লাড়ি প্রাইটটি কর, চকটি বোটা খিলি দুটা। একে খানখি নকিলের সাগনে প্রায়বক লেটল। লকল বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিকতেন বহুবন্ধু ওকলর টাক কলকারী সিত আতল লকলগ হাওয়ালাগে হাওয়ালাগে খিলি মেওয়া হল। শেখ হাসিনা খানখি বাওয়ালাগে সাগনে নিক মুতে একটা কুটারে কেবী টি লা। আতল লাফায় দিলেন।

## বেইমানটা আসতেছে

বেগম খালেদা জিয়ার দল কিএনপি ১৫ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের দিন ছোট কেন্দ্রে ভোটের উপস্থিত করতে না পারায় একদিন পর্যন্ত কিএনপিও পক্ষে থাকা রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন ও অন্যান্যরা এখন প্রকাশ্যে বিএনপির বিরোধিতা শুরু করে :

১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তার ৩টা খানমতি ৫ নম্বর প্রোডের বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বরের বাড়ির ঊল্লংঘে সন্ধ্যা ৮-৯৩৭৭৯ টেলিফোন বেজে ওঠে ফোনটি রিসিভ করে হ্যালো বলতেই, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল হ্যালো, আমি হাসিনা, হাসিনা কোন হাসিনা?

আমি নগরের সভাপতি হাসিনা, চাকার মেঘর :

আসসালামু আলাইকুম হাসিনা জই, আপনি?

হ্যাঁ আমি :

আপনি কে?

আমি ....

ও ভাল আছো জাই? জি ভাল আমি একটু নেত্রীর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম কনানারী বলতে পারি নি, জাই এখন একটু কলতে চাই নেত্রীকে একটু সেওয়া দায়।

জী ধরেন দেখছি নেত্রী কোথায়

বঙ্গবন্ধু কন্যা আস্ত পেয়ে বসিনে হাত ধুছিলেন কন্য হলো আলা মেঘর কোন কারেছে

নেত্রী হাত মুছতে মুছতে ফোনের দিকে হেঁটে এগিয়ে আসতে বসলেন, হাইড্রাফন জাই তো চেষ্টায়ে সিটি করপোরেশনের মেম্বর?)

না চাকার মেঘর

জেনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জয়তে দিলে আপন খনেই বলে উঠলেন, বেইমানটা! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন পড়ীর ভাবে কিছু একটা ভাবলেন মনে হয় ফোন ধরবেন জি ধরবেন না চিন্তা করলেন স্বাধীন দীর্ঘ শান্ত এগিয়ে এলেন ফোনটা ধরলেন, হ্যালো না না এখানে না এখানে না বাকিল আসেন (বকিল মানে ধানহাতি বাকিল নগরে বঙ্গবন্ধু ভবনে) পিএএ জাহাঙ্গীর আসেন পবিত্র জাহাঙ্গীর বসেই অলোচনা করি

হ্যাঁ, এজুনি আসেন, হ্যাঁ, আপনি না আসা পারি আমি আছি

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টেলিফোনটি রেখে দিলে বললেন, চল চল বকিলে যাই বেইমানটা আসতেছে চল বকিলে যাই :

সবাই মিলে খানমতি বকিল বঙ্গবন্ধু ভবনে যাওয়া হল। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটের বাইরে রাস্তায় পায়চারী করতে লাগলেন আর চাকার মেঘর হোদাওয়দ হাসিনার অপেক্ষা করতে লাগলেন মিনিট বিশেক পরেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা লাগানো জীপ গাড়িতে করে চাকা সিটি করপোরেশনের মেম্বর হাসিনা বকিলে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে এসে পৌঁছল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এগিয়ে গিল্প দিল্প হাতে মেঘর হাসিনার জীপের মহুজা খুসলেন আর বলতে লাগলেন, এই যে আগামী দিনেই এল জি আর জি মিনিটার এল জি আর মিনিটার ছাড়া কি চাকার মেঘর চলাতে পারে? এল জি আর জি মিনিট্রি তো আপনীর আপনিই তো এল জি আর জি মিনিটার

এই কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মেঘর হাসিনাকে জীপ গাড়ি থেকে নামিয়ে

এনে উপস্থিত সকলের সাথে যেহে হান্নিকে দেখিয়ে এই যে আপাতী দিনের এল জি আর জি  
মিনিটার বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মুখে এই কথা শুনে যেহে  
মোহাম্মদ হান্নিক খুশিতে ভগমগ হয়ে বলল, মেট্রী বা বলেন, মেট্রী বা বলেন

## নারক, মন্ত্রী ও জনতার মক

আবদুর রেহা হান্নিকে বঙ্গবন্ধু কন্যার অফিস কক্ষে এনে শেখ হাসিনা বললেন, এই মিষ্টি  
আনো, মিষ্টি আনো, হান্নিক চাইকে খিটী খাওগে।

মিষ্টি খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহানায়ক তার আশ্রিত হলেন নারক।  
নারক না হলে কি চলত সারা দেশ ভর্তি এখন বঙ্গবন্ধু আছে নারকের দিকে। মানে আপনাত  
দিকে নারকবাদী ভাবে আছে আপনাত দিকে আশ্রিত এই পর্যন্ত এনে দিবেছি, এখন আপন  
কিনিসিং দেন এখন আপনাত পূর্ণা আপনাত নারক আপনাত হাতের সব আশ্রিত হাতে আর  
কিছু নেই আশ্রিত বা ছিল সব আশ্রিত করছি আপনাত যেহে আপনাত নারক, এখন আপন  
কিনিসিং দেন এখন আপনাত আশ্রিত কিনিসিং হবে না। আপনাত হাতেই কিনিসিং হবে বলেই  
কেনা এখনও বাকি আছে

আপনাতাই তো বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুক্তির লোক বঙ্গবন্ধু করিয়েছেন, আপনাতা যদি সেদিন  
আশ্রিত পিতাকে আশ্রিত না দিতেন সাহায্য সহযোগিতা না করতেন তাহলে কি আশ্রিত পিতা  
শেখ মুক্তির থেকে স্বাধীন পিতা হতে পারতেন। এই আপনাতা চাকার মানুষেরা করিয়েছেন  
আশ্রিত আশ্রিত হাতে, আমাতক হান্ন আপনাত সাহায্য না করেন আশ্রিত কি করে বন্ধ হবে। আশ্রিত  
আশ্রিতকে কেউ কেউ নেই আপনাতই আমাত হাই। আশ্রিত আপনাত বোন আমাতকে আপনাত  
সহযোগিতা করেন আশ্রিত কখনই আপনাত মক তুলে না। আপনাতক হান্ন চলে না  
চাকার রেহা মোহাম্মদ হান্নিক ফাল, হ্যাঁ মেট্রী আমাতকে এক মাস সময় দেন, আশ্রিত খালেক  
জিহাদকে ফেলে দেব

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, না, একমাস সময় দেওয়া বাসে না আপনাত পনের  
দিনের মধ্যেই ফেলে দেন

এই বৈঠকেই ঠিক হল জেনারেলের সামনে দুই মক তৈরী করে এবার থেকেই যতক্ষণ বেগম  
খালেদা জিয়ার পতন না হয় দিন রাত ২৪ ঘণ্টা দুই ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া  
পরবর্তী সময়ে নাট্যশিল্পী ও টিভি খবর পাঠক বাসে শুদ্ধমনের ও নাট্যশিল্পী পিছু  
বিশ্বাসযোগ্য এই মকক নাম দেন জনতার মক।

জেনারেলের সামনের এবং সচিবালয়ের উত্তরের জেনারেলের পোস্তর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত  
অর্ধাং পল্টনের মোড় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত বন্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ করে গোড়া হাকুমাসে বিশাল  
মক তৈরী করে প্রতিদিন চলতে থাকবে গন-বাংলা বন্ধতা আরম্ভি উভয়। এক পর্যায়ে  
এই মকে এসে যোগ দিল সচিবালয়ের কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ সবই চলতে  
নাগাল ঢাকার যেহে শেখ হাসিনার জায়া নারক ও আপাতী দিনের এল জি আর জি মন্ত্রী  
মোহাম্মদ হান্নিকে নেওড়ে

## শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিয়ার মুখোমুখি বৈঠক

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, সর্বম সঙ্গম একতমের অধিবেশনে বিল্ডি হতে সংবিধান  
সংশোধন করে জাতিবাহক সরকারের অধানে নিয়ন্ত্রণের বিধান করে সর্বম সঙ্গম বিলুপ্ত বা

কাঠিন্য ঘোষণা করল এবং আগামী ১২ই জুন ১৯৯৬ ইংরেজিতে সার্বমুখী সংসদ নির্বাচনে এর সার্বমুখী ঘোষণা করল এবং সুপ্রিম কোর্টের সংরক্ষিত প্রথম বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হল।

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান (এরশাদ আমলের) অতসন্ত্রান্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সফদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সালাম (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এমপি ও সেক্রেটারি জেনারেল) এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম-এর সাথে আলোচনার প্রস্তাব পঠান। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশিল্পী সূফ্যুর নাহার লতা (বর্তমানে অমরতিকা সিন্ধু) ও সাবেক স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর নাসিম জেনারেল জেনারেল নাসিমের সাথে শেখ হাসিনার বৈঠকে অয়োজন করে।

নাট্যশিল্পী লতা ও তার স্বামী মেজর আবু নাসিম কন্যার কুমসুম ছিল। ১১৭ কন্যা ব্রক-ই. রোড ৪ এর চায়-মের সিবিআর ৪ তলা তখনও ওর ওয়ার কামার শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের হৃদয়বিধি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম এবং তার সৈনিকদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। কন্যার সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম শেখ হাসিনাকে সার্বিক সাহায্য সরবরাহকারী পূর্ণ জাহাজ দিতে বলে, তাপনি শেখ হাসিনা) চাইলে এখন মোক সেনাবাহিনী আমন্ত্রণ নির্দেশই চলবে।

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, এটা যদি সত্যি হয় তবে ভবিষ্যতে আমিও আমন্ত্রণ নির্দেশই চলবে।

এই বৈঠকের পর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরামর্শ ও নির্দেশেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন।

## নৌকা : দুর্গা দেবীর বাহন

১৯৯৬-এর ১২ই জুন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী ঘোষণা দিল। আওয়ামী লীগও যখন যখন দিল। মোকামলক্ষেত্র তিনটি আসন এবং বাগবহাটে দুটি আসনের মোট তেরটির প্রার্থী প্রার্থী পতাকা ভেটিক হিন্দু সম্প্রদায় স্বাধীনতার কারণেই এই লড়াই আসনে আগামী লীগ-এর নৌকাযাত্রী প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন দলের অন্য কোন মার্কার প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই এবং যেমনভাবেই বিজয়ী হয়নি এবং এতেও না ১) মোকামলপুর ও কাশিয়ারী ২) মোকামলপুর ও কাশিয়ারী ৩) টাঙ্গিলা ও কোটালিপাড়া ৪) মোকামলপুর ও কাশিয়ারী হাট ৫) বইমামাটা ও মোকামল এই ৫টি পাঁচ আসনে যতদিন পর্যন্ত পঞ্চমটি পতাকা হিন্দু সম্প্রদায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌকা মার্কায় একত্রিতভাবে 'হাট' হতে থাকবে। এই পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের একত্রিত কোন কাজ করতে হয় না যে কোন প্রার্থীই হোক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৌকা প্রার্থী টিকিট নিম্নেই সে যে তেইই যাক ৭৫% ভোটে বিজয়ী হবে। এই ৫টি আসনকে বলা হয় 'চলার আসন' বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দয়া করে যাকে এই আসনের আমন্ত্রণ দিচ্ছি। তিনিই এই আসনের জনপ্রতিনিধি বা স্বাধীন সংসদ সদস্য জন্মই এমপি। এই আসনের মোকামলপুর এবং কামারী একজন প্রার্থী বৃদ্ধ হিন্দু লোককে



কেন আশ্রয়ী নীলকে ভোট দেন জানতে চাইলে, ঐ প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোকটি বলেন, আমরা আশ্রয়ী নীল টিপ বুঝি না। আশ্রয়ী নীলকে ভোট দেই না। আমরা ভোট দেই নৌকার অর্থাৎ নৌকা মার্কায় ভোট দেই।

নৌকা মার্কায় কেন ভোট দেন জানতে চাইলে তিনি বলেন বারে, নৌকায় ভোট দেব না। নৌকা যে দেবীর বাহন। মা দুর্গা দেবী এই বাহনে। (নৌকা) চড়েই স্বর্গ থেকে ধরায় এসেছিলেন, অসুর-পাপিষ্ঠ। কে মন্বন করত জন। আর আমরা যদি মা দুর্গার বাহন নৌকায় ভোট না দেই, তাহলে দেবীর বাহনের অমরীদা হবে। মা দুর্গা প্রতিসম্প্রদে দেবে। এ জন্য দেখেন না, ভোটেই সময় আমরা সকলেই দিয়ে, মা দুর্গা দেবীকে বুশি করার জন্য মা দুর্গা, মা দুর্গা বলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসি। একজনও বাদ যায় না। সকলে শিশু নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে মা দুর্গা অসন্তুষ্ট হবে। আমাদের কামনা হবে শুই বত কাম থাকুক, যত কামেনাই থাকুক, কোন বকমে শুধু ভোটকেই যেতে পারেনই হলো। আমরা সকলেই গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসবো।

## রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি

এই অঞ্চলের ৫টি আসনের ৩টি আসনে শেখ হাসিনা বহু আর ১টি আসনে শেখ হাসিনার মুকাত্তা ভাই শেখ সোহিল এবং মোকসেমপুর-কাশিয়ানীর উপর আসনটিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু কথা দিওয়ান নিয়ন্ত্রণ থেকেই যেতে পড়ে কথা দিওয়ান। প্রতিদ্বন্দ্বী রহমান বেটিকে নানা ধরনের কান্ড দিয়েছে, আর কান্ড শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গবন্ধু, তোমাকেই আমি (শেখ হাসিনা) মোকসেমপুর-কাশিয়ানীর এমপি বানাব। প্রতিদ্বন্দ্বী রহমান বেটিকে তাঁর মামাএকটি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন, তোমরা আমাদের জন্য যা করতে এবং যা করতে আর যা আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তোমাদের কথা কোম দিম ভোলা যাবে না। তবে বেটিকে (মতিয়ুর রহমান বেটু) আমি মোকসেমপুর-কাশিয়ানীর এমপি বানাব।

কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা রাখেন না। ওয়াদা রাখেন না। কথা দিয়েও তিনি (বঙ্গবন্ধু কন্যা) কথা রাখা করেন না। ওয়াদা করে ওয়াদা করে রাখেন, ওয়াদা সত্য করেন। যদিও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু অসংখ্যবার বেগম জিয়াব উদ্দেশ্যে বলেছেন, ওয়াদা সত্যকারীকে আশ্রয় পছন্দ করে না। শুধু মতিয়ুর রহমান বেটু কেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনোমুহুর দিলেন মা সত্যের হাতনেতা। জাঙ্গী এবং সব নেতা ইসলামত কামির গায়া, আবুল হাসান, মুকুল হোস এদের কাউকেই তিনি মোকসেমপুর-কাশিয়ানী থেকে মনোমুহুর দিলেন মা, তিনি মনোমুহুর দিলেন এমন একজনকে যার বিরুদ্ধে সমস্ত রাজাকারীর অভিযোগ আছে।

কথিত আছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদ বাহিনীর বোগসাজ্জে সমস্ত রাজাকার হত্যা হল। তাদের বাড়ীতে রাজাকারের ক্যাম্প বানিয়েছিল এবং ঐ অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ে অনেক বাড়ীঘর জালিয়েছিল। তিনি (লেঃ কর্নেল ফারুক, প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা শাহান খানের দুঃসম্পর্কের ভাতিজা বাংলাদেশ স্বাধীন ইত্যাদি পত্র তিনি রাজাকারীর অভিযোগে বাড়ীঘর ছেড়ে পা দিয়ে যান। পরবর্তী কোন এক সময়ে সম্ভবত ৭২/৭৩ সালে ফারুক থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। ২৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকুরী করে জেনারেল এমরানের সাথে লাইন করে সাপ্লাই

কোরে পোড়িই নিয়ে হাতের টাকার পয়সা কাটান। হজিরুর বহমান বেটী, ইসমত কানির লামা আবুল হাসান, মুকল রোস এবং সকলেই দুটিহোতা। এই দুটিহোতা ও জাফী মোকামের দাম নিয়ে বসবস্তু ফেলা। শেষ হারিসন মোকামের পুত্র-কানিয়াদী থেকে মনোমত দিলেন ৭১ এবং হাজাকর এলগিয়ার এ আসা লেঃ কনক হাজাকর হাজারে কিছু কেন? মেন-বাইনীতে চাকরীকৃত অবস্থায় আসে শেষ উপার্জনত তথ্য থেকে লেঃ কনক হাজার দাম বসবস্তু ফেলা শেষ হাসিনাকে এক কোটি টাকা মেন এবং এই লক্ষ টাকা মন-বাইনীতে শেষ হারিসন মোকামের পুত্র কানিয়াদী আসনটি এলগিয়ার এ হাজাক লেঃ কনক হাজারের হাজাকর হাজারের কাছে বিক্রি করেন।

## हिन्दुवाहि आभार वन उज्जवा

বসন্তকু কন্যা লেখ হাসিনা হেদিন আশরাফী নীলময় মহামানুষৰ বোষণা কৰিলেন সোঁতলৈ তিনি  
নিজৰ খোট ৪টি আসন খোজ নিৰ্বাচনে প্ৰতিদ্বন্দ্বতাৰ যোগেৰা সেনা পোনপটগাজেৰ ১টি  
বাগেদহাটৰ ১টি এক ঢাকৰ জেমাৰ খোজ ১টি। এই খোট ৪টি আসন খোজ লেখ হাসিনা  
নিজৰ নিৰ্বাচনে প্ৰতিদ্বন্দ্বতা কৰাৰ যোগেৰা নেওচৰ প্ৰভাৱ লিলেই বসন্তকু কন্যা লেখ হাসিনা  
ঢাকৰ জেমাৰ আসন খোজ তাৰ প্ৰতিদ্ব হতাশৰ কৰে নিলে, ঢাকৰ মেহৰ মোহাম্মদ  
হানিয়েৰ নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা জনসনটো লেখ হাসিনাক কৰোঁৱ কৰে বুলেন আপনি  
পোনপটগাজ আৰ বাগেদহাটৰ পুৰ্ণিলাকু মহামতি কৰাৰ উপলক্ষে ৪টি আসন খোজ  
দাঁতালেন অথচ ঢাকৰ একটি আসন খোজও নিৰ্বাচনে নীতালেন ন ৪টি আসন খোজ ভো  
আপনি দাঁতালৈ নাৱেনই। খোজল কিয় ৪টি আসন খোজ দাঁতালৈ, আপনিও ৪টি আসন  
খোজ দাঁতালৈ আপনি আহমেদ মেহী, আপনি অমৃত ঢাকৰ দুটি আসন খোজ নিৰ্বাচনে  
দাঁতালৈ

[illegible]

কমবন্ধ কন্যা বললেন দুঃখভঃ হিন্দুদের সাথে কোনোটো পুত্রটো লগ্ন্য দাঁড়ী আদীটো বজ্রন মিজর  
লোকলজর দিয়া তাজিয়ে গতিয়ে কোন বজ্রন বজ্রন আসে। হিন্দু না হাজলে আমি আশ্র  
দল ঠিট। এক আসনেও জিততে পারব না। হিন্দু না হাজলে আমি আশ্র  
পারে এই জমাই তো আমি এক আশ্রানন সম্রাট কং জমাইদক সরকাব আসর কর্তে  
হিন্দুই আসর ক। হিন্দুই আদার হজল

নির্ধারিত প্রচেষ্টার কাজে লক্ষ্য রাখার জন্যই সারা দেশে সেন্টার থেকে কার্ট কেইন বানান এবং মেয়াদ শিথিল করে দেয়া কোথাও এতটুকু বাসি কতকা নেই হাঠাৎ রাতে চলেছে মিটিং আর মিছিল।

মৈন্য বাম্বালায় নির্দেশ দিয়ে চম্পট

[illegible]

এখনও বাক্যকু কন্যা হামিমা টাউন্ডে হাউ বাতেন কিসের সন্নিধান। কিসের সন্নিধানী।  
যদি যা কন্যে জেনেহেন মসিহাক হাই মন্যক দেবে জেনেহেন মন্যক জাঃ ক কথা মন্যক,  
জাঃ যা কন্যে জাঃ যে মসিহাক মন্যক মন্যক সে মন্যকই মন্যকমসিহাক মন্যক মন্যক  
মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক, মন্যকমসিহাক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক  
যা মন্যকমসিহাক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক  
মন্যকমসিহাক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক  
মন্যকমসিহাক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক  
মন্যকমসিহাক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক মন্যক

[illegible][illegible]





কন্যাকে বললেন, মেট্রী ২ চারট করে দিনে ৩ বার এই ঔষধ খান, দেখবেন সর্দি চলে যাবে, শুলশুলি কাশ চলে যাবে, পলা আসবে না, মশর ধরা চলে যাবে। রাস্তে ভাল ঘুম হবে। একজন বলল, হায় হায় এটা তো ফেন্সিডিন আপা, এটা খেয়ে মানুষ নেশা করে।

মালেক ভাই এটা আপনি কি আনলেন?

ডাঃ এস এ মালেক বললেন, রাথ তোমাদের কথবার্তা মেট্রী, এই ঔষধ আমাদের মেলেই ছিল আমরা কত প্রেসক্রাইব করেছি এটা দুইই কার্যকরী এবং ভাল ঔষধ। রেশান আমলে শুধু শুধু এই ঔষধটা ব্যাড (নিষিদ্ধ) করেছে। মেট্রী আপনি খেতে দেখেন, যদি আপনার অসুবিধা দূর না হয়েছে তবে আমাকে বলবেন।

এটা '৯২ সালের প্রথম দিনের কথা। এরপর খেতেই ২ চারট করে দিনে ৩ বার আর ফেন্সিডিন মিটিং থাকে কনসল্টা থার্ড বক্তৃতা থার্ড সেদিন ৫/৬ চারট করে দিনে ৩/৪ বার এমন কি চায়ের সিকাবের সাথে মিশিয়ে কনসল্টা থার্ড নিয়ে পলা ঠিক যাবার জন্য একতর আগমুহুর্ত পর্যন্ত লগা বক্তৃতা হলে বক্তৃতার মাঝে মাঝে শেখ হাসিনা ফেন্সিডিন খেতে লাগলেন।

এভাবে বছর দুই/তিন মেট্রী নির্যমিত প্রতিদিন ফেন্সিডিন হোলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আর ফেন্সিডিন ছাড়তে পারলেন না। যখনই তিনি ফেন্সিডিন ছাড়ছেন তখনই পুরানো সেই রোগ ব্যর্থি সার্দ, পলা শুলশুলি বক্তৃতার সময় পলা ভেঙে যাওয়া, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি আবার পেয়ে আসে।

ডাঃ ডাঃ এস এ মালেক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নির্যমিত ফেন্সিডিন দিতে থাকলেন আর নোটাও খেতে থাকলেন।

একসঙ্গে কন্যা শেখ হাসিনার সমোযোগ আকর্ষণ করে কন্যা ফিজেস করা হলো আপা ঢাকার খবর কি।

মেট্রী কার্যকরী সুরে বললেন, কেউ কহো নরি হুগু সফানে সমান।

ডাক্তার বললেন, দিনে একোটা লাগিয়ে যা হব বক। আর মেট্রীর অনেকগুলো পলসলতা আছে পথসলতা মানে রাস্তার ধারে জনসভা মেট্রীর ডাক অনেক বক্তৃতা করতে হবে। পলা গরম রাখতে হবে। পলা এসে গেলে বা ভেঙে গেলে বক্তৃতা চলেবে না। আবার এদিকে ঢাকার পরিস্থিতি গরম। তাই আজ একটু বোন ফেন্সিডিন খেতে চলে। কোলা ১১টায় কক্সবাজার-এর জনসভা শুরু হলো। এর মধ্যে ঢাকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অবনত ঘটায় সংবাদ এলো, রাষ্ট্রপতি আঃ রহমান বিশ্বাস এবং জেনারেল নাসিরের এই সংঘাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কার নিয়ন্ত্রণে এটা বোকা যাচ্ছ না। তবে সফতার ও গাড়ীপূর ক্যান্টনমেন্টে যে রাষ্ট্রপতি আঃ রহমান বিশ্বাসের পক্ষে এটা বোকা পেল এই কারণে যে, জেনারেল নাসিরের নির্দেশে ঢাকা অর্ধমুখে আসা যশোর হুগু, বক্তৃতা এবং মহানসিহ ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের প্রতিরোধ করার জন্য নবম পদাতিক ডিভিশনের ফির্ভানি মেজর জেনারেল ইছমুজ্জামান এর নির্দেশে সাতার ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকেরা আটকা ঘাটে অবস্থান নেয় এবং ফেরী চলাচল বন্ধ করে দেয় ও নদী পার হওয়ার অপেক্ষার খাতা নৌকাদিগা এবং নগরবাহি ঘাটের সৈনিকদের নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতে চুপিয়ে দেখা হবে বাক সমাবেশের মাধ্যমে প্রশ্রয়ান করে দেয়।

এদিকে মহানসিহের পক্ষ আসা সৈনিকদের রক্তাক্ত ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ীপূরের সৈনিকরা আটকিয়ে দেয়। কুমিল্লার মহানসিহ, চিটগাং, বাম্বাবন প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা বোকা যায় না। শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে ৭টি পথসলতা বক্তৃতা করেছেন। ঢাকা যেতে খবর এলো, ঢাকার রাস্তায় ট্যান্ড নেমেছে কিন্তু কার পক্ষে নেমেছে বখাং লড়াইয়ে কে জিতেছে?

জেনারেল নাসিম না রাষ্ট্রপতি আঃ রহমান বিশ্বাস। এটা কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পৃথকভাবে কর্মসূচী বাতিল করে দেন এবং কোথায় পালাবেন সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ বলেন টেকনাফে, কেউ বলেন বান্দবাবাদে, কেউ বলেন চিটাগাং এ।

আগুয়ারী নীলের স্বাক্ষরবানের কঠোর অমূল্য বীর বাহাদুর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বান্দবাবাদে নিয়ে যেতে থাকেন পঞ্চমধ্যে চিটাগাং সিটি কংগ্রেসশানের বেয়র অফিসিয়ান, বর্তমানে শেখ হাসিনার শ্রম মন্ত্রী মান্নান, বিমান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন শেখ হাসিনাসহ সকলকে চিটাগাং সংকীর্ণ হাউসে নিয়ে গেলেন। চিটাগাং সংকীর্ণ হাউসের ছি ডি আই কয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, মেয়র মাইউদ্দিন, চিটাগাং আগুয়ারী নীল সভাপতি বর্তমান শ্রম মন্ত্রী মান্নান, কেন্দ্রীয় নেত্রী এম্বোডোকেট সাহারা খাতুন কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোস্তফা জালাল মাইউদ্দিনসহ কয়েকজন বনে টেলিভিশন দেখছেন। শেষের এই সংকীর্ণ মুহুর্তে কর্মবীর কি সে বিষয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেমতুম নিশ্চল। টেলিভিশন দেখা ছাড়া এই সংকীর্ণ মুহুর্তে আর যেন কোন কাজ সেই শুধু ঢাকার একটি কোমর করে শেখ হাসিনা প্রেহানায় বাসা ছেড়ে থাকা জয়গায় থাকবে কথা বলেই নিশ্চল, নির্বিকার। এম্বোডোকেট সাহারা খাতুন ডিটেক্স করলো। নেত্রী আমাদেব করণীয় কি।

নেত্রী উত্তরে অমিতা অমিতা করলেন। ঢাকা থেকে আসা নেত্রীর সমন্বয়ী মটর সাইকেল আরোহী বললো আমাদেব এখন উচিত জেনারেল নাসিমের পাশে মিছিল বের করা। এম্বোডোকেট সাহারা খাতুন জিন্সে চাইলেন, 'ক' জন্য জেনারেল নাসিমের পাশে মিছিল বের করা উচিত।

এ জন্য মিছিল বের করা উচিত জেনারেল নাসিম বৈদ্যপতি রাষ্ট্রপতি আঃ রহমান বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি মানে বৈদ্যপতি প্রতিশ্রুতি।

জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনী প্রধান করে রাখতে পাবলে সেনাবাহিনীতে ঢেক এও গ্যালেস থাকবে। আর জেনারেল নাসিমের লতন ঘটলে বৈদ্যপতি রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের সেনাবাহিনীর উপর একক কঠোর প্রতিশ্রুতি হবে। ফলে আগামী ১২ জুনের নির্বাচনে এর লড়াই পড়বে। সিক আছে নাসিমের পাশে মিছিল বের করুন ফলেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যেতপক্ষে ঢেকে পড়লেন। চিটাগাংয়ের মেয়র মাইউদ্দিন, সভাপতি মান্নান মিছিল বের করতে অব্যাহত প্রচেষ্টা করলে হাসান মিছিল বের করার জন্য চাপাচাপি করলে তারা বলেন, এখন কোথায় লোকজন পাবে মিছিলের প্রোগ্রাম কি হবে।

ঢাকা থেকে আগত নেত্রীর সমন্বয়ী মটর সাইকেল আরোহী বললো, বে, কোন কিছুই বিনামূল্যেই মিছিল করতে হবে। নইলে ১২ই জুনের নির্বাচনে আবার কর্মচারী যেতে চান। জেনারেল নাসিম যদি নাও টেকে, নাসিমের বন্ধু লতনও হয় তর্কালি মিছিল বের করে প্রোটেক্ট (প্রতিবাদ) বজায় রাখতে হবে। আন্দোলন মিছিল বের করুন। মিছিল প্রোগ্রাম দেবেন, জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ আঃ রহমান বিশ্বাস নিশ্চিত যাক। এই পর্যায়ে মাইউদ্দিন আর মান্নান বাইরে যেয়ে কয়েকজন লোকের একটি মিছিল বের করে সংকীর্ণ হাউসের চাকলাশে গুললো। টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণ শুরু হলো। শেখ হাসিনা ভাষণ শুনে বলেন, শুধু বঙ্গবন্ধু সরকার কোমর হারিয়ে রহমান কোমর। আলোচ্য জিয়া ২৪ ঘণ্টা সংসদে আসে থেকে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে যে, কর্মতা আসলে গুলের হাউসই হয়ে গেছে। আমরা তার কিছুই বুঝিনি।

[illegible]

শেখ হাসিনা আবার বেডরুমে চলে গেলেন। ঢাকা থেকে আগত সম্মানসূচী মটর সাইকেল আরোহী ঢাকায় কোন করে তার ঘিকে কলসো ছুঁষি যাও জাওয়ামী লীগ অফিসে এবং জাওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের বাসায়। যেহেতু বস বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছে, মিছিল করে করতে এক মিছিলে প্রোগ্রাম দেবে, ফেনারেশ নাসিম জিন্দাবাদ। রহমান বিশ্বাস নিশান্ত থাক।

হঠাৎ বেডরুমের বিন্দিভার থেকে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন, এ-ই-এ-ই এই ছাত্রপল চুল আর কিছুই বললেন না। অর্থাৎ মেই। বেডরুমের বিন্দিভার তুলে এতকণে কথাস্থলো আড়ি পেতে শুয়েছিলেন। টেলিভিশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তৃতা লেন্ডী চললেন এবং আবার বেডরুমে চলে গেলেন। বেডরুমে গিয়ে নাজিব ও বাহুউদ্দিন নাসিম বসবস্তু কন্যাকে সাক্ষী হুটস ফ্রোড অন্যত পলিয়ে ঘোত পরামর্শ দিলে। তিনি বলেন, আমি কোম্বা হবো তার চেয়ে বেশি কি হয়। বলেই শেখ হাসিনা পুরো আধা বোতল ফেনসিডিল ঘেয়ে গুয়ে পড়লেন।

মাকরাস্তে মোটামুটি নির্দিষ্ট ২০০৭। যা যা ফেনারেশ নাসিম এ লড়াইয়ে পরাজিত সকাল বেলা জবানবন্দী শেখ হাসিনা বলেন, নাসিম পরাজিত হয়েছে তার হয়েছে। শুকে (নাসিমকে) আমি ফেনারেশ মানে কম্বা নিজে বনোছিলাম ও তখন ডাট দোখয়েছে পরাজিত হয়েছে সিক হয়েছে।

সকাল ৯টার ট্রাফটে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা চট্রাম থেকে ঢাকায় ফিরলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু মাহেদ মোহাম্মদ নাসিম আর বিক্রম বরখার ও মোতার হপেন। এরপর থেকে আবু কোম্বাদিন বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনা ফেনারেশ নাসিমের নাম দিছু। দিঙ্গণও উচ্চারণ করলেন না।

## আবু হেনার আগমন

১১ই জুন ১৯৯৬। নজিরবিবীন মটর খুপন করে জাহীট মাসস নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নর-মাদী নির্দিষ্টে জনগণ বসবস্তুভাবে হাসতে হাসতে ভোটকেন্দ্রে গেল। হাসতে হাসতে সাজাস্বর ভোট দিল। আবার হাসতে হাসতেই হয়ে কিরে এলো। সজাস্বর পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হলে। প্রথম দিকে শেখ আবু জাওয়ামী লীগ বেশ এগিয়ে রয়েছে। রাত ১০টার পর আবার দেখা যাচ্ছিল ফেনারেশ বেশ এগিয়ে রয়েছে।

প্রথম দিকের ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফলে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনাসহ উপস্থিত সকলকে বেশ পুনরিত হতে থাকেন। কিন্তু রাত ১০টার পরের ঘোষিত ফলাফল সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

রাত প্রায় বায়োটার দিকে শেখ হাসিনা তার উপর হামলা হতে পারে এই কথা বলে তার বাসায় উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন। বাইরের সকলে চলে যাওয়ার ফলে শেখ হাসিনার ধানমার্গে ৫৪ নম্বর বাসটি লীগ হয়ে যায়। রাত ১০টার দিকে প্রথম নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু ফেনা অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে বসবস্তু কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসেন এবং প্রায় এক ঘন্টা একান্ত গোপন বৈঠক শেষে চলে যান।

## একমতোর সরকার

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে শেখ মোল জনন্য দলের চেয়ে জাওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি সিট



পেয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে তবু মেহলেমে বিবরণি, জাতীয় পার্টি, জামাত এবং জামদ (বাবের) আ স ম রব যদি একত্রিত হয়ে গঠন করলে আন্তর্জাতিক লীগের চাইতে ১টি সিট বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লীগের ১টি সিট কম হয় সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লীগের পরিবর্তে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাম জামদের আ স ম রব এই কোটী কী সম্মিলিত মনগুলো সবকান গঠন করতে পারে এবং সংসদের সংসদ ৩০টি মহিলার সিট অন্যায়সে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই হিসেব-নিকশের পর শুধু বলতে থাকেন, অতু যেন প্রধান নির্বাচন কমিশনের আমায় সাথে হলনা করলো, হতাবণ করলো। কথা রাখলো না ওয়াদাতো কান করলো না।

এরপর ১৫ই জুন সন্ধ্যা বেলায় শেখ হাসিনা জামদ নেতা এবং জামদের একমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্য আ স ম রবকে নিয়ে যে কোন প্রকারে ফলে বলে কোশলে তার (শেখ হাসিনার) বাসায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন

ধৈর্যচাচারী এরশাদের চৈচ সাপের সর্বস্বত্বের গহনালিত বিবাহী মনোহা নেতা সম্মিলিত গ্যাচ ডক আ স ম রবকে এই সংবাদ দিলে মনে হলো তিনি এমন একটি সংবাদে জনা চাতক পাখির ন্যায় আপেক্ষা করছিলেন শেখ হাসিনা আমায় জামিয়েছেন বদার সঙ্গে সঙ্গে আ স ম রব এমপি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে ছুটে চলে আসেন এর তলায় টি টি আই সি কলম আ স ম রব এমপিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসতে দিলেন মিষ্টি খাবারজন, তারপর বললেন, বব আই আপনাবাই দেশ স্বাধীন করেছেন বাংলাদেশ বানিয়েছেন। আপনাবাই হো জামদ পিতাকে শেখ মুজিবুর থেকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছেন সারা বিদ্যে পরিচিতি দিয়েছেন, এসবের মূলে ব্যাকপাতভাবে আপনাবই অবদানই রয়েছে সব চাইতে বেশি

আ স ম রব বললেন আপনি হো তখন স্বাধীনকৃত ছিলেন এ কারেই প্রাপ্তি জামদ না জামদা কখনই বঙ্গবন্ধু বিলোচিত্তা করতে চাইনি আর আমি ব্যক্তিগতভাবে হো কখনই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করিনি। বঙ্গবন্ধু চার পাশে যাওয়া ছিল এবং আমার সাথেও তটিকয়েক, এরাই আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছিল আসলে বঙ্গবন্ধুই আমাদের প্রকৃত নেতা ছিলেন আমরাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত লোক ছিলেম

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন হ্যাঁ রব জাম আপনাবাই বঙ্গবন্ধু প্রকৃত লোক তাই হো আমি আপনাদের নিয়ে মস্তাসকী গঠন করতে চাই। জামদা সকলে ছিলে সবকান গঠন করে দেশ চালাতে চাই

আ স ম রব বললেন, মনের দিক থেকে হো জনক আপনাই আমি আপনাব (শেখ হাসিনার) নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার প্রতীকি দিয়ে আমি এবং এতদিন হো কেননা আপনাব ডাকের অপেক্ষাই ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাব বিশ্বাসের অমর্যমা অববো না আ স ম রব বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমার কোন ঘাটতি নেই। আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা আপনাকে কি অবিশ্বাস কর' যাবে

উপস্থিত নজিব আহমেদ, বাহাউদ্দিন নাসিম নজিব আহমেদ মানু, কনিজা আতায়েন, এরা সবাই হাসিনার বাবার কুলালকা ভাইদের ছেলে) রাম মোহন দাস সুনজ কাম্বি দাস, আনাম, সেদুদের দিকে তাকিয়ে আ স ম রব বললেন আমি নেত্রীর সঙ্গে একটি একা কথা বলতে চাই। বঙ্গবন্ধু কন্যা উপস্থিত সকলকে বললেন, জামদা এখন বইরে যাও



এসবকু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না না আমি ছাত্রীরা পাঠকে দুটি এবং জামাতকে ১টি মহিলা এমপি দেব।

৪৩শন এরশাদ কললেন তাহলে আর যাই হোক জিনাতকে এমপি করবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, বলিয়ার তো এটা অপমানের ধাপার

৪৪শন এরশাদ সেকা থেকে উঠে সোফা শেখ হাসিনার পা ছড়িয়ে বললেন, জালা আশমি আমির কোন, আশমি দয় করে জামাতকে এই মসিহতে ফেলবেন না আশ্রয় দড়া করে আমার ধর্মীকে উদ্ধার করুন।

৪৫ শাসিনা কললেন, আরে কি করছেন কি করছেন ঠিক আছে, না ছাড়ুন না ছাড়ুন আমি দেব।

৪৬শন এরশাদ বললেন জালা আশমি কন্যা কেন

এসবকু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন ঠিক আছে জিনাতকে এমপি দানার না।

৪৭শন এরশাদ ৩০ শি আই নং কমেব ল'৬১ পার্লেট দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দায়ে যেতে না যেতেই ৩০ শি আই নং কমেব উত্তর পিকের দরজা দিয়ে এসবকু কন্যা শেখ হাসিনা বেরিয়ে জামাতা কন্যা এসে নাচতে মনগলেন, ৩০৫ কলতে নাগালস, বাতবে ছাড়ুন না নাগাইয়। সিমু কাঠার ছাড়ুন না 'জিনাত মুসলিমকে এমপি দান এই

## হানিক এল জি আর ডি মন্ত্রী

আগামী ২৩শে জুন ১৯৯৬ সফা ৭টার বসন্তরনে রট্টপতি জামুর রেহান বিশ্বাসের কাছে এসবকু কন্যা হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লগব নেবেন। সবই কুচ বাত - বাত মন্ত্রী বলেন বলে আশা করছেন তারা সকলেই হুটুও জেনশনে আসেন। খনয়ম এসবকু কন্যা শেখ হাসিনার বাগায়া আসা যাওয়া করছেন মনে মনে ভাবছেন আমি তো মন্ত্রী হবো আমাকে মন্ত্রী সভা থেকে বাস দেব কিভাবে তা সবুও বলা কো বাস না, যে এক-আধজন মন্ত্রী সভা থেকে বাস পড়বে আমের নাম বাবার ঐ বাস বাওত তালিকার নেই কো না, না এ কি করে হুটু আমাকে মন্ত্রী না বানিয়ে পাবেন না আমি মন্ত্রী হু পাব তবে কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ এটা ভাববার বিষয়। জালা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেই লোক বাসার লোক বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনদের কাছে ধনী লেখক কোর তদন্তের চলছে। এসের মাথা একজনই শুধু তদন্তের করছেন না ধনী মিছেক না কারক ভিনিয়তা একহুদেই নিশ্চিত তিনি মন্ত্রী হবেনই শুধু মন্ত্রী হুই নিশ্চিত নয়, মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত এবং সেই মন্ত্রণালয়টা হলো এল জি আর ডি মন্ত্রণালয়। এই মৌলশাবান বাকিটি আর কেউ নয়, তিনি হচ্ছেন হাকার মেহর মোহাম্মদ হানিক। মেহর মোহাম্মদ হানিক এল জি আর ডি মন্ত্রী তো হুইই ভাবেন, এটা তিনি একহুদেই নিশ্চিত তার শুধু পলক সেওয়াটা বাকি। আগামী ২৩শে জুন লগব অনুষ্ঠানটাও হুই হাবে হাকার মেহর মোহাম্মদ হানিকের এল জি আর ডি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদেউ এই নিশ্চিততার কারণ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৯৬ খামসতি ৩২ নং বসবকু উরবে বসবকু কন্যা জামাতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কো মেহর হানিককে এল জি আর ডি মন্ত্রী বানিয়েই বেখোজম এবং মেহর হানিককে এল জি আর ডি মন্ত্রী হিসাব কমানুটনিক ফেলগাও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৯৬ দিয়েছেন। কাজেই মেহর মোহাম্মদ হানিক 'নো চিত হু দুর্ভটতেই' আসেন,

## সবার মুখ কালো

আজ ২৩শে জুন ১৯৯৬ সাল, সন্ধ্যা ৫টার বহুবলনের দরবার কক্ষে রাষ্ট্রপতি আব্দুল বহমান বিশ্বাসের সম্মুখে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসবসু কন্যা শেখ হাসিনা লগ্ন্য বেবেন। খানমহিবু ৫৪নং ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট শেখ হাসিনার ছাড়া ব্যক্তি সবার মুখ কালো। বসবসু কন্যা শেখ হাসিনার নিজস্ব মুকাতো ছাউনির 'ছলনের' নীচের আহাঙ্গন নীচের, নীচের আহাঙ্গন মানু, জামিন আহাঙ্গন এদের সবার মুখ কালো। এমন কালো যেন কালবৈশাখীর কালো মেঘ এসে মুখে ঢর ঢকোয়। এদের অগ্রে চড়তে, চাই বাহ্যিকদিন নাসির সে কো কোর হওয়ার আগেই শেখ হাসিনার বামা ছেড়ে চলে গেছে। ব্যক্তিগত চাকর বাকর জিরন পার্টির দ্বাউটার, বাবুটি, এমন কি সারা দীর্ঘ ১৬/১৭ বছর শেখ হাসিনার সাথে কাকের কাকের শেখ হাসিনার আত্মহবে মতো হয়ে গেছে, শেখ হাসিনার পরিবারের সমস্য হয়ে গেছে তাইনে চোখেও জল, তাদের মুখও তাঁহন মালম জীকন কালো। বসবসু কন্যা শেখ হাসিনা কিছুকাল পর পর শুধু বলছেন 'সবাই এমন শুক কারছে, যেন আমি চলে গেছি' আর হঠাৎকেনে পরেই বসবসু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লগ্ন্য বেবেন। শুধু তার ব্যক্তিগতই নেমে এসেছে তাঁহন গা। শোকেস জায়া বসবসু কন্যা শেখ হাসিনা বলেই ব্যক্তিগত জা, আর কি মরে ব্যক্তি যে সবাই শোক করি করেছে।

শেখ হাসিনার আত্মহবে দুই দিনকেনে এই শোকেস কারক কি জিরন কালো ক রা বলেন, বোনের না, জিনি তো (শেখ হাসিনা) প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন, উল্লত আত্মের তে জাউয়েই নিলেন। আমি জেনি কি হবে। এদের তো তাঁহন জামিনের খেঁজও নেবেন না। আমি যা যে এতো বছর এতো কই করলাম, তা মনেও রাখব না। এলা হলো না না প্রধানমন্ত্রী হয়ে চলে যাবেন কেন। মনে রাখবেন না কাক নিশ্চয়ই মনে রাখবেন।

জা জায়ে বললেন, এখনিও বোঝেন তো 'ক একর দেইমান হুজবন' সমস্য সাউটিং বসবসু কন্যা দরবার কক্ষে হলেস করা হলো। আত্মমন্ত্রী গীপের সময় এমনিবা এসেছেন। নিজস্বপরিচয় এসেছেন 'তন ব্যক্তিগত' প্রধান এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কর্মকর্তাও ও সমস্যান ব্যক্তিগত সবারি এসেছেন।

নতুন পাটলামা পাঞ্জাবি আর হুজিব কোট পরে এসেছেন চাকর মেহর মোহাম্মদ হামিদ। তিনি সাধারণত মুজিব কোট পরেন না। কিন্তু তিনি তো নিশ্চিত তাঁহন আজ মন্ত্রী হুজিব লগ্ন্য নিলেন। বসবসু কন্যা শেখ হাসিনা পর ১৭ই কেরমারী জায়ে (জামিনাক) মন্ত্রী বলে গোচনা দিয়েছেন। কাকেরই 'তন' আর মুজিব কোট পরে এসেছেন তিনি জামিনার মজা তৈরী করেছেন। জামিনা জিয়া সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। জনতার মজা নাতক তো তিনিই। এই সমস্য দিতা দিতা ঢাকার মেহর হামিদ আত্মকের অনুষ্ঠানের মজারশি না হলোও কম জামিনের না।

## আমার সাথে বেসিমানী!

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসবসু কন্যা শেখ হাসিনা লগ্ন্য নিলেন এবং বাংলাদেশের বহু প্রধানমন্ত্রী হলেন। এদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁহন মন্ত্রী সভার নাম ঘোষণা করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাল জায়ে জায়ে মন্ত্রী পরিষদের লিখ বের করেছেন। চাকর মেহর মোহাম্মদ হামিদ আত্ম আত্ম জায়ে জায়ে বেরে উঠছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রী পরিষদের নাম লগ্ন্যতে একটি সময় লগ্ন্য জাকর মেহর হামিদ এখনকারে



আছেন যে তিনি না চেয়ারে বসে আছেন, না বেঁচেয়ে আছেন। তিনি মনে করছেন, চেয়ারে বসে কি লাভ এখনই তো উঠতে হবে ঘরী পরিবারের প্রথম নামটাই হবার চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছেন না এ জন্য যে, দুটিকটু মনে হতে পারে তাই তিনি আধা বসা, আধা দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুজী পরিবারের নাম পড়তে লাগলেন। প্রথম নামটি মেহের হান্নিফের না স্বর্গীয়টি না, তৃতীয়টি না, চতুর্থ না, পঞ্চম না ষষ্ঠ না সপ্তম না অষ্টম না না না, না, না। এরপর মেহের মেহ'হ'ফন হান্নিফ কানার কনায় প্রোভা-দর্শকে ভরা দণ্ডের বক্ষে চেয়ারের দু'সারির স্বাক্ষর দিতে দ্রুত বসেছেন ভাষণ করে বোঝিয়ে যেতে থাকেনো একজন তাকে দিলে থেকে হান্নিফ তাই বলে চলে গেলেন তিনি তাকে দাক্তা মেহের মা'য়ে নিয়ে আমার সাথে বেইমানী। আমার সাথে বেইমানী! বলতে বলতে বসেছেন ত। দু'করে চলে যান।

সমস্যা-শেখ হাসিনা তার বসন্ত যিরে রাতে বসন্ত থেকে বেঁচেছিলেন আজ আমার দু'টি সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী হতে পারার অনেক আর হান্নিফের বেইমানীর প্রতিশোধ নিতে পারার আশা।

পরা-ভী পর্যায়ের মেহের মোহাম্মদ হান্নিফ চ্যাম্বেরিক (বারডেম এ) হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মা'য়েদিক এ'তে এখন ক'উতে স্থান না করেন অপমান করেও পারেন না।

জানপন্ন দাবী করলেন মিনি গভর্নমেন্টের এ'য়ের মেট্রোপলিটন অর্ডারটির কিন্তু না মোসার এ'গোমে'র কিছুই পাওয়া হলো না হুজী'র না মিনি গভর্নমেন্ট না। মেট্রোপলিটন অর্ডারটিও না।

## বেসামাল

সুমানমন্ত্রী বেগম হারিসনা তার ক্ষমতাকে বাসায় ফিরে এসে তার জন্মস্থান সরকারী বাস পছন্দ করার জন্য আশ্রয় স্বাক্ষর করলেন। তক ই'তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য বাসা পছন্দ কর। প্রধানের দৈন্য হলো রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুপকা। তাবপার দেখা হলো এ'গোমে'র আমলে তখন হুজী ম'গো'র দৈন্যত আমলে শেখ হুজী, ক'উ'র সংসদসভা বহল পাশে। তত ২০ কোটি টাকা এ'গো'র নির্মাণ ও নগর ছেঁদার রোডের বাস। তাবপার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পছন্দ মোদগা এ'গো'র আশ্রয় করলেন।

এই চিত্র-ভাষণ, খাফায় স্বাক্ষর করে অনেক অন্যান্য আয়োজনের পর শেখ হাসিনা নগর সফল ভাষণে পশ্চিমা উত্তরে বিবিসি স্টেশনের সড়িকা বিশাল খাত বেগ দু'গো'র নাম করতে পারেন পছন্দ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক'উতে শেখ হুজী'র অ'মলে তাঁর শেখ মুজিবের আফস ছি'ত এ'গো'র স্বাক্ষর এই ভাষণে বন হুজী গণতন্ত্র পুনরায় এই ভাষণের নাম পছন্দ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব'সেছেন ক'উতে হলো।

তারা ক'উতে ১৯৮৬ সাত ৯টার সাত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পছন্দে এসে উঠলেন গণতন্ত্র এসে তিনি সে'র ২য় ভাষণ চলে গেলেন। ২য় ভাষণ শেখার ক'উতে দেখলেন, খাবার ক'উতে দেখলেন, বসার ক'উতে দেখলেন। তারা ৮/১০টা ক'উতে দেখলেন। প্রাণটি ক'উতে ২৬ ইঞ্চি বসিন টৌলিভিশন এবং জত্যধুনিক আসবাবপত্র সূচকরূপে সাজানো। সাত বেশি হুজী'র বিশাল শ্রাসাদের বিশাল আয়তনের নীচতল অংশটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখতে পারলেন না ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন ৪টা ক'উতে ই'দের দিনে ছোট ছোট ছোটদের যেমন খুব ভোরে উঠে গোসল টোপাল সে'র সূচক জামাকাপড় পরে খুঁজার হোলা বেঁচেতে বের হয়ে যায়। ঠিক ঐ রকম

ভাবের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধ চোরে উঠে সবসময় করে গেছেন টেনিস সেরে নতুন শাটী পরে মাঠটা বাজার জাপেরি তার প্রধানমন্ত্রী। কার্যনায়ে চলে গেছেন চিরদিনে দুপুর আর ১টা। গণতন্ত্রের নিচতলায় ঢুকতেই বাংলার জন শিক অর্থাৎ নিচতলার পশ্চিম পাশের ও নথর কামে ঢুকলেন। সঙ্গে ছিলেন চর্চা, ফ্রান শেখ ফজলের মা' এই ও সময় কমটিতে কেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসামান্য হয়ে ফেরে এক চিংড়ার মেন ও রে চা. চিরে এ. জ. ব. ড. টি. বি. ন. কলে লাক দিয়ে শেখ ফজল এমেনের মাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, তইরা ওঠী (মকল আখীর) কে বরক ফল। এই টোংলে খাইতে হবে চাটী বললেন। শুটক ওঠী বাসনেও টোংল তরবার মেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, হাইলো দু'গুণভার মাইনসার মনুহ) বধর মেন এই টোংলে খাইতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর চিংড়ার তার নিচতলায় সর্বোচ্চ জিরোয়ল প্রমোদহিনীর বিশেষ মল এস এস এক এবং ১৮ জি আর এর সমসার এগারু এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুল করে মাল এবং চাটীক সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে যান।

গণতন্ত্রের জন্য কমটি একটি বিশাল কাম। এই কয়েকটি অকৃত্রিম একটি বিশাল টেনিস রোয়ে এবং এই টোংলেও চাখ শিক আর মনুই বরকখি ফেরে রয়েছে। এই কমটি বতমার বা ডাটাম কাম নয়। এটি আসলে একটি কনফারেন্স কাম।

## দুই বোনের ভাগাভাগি

বর্তমানে বাংলাদেশের যিনি সর্বোচ্চ কমতার অর্থাৎ টী, বর বাকী সত্যের প্রদোশের বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য উচ্চ পর্যায়ের চাটী-বাকী জিরোয়ল ইং সরকারের সাময়িক বেসাময়িক আমলা, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বাগলন্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর হাইইফরজন যে যেখানেই আছেন তাদের মধ্যে সবচেয়েই শক্তিশালী কমতার বর সাময়িক সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যে কোন সময় পর্যন্ত কর্মকর্তা কমতার পরেও পলবর্তিত এবং বাকী হাং বনোবাসনা ও উচ্চমুখ্যী হয় সরকারী পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্য না পাওয়া হাং চুলে জিরোয়ল ফল, এমেনের বিধ জলিধ সময় টাকা পছন্দ মাল ও তে কাম হয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের কার্যসময় যিনি, একমাত্র রাজনীতি ওড়া গেটী মেনের অকর্তিত একক ফল পাচালন করেন যিনি, এমেনের মানুষের জন্য বিদ্যুৎ ও গলবাস মন্য বনোবাস লেখমাত্র এই হাং, এমেনের মানুষকে নিয়াল (শুধাল) কুটার, কুটারের জাতি নিমকখারায়ের প্রাক হাং মল কিছু ভাংল ন, অন্য কিছু বাংলা বা যিনি হাং রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অর্থাৎ বাকী লোহরল হাং চুলে পেডেন, এমেনের বাহো কোমি মানুষ সকলেই বহুজলার নিহত হয়ে গেছে তাহলে খুলিতে আত্মহাং হয়ে থাকল যিনি মদামবীএ এমেনের মানুষের জনিট অমলল হাং অন্য কিছু জিয়া এবং কাহনা করেন না যিনি, তিনি তার কেই মল তিনি হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ২য় কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তারেরও জিট বোন শেখ রেহানা এই দুজাই ১৯৯৬ এর অপরাধে তিনি এলেন গণতন্ত্র। তারই বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা এই এসেই সর্বাসক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিংড়ার করে বললেন, এই শেখ মুজিব কি একা তোমার বাপ। শেখ মুজিব কি অমার বাপ না? অমার ভাল করি অমি কি ভাল পাই না? আমার ওটা মন্ত্রী নিজে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মন্ত্রী পাবি না চলাইতেছি, চলাইতে দে। বত টাকা সরকার

পারি সব ভূই নে।

দুই কোমর চিৎকারের চোটে প্রধানমন্ত্রী ২৪ ঘণ্টা সার্বভৌম মন্ত্রিপরিষদ দপ্তরে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর ৩৪ (চৌত্রিশ) জন কর্মসূচির সমন্বয়ে ১৬শ ঘোড়শ, সদস্যের একটি বিশেষ দল 'লিঙ্ক অফ হাউস অফিসার্স ব্যাট রোজমেট'। একই দিন ছিট্‌ছিট সঙ্গিন্য তাদের দায়িত্ব পালনে কিংকর্তব্য নির্মূহ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখের ইশারায় তাদেরকে সত্বে এসে এটা প্রধানমন্ত্রীর একমুঠই নিজস্ব একই পরিবাসিক বা পারি বসে ওভারলুক (দৃষ্টি এঁড়িয়ে দাঁড়ায়) করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আজই যদি আমার পাঁচজনকে মন্ত্রী না করে তবে আমি আমোদকাজ চলে দাও যখন আসবো তখন সমান ভাগ নিয়ে আসবো হবেন রেব। এ কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা চলে গেলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভাষাভাষি এবং আপোষ রাখা করে তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে দেশে নিয়ে আসেন। এই ক্ষেত্রে যে শেখ রেহানাই হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাশ্মীর সমস্ত টাকা পরাম শেখ রেহানার হাত দিয়ে আসতে হবে এবং শেখ হাসিনার পর শেখ রেহানাই হবেন শেখ মুজিবুর উদ্দারসূত্রী।

## শেয়ার বাজার কলেক্টরী

১৯৯৬ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন রেহানার খুশী শফিক সিদ্দিকী, শেখ হাসিনার লাগ বস্তুর নিম্নলিখিত পেন্ট্রান জাপ শাড়িতে এবং হুমুদ নখর পুটি লাগাচো দু'টি টয়োটা পার্কিং করে একজন শিখ, তখন মাঝেমাঝে ও একজন ভারতীয় নাট্যনিকে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নরকাই বাসভবন গণভবনের ৫ নং বৈঠকখানায় একতৃপূর্ণ সিটিং অফিসের মিটিংএর সমস্ত আসে শফিক সিদ্দিকী মটর সাইকেল আরোহীর কাছ থেকে টাকার ম'ভিকালের পেছনে মা'বোঁটেব বিসময়ে বোঁড়ববব নিতেন। শফিক সিদ্দিকী প্রথমেই জানতে চাইতেন আজকে শেয়ার মার্কেটে কেমন লীক হয়েছিলো? মটর সাইকেল অ'বোঁটেব বসতো মধুমিতা সিক্তা হলেব বিশ্রীতে টক একচেংগার সামনে বেশ ভীড় দেখলাম।

তখন শফিক সিদ্দিকী কলকতেন শেয়ার বাবসা খুব ভাল লাগসা, শেয়ার বাবসা করবেন, শেয়ার কিনবেন। অধ্যায় বজানবেন বনবেন, বহু বাজব, লাড়া-প্রতিবেলী সবাইকে বনবেন শেয়ার কিনতে। শেয়ার কিনলেই লাভ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতার গণভবনে ৫ নং বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যায় উক্ত বার্তিকদের সাথে মিটিং এর আসে মটর সাইকেল আরোহীকে শফিক সিদ্দিকীর একই প্রশ্ন, শেয়ার মার্কেটে আজকে কত লোক হয়েছে?

মটর সাইকেল আরোহীর উত্তর অনেক লোক হয়েছে, মতিজিনেত বাজা উত্তর গেছে।

শফিক সিদ্দিকীর একই কথা সবাইকে শেয়ার কিনতে কলবেন শেয়ার কেনা খুবই লাভজনক বাবসা কিনলেই লাভ। এভাবে দিন যেতে লাগলো, এক পর্যায়ে প্রতিদিন সন্ধ্যামিনে শেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা লেখে সন্ধ্যায় গণভবনে এসে তা জানানোর জন্য মটর সাইকেল আরোহীকে শফিক সিদ্দিকী মাঝি দিয়ে দিলেন। মটর সাইকেল আরোহী প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদরকারী বাসভবন গণভবনে গিয়ে শফিক সিদ্দিকীকে শেয়ার মার্কেটের বাস্তব অবস্থা জানাতে লাগলো, আর শফিক সিদ্দিকী তা জানানোর পর ভারতীয় শিখ,





কথাটা শুনে হাট্ট এটকের মতো হয়ে পেল। কিছুক্ষণ কোন কথা বের হলো না। পর রাতে মানে এখন থেকে ১০/১২ বছর আগে ফরেন্স সাহেব দেখা হলো, কথা হলো তারা মারা গেছে এটা কি অসম্ভব কথা। নিজেকে একটুখানি সামলে নিয়ে কল্যাণ, কি কল্যাণ? কিভাবে মারা গেল?

মুক্তিযোদ্ধা হাসেমী মাসুম জামিল বুগেল জানালেন পর রাতে ঢাকা পুরনো পল্টনে উলফস্ট কনিয়েবর অফিস থেকে মিটিং শেষে নলিন্দাবাড়ি বাওড়র সমতর সড়ক দুর্ঘটনায় এই দুই জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে বিনাম বৈজ্ঞানিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরা পুনরী থেকে বিদায় নিতে নিল।

শোকে-দুখে মনটা বিষন্ন আরম্ভনত্ব হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে কান্ডতে কান্ডতে মোক্কা গলভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লোক সাহাবনটা জানলাম। তিনি ডাকলেনহীন ভাবে চললেন। পরে তার প্রধানমন্ত্রীর কাছলরে চলে গেলেন।

মনে মনে একটা ভাবনা ছিল প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাহাবন দেওয়াত জানা কাউকে নিহত হয়জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কাছে পড়ান। তাই দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গলভবনে ফিরে এসে পুনরায় তাঁরক ছবকন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হনকত কথা কললাম।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কললেন, তাতে 'কি হয়েছে? প্রতিদিনই তো কত লোক মারা যাচ্ছে। এর ঘটনাভাসেক পর বিকেল ৩টাখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মত্ব বাচীকী উপলক্ষে বক্তব্য পরিচয় এর আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য চিঠিনির্ধার টনকিটিঙটো চলে গেলেন এক সেখানে তিনি ভাষার পিত্ত, ভাষার মা, ভাষার তাই বনে কান্ডতে লাললেন।

আন্যেব পিত্তকে যদি নিজের পিত্তের মতো মনে না হয়। অন্যের মতাকে যদি নিজের মতায় মতো মনে না হয়, অমোর সত্যকে যদি নিজের সত্যকেনে মনে না হয়। অন্যের লোক দুখকে যদি নিজের লোক-দুখ মনে না হয়। তাহলে, এমন রত্নপতি প্রধানমন্ত্রী, মোক্কা গিলে মোলর কোন লাভ হবে? মানুষের কোন লাভ হবে? নিজের বক্তব্য সাহাবনর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্লা শেষে শুধু মনে হল, যে ব্যক্তি, কৃষ শতাব্দীর শেখ হাসিনাকে কি এতটাই মীনহীন করলো? এতটাই কাতল করলো? কত কেকলই 'নিজের চত্ব' আনার দুরখে বিশ্বাস্যে জমুকতি হবে না? যে ব্যক্তি, কৃষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানুষের জন্য জমুকতিবোধের সাহাবন লাও মানুষকে জলবাসিত সাহাবন লাও মানুষের হৃদে জমুকতি লাও অল্লের সুখ দুখকে নিজের করে জাববাই প্রোফিক লাও আনিন।

## ডঃ ডিহী পাওয়া

৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ বুতবট্টের বোষ্টন বিশ্বকিলাসর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টর জক ল ডিহী গ্রহন করে। এই ডক্টরটি ডিহী প্রধানমন্ত্রর জাণ ৯৬ সালের শেষ লাতে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোষ্টন বিশ্বকিলাসরর প্রেসিডেন্ট জন ওয়েসলিং বাংলাদেশে এসেছিলেন। জন ওয়েসলিং ৪/৫ (চারপাচ) দিন বাংলাদেশে ছিলেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং ৩ দিন ছিলেন ঢাকায় এবং ১দিন ছিলেন গোপালগঞ্জে। ঢাকায় অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সত্বকর্ষী বসবসর গলভবনেই থাকতেন। গলভবন থেকেই জন ওয়েসলিংকে ঢাকার বিভিন্ন ভাষার মিত্র ঘুরিয়ে-কাঁড়িয়ে দেখান হতো। যানবাহি ৩২ নম্বর বক্তব্য যাদুঘর, সেহিরাওয়াদি উদ্যান, সংসদ ভবন

অভিলেখ ইত্যাদি জরিপসমূহ দেখান হ'লো এবং প্রতিক্রিয়ায় শুধু ব্যাখ্যা করে জন চায়েরসলিংকে বোঝানো হলো। একদলের সম্মুখে ট্রান্সপারেন্সি দেওয়া হলো। ট্রান্সপারেন্সি শেষ মুজিবর বহমানি এই মাত্রায় দেখান হলো। খোলাখোলা সর্টিফাইড হাউসে রাষ্ট্র স্থাপন করার পরদিন আবার ঢাকায় গিয়ে এসে বসবস্তু হাউসের সমস্ত ঘর এবং নিদর্শনগুলো খুবই ভালভাবে ব্যাখ্যা করে জন চায়েরসলিংকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। শুধু বুঝিয়েই দেওয়া হলো না একেবারে ভোক্তা পাখির নাম মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হলো। জন চায়েরসলিংকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গম বিশ্বক উপদেষ্টা সুব্রজিত সেন ওয়। সুব্রজিত সেন ওয় জন চায়েরসলিংকে সব কিছু বুঝিয়ে মুখস্থ করে দেওয়ার মাধ্যমে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ভাইর অফ দ" হৃদয়ের বিশ্বাসীও ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন চায়েরসলিং নবদ ও বাক মিলিয়ে অনেক উপাত্তিকন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে যেতেন। কিন্তু গণতন্ত্র যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন এটা সেন বাবু জন চায়েরসলিংকে বলেন নি। ফলে জন চায়েরসলিং ধরে গেলেন ধর্মমন্দির ওয়শের ইটা বসবস্তু মিউজিয়াম (সকুমার)। ট্রান্সপারেন্সি বসবস্তুও গ্রামেও কাড়ি আর বিশাল দুর্গের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর বড়ি তাই ওই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ভাইর অফ দ" হৃদয় গ্রন্থে ফেব্রুয়ারী বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন চায়েরসলিং যে মানসে গাঠ করেন ওয় এক কাথগায় লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনার আপনার পিতার বিশাল দুর্গের মতো সৌন্দর্য্য বাসভবনে বসে করে রাখলেও আপনার উদ্যমে আপনার চেতনাকে সমিয়ে রাখতে পারেন। বিশাল দুর্গের মতো সৌন্দর্য্য বড়ি ও ওয় উল্লসিকালের মধ্যে অটকে থাকা ওয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

জন চায়েরসলিং তার মানসে যে "বিশাল দুর্গের মতো" পৈতৃক বাড়ির উল্লেখ করেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "পিতার বাড়ি" নয় সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণতন্ত্র একমাত্র গণতন্ত্রই "বিশাল দুর্গের মতো"। হৃদয় ওয় শেখ মুজিবুর বহমানের বিশাল দুর্গের মতো কোন বাড়ি কোথাও নেই।

## প্রথম আমেরিকা সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রথম অর্ধদিক বৃহত্তর সম্মুখে যাবেন। আত্মীয়স্বজনের এক বিশাল বহর নিয়ে সম্মুখে আগুই গণতন্ত্র থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান কন্ডাক্টর ওয়াদায়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহরানা হতে গেলেন। তিনি মিন্ট সম্মুখে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভি ভি আই পি লাউন্ড্রি গেলেন এবং আত্মীয় স্বজনের কেলাহনপূর্ণ পার্কেবেল সৌন্দর্য্য চা ও নানান পদের বাবা বেত্র লাগলেন হর্ষ হৃদয় ওয় ওয়াদায়া মন্ত্রী সভার সদস্যগণ তিনি হাট্টী প্রধানমন্ত্রিসহ উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কমান্ডারী এবং বিশিষ্ট আণবিকগণ বিমান বন্দরে ভি ভি আই পি টারমিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বসার কুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ পি এস বাহাদুরন বাসির নতুন স্ট্রাট স্থাপন করার জন্য, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রধানমন্ত্রীকে বহন করার স্ট্রাট বিমানটিকে প্যানেল্লার টারমিনের

লাউজেন্গে নিয়ে যাক্কাৰ নিৰ্দেশ দিল। বাতাইজিন নাসিম বললো, আমাদেৰ প্রধানমন্ত্ৰী এতই অতি সাধাৰণ যে, তিনি তি তি আই পি টাৱমাকেৰ পৰিবৰ্তে সাধাৰণ যাত্ৰীনেৰ (প্যাসেঞ্জাৰ) টাৱমাক (লাউজ) নিয়ে বিমানে উঠা এক মহান মহান স্থপন কৰকেন। কাঙ্কেই প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ বাবৰ ফুফুতো তাইয়েৰ এ পি এস নাসিম বিমানকে প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাকে নিয়ে যাক্কাৰ বুকুখ দিল। বৰ্জীতি বিমান কৰ্তৃপক্ষ বিমানৰ পাইলটকে এই নিৰ্দেশ দিলে পাইলট প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাকে বিমান দিহে এলো একটু পৰে এলো প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ বাবৰ আবেক ফুফুতো তাইয়েৰ ছেলে এবং প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ চীফ সিকিউৰিটি নজিৰ আহমেদে নজিব। নাসিমের নিৰ্দেশে প্রধানমন্ত্ৰীৰ বিমান প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাকে নেভয়া হবছে এই কথা শোনায়হে নজিব বললো। প্রধানমন্ত্ৰী তি তি আই পি টাৱমাক দিয়ে বিমানে উঠেৰে বিমান তি তি আই পি টাৱমাকে কেবলত আক হোক।

যথাযথ বিমানক তি তি আই পি টাৱমাকে ফেৰত আনা হলো। কিছুক্ষণ পৰে প্রধানমন্ত্ৰীৰ এ পি এস বাতাইজিন নাসিম এসে ওলল, তাৰ চাচাতো আই নজিব বিমান তি তি আই পি টাৱমাকে কেবলত এনেহে। তখন নাসিম বিমান কৰ্তৃপক্ষকে বললো, আমি প্রধানমন্ত্ৰীৰ এ পি এস আমি প্রধানমন্ত্ৰীৰ জবৰতি গড়ে তুলি আমি প্রধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰোমান বৈঠক কৰি আপনাব কি আমাৰ চাইতে বেশি মোৰেই।

সমস্ত সাংবাদিকদেৰ আমি প্যাসেঞ্জাৰ লাউজেন্গে পৰিগোহি আমি বা যদি সেভাবে কাঙ্কে কৰেন প্রধানমন্ত্ৰীৰ বিমান প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাকে পামেন। বিমান কৰ্তৃপক্ষৰ মৌখিক নিৰ্দেশে পাইলট আমাৰ বিমান প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাকে নিয়ে এলো। প্রধানমন্ত্ৰীৰ এ পি এস বাতাইজিন নাসিমের চাচাতো তাই প্রধানমন্ত্ৰীৰ চীফ সিকিউৰিটি নজিব আহমেদে নজিব প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাকে বিমান বেছি বহল এসে, বিমান আমাৰ প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাক লাগলে হবছে তেনেই চাকারজালা কুণ্ডাব বাকা বহল গালাগালি দিতে দিতে কাৰ নিৰ্দেশে বিমান সবানেৰ হবছে কিঙ্কস কৰালে নাসিম বললো আমাৰ নিৰ্দেশে বিমান সবানো হবছে আমি বিমান প্যাসেঞ্জাৰ টাৱমাকে নিয়েছি।

নজিব বললো, তাই বিমান সবানেৰ কো?

আমি চীফ সিকিউৰিটি আমাৰ নিৰ্দেশে বিমান চলবে

নাসিম বললো আমাৰ নিৰ্দেশে বিমান চলবে।

নজিব বললো, শেখ বেশি কথা বলবি না খবৰ হইয়া হইব।

নাসিম বললো আমি কি তোমাৰ মাহা জাহাজ বাই বে, আমাকে উৰ দেহাও।

প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ বাবৰ দুই ফুফুতো তাইয়েৰ দুই ছেলে এ পি এস বাতাইজিন নাসিম এবং চীফ সিকিউৰিটি নজিব আহমেদে নজিবৰ মধেৰতি অগভাৰ মুখে বিমান কৰ্তৃপক্ষ অসহায়েৰ ন্যায় দাঁড়িয়ে বইল। এমনিভাবে তিনিট বিশ পঁচলেক চলে গেল। অদিকে প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা বিমানে ওঠাৰ জন্য তি তি আই পি বেই কম থেকে বাইবে এসে দাঁড়িয়ে বইলেন এবং বললেন কি বাপাৰ আমাকে একলো বিমানে ফুলহু মা কেন?

দুই চাচাতো আই নজিব নাসিমের অগভা বামানেৰ জন দুই চাচাতো তাইয়েৰ চাইতেও অনেক অনেক বেশি ক্ষমতাধৰ ব্যক্তি, বলতে গেলে কমতাৰ শীৰ্ষেৰ জিন/চাৰ (৩/৪) নজিব ব্যক্তি, যিনি সকলোত নজিব নাসিমদেৰ ব্যাপাৰে ইন্তফেক কৰে না, কিন্তু যাকে দেখলে নজিব নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কাৰণে নেকিয়ে পড়ে। পাগলেৰ মতে ঢাকা-পক্সাৰ দিকে ছোটা ছাড়া আৰ অন্য কোন কাজ নেই যাব, তিনি প্রধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ চাচাতো তাই (শেখ নাসিমের বড়





बेदाङ्क सम्प्रदाय

শেখ বেহানা ও তাঁর স্ত্রী শফিক সিদ্দিকী ক্রৈতন্য ভেঙে কঠোর হাচ লাগ হওয়ার ছাপ মুখে উল্লেখ্য এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু বিমান ছেড়ে বারিসেট কিংবদন্তি।

মটর সাইকেল আরোহী বসলে হঠাৎ ব্যক্তিগত কেনেন, এই ডাকা হো এদেশেই পোষ  
করতে হবে। যেটাই প্রকাশনটী। একটি কথা খেয়াল রাখবেন, যদি বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি  
করতে পারেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন, তাহলে এদেশের মানুষ শুধু আপনাকেই না,  
আপনার নাতি পুত্রকেও মাথায় কণ্ড রাখবে।

মহাকবি কবি শেখ রেহানী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা স্মৃতি সন্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

महोदय साहित्यिक आन्दोलन का हिस्सा बनने के लिए

[illegible][illegible]

তথু আমাদের দেশেই নয় অন্যত্র দেশও একই বিষয়, সেই জন্যই ভারতের প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী  
রাজিব গান্ধীর বোম্বার্স কেলেজিবিও এই চর্চাও স্বাক্ষর করেছেন ভারতের পার্লামেন্ট এই নিম্ন  
হেতম যে প্রস্তাব কর্তৃক এই প্রস্তাবনা যের থেকেই বর্তমান বিশ্বে সবচেয়েও বেশি দুর্নীতি  
হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই, সেসবই এই প্রস্তাবই দৃষ্টিকৃত করা যা  
কমিশন নেওয়া জটিল সহজ। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বিবেচনা কত করা হবে না, তাহলে শেষ  
জাতিসংঘ, শেষ প্রেক্ষাপট গণ স্বার্থসম্মত মুখে অসমর্থক পুঙ্খানুপুঙ্খ সেরকম বাণিজ্যিক  
বিমান কেন তৈরি করেন? এর উত্তর তথু কমিশন। তথু কমিশন পাওয়ায় জন এই এই অধ্যাদেশিক  
মুখে অধ্যাদেশিক কার্যকর জরী বিমানের পরিবর্তে, অকার্যকর কেবলো পুরোপুরি জাতি  
বোম্বার্স বিমান ক্রয় করুন প্রধানমন্ত্রী শেষ জরীনা এবং তার কাগজের শেষ বেহানা এই রকম  
এক একটি ডিস এ কব করে হলেও শক্ত শক্ত তেওঁ টীকা দেবে থাকে।

কাজলু সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা

[illegible]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট লেখ হাসিনার সিন্ডিকেট সভা ডাকতে হুজুরগঞ্জে সম্মেলনগৃহে হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষীর অকল কায়েদে সিন্ডিকেট ও হুজুরগঞ্জ জেলার লেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড পরামর্শদাতা সিন্ডিকেট নিষেধাজ্ঞা লেখ মুজিবের চতুর্থ শ্রুতিপত্র করে। ৭১ এর মধ্যে গুলশান দুর্ঘটনাও কবন। এই দুই হত্যাকাণ্ডের সিন্ডিকেট জীবনে একাধিকবার লেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে সাক্ষ্যদাতা নড় জামিন ওকালত। এই দুই হত্যাকাণ্ডের সিন্ডিকেট সভা জনগণের অংশ গ্রহণ ছাড়া দাব্য রাখা সামান্যতম সর্বসম্মত ছিল না। ৭১ এর ১০ই আগস্ট লেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের জনগণ সম্মুখীন হত্যাকাণ্ড কিনা যদিও এটি গবেষণার বিষয়। অতীত এটি নিষ্পত্তি বলা যায়। হত্যাকাণ্ড জনগণ মিলেই গ্রহণ করেছিল। সে জন্যই লেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সিন্ডিকেট কায়েদে সিন্ডিকেটের ২৪ বাঁধ হত্যাকাণ্ড প্রত্যাহার করা হয়।

শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে মুক্তি ফৌজের শাহিদা হুসা হোসেন, বহু মে স্বাক্ষর তিনেক বোকা কাকের সিঁচিয়ার সাথে মুক্তি ফৌজের শাহিদা হুসা হোসেন বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে ঘরিয় সিঁচি হোসেন। এ মুক্তি ফৌজের শাহিদা হুসা হোসেন শেখ মুজিব হত্যার পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে।

ফলে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর বাবুল আসের সিদ্দিকী বিজয়ী হান। ৭৫ এর শেষ মুক্তিযুদ্ধে হত্যাও ঘটিত। বাবুল আসের সিদ্দিকী এবং তার বান্ধী শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শে কখন কখন বাবুল আসের সিদ্দিকী নির্বাসনে চলে গেলে শেষ মুক্তিযুদ্ধে কখন শেষ হামিনা তাকে ধর্মের ভাই চাপক নেই খেঁচাই হামিনা ধর্মের ভাই-বোনের সম্পর্ক প্রত্যেকই গভীর ছিল যে আসের সিদ্দিকী আসের মোহন না হিম্মত শেষ হামিনা ইলেকট্রিক হিটলর এবং খান জিন্নে আসের সিদ্দিকী যে হোষ্টলে থাকতেন সেখানে গিয়ে নিশ্চয় মৃত্যু করে আসের সিদ্দিকীকে বাঁচিয়েছেন শেষ হামিনা প্রত্যেকটি কল্যাণ, একই আসের সিদ্দিকী ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই এবং আসের সিদ্দিকীই তার নিজস্ব শেষ মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র



এমনি হইল শেখ হাসিনার ভাবনা হওয়া কালের সিদ্ধিকীকে আশ্রয়ী লীগ থেকে বের করে দিলে আশ্রয়ী লীগের কিছু ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া কালের সিদ্ধিকীও প্রকাশ্যে সরাসরি উঠে পড়ে উঠার (শেখ হাসিনার) নেতৃত্বের বিরুদ্ধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। তার চেয়ে নিজের পৈত্রিক দল আশ্রয়ী লীগে রোংগই কালের সিদ্ধিকীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। কালের সিদ্ধিকীকে পাঠিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই শেখ হাসিনা কালের সিদ্ধিকীকে আশ্রয়ী লীগে রেখেছেন। কালের সিদ্ধিকীও আপত্তি নিন্দেব আশ্রয়ী লীগে অবস্থান করার যৌক্তিকত্ব অবস্থান নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বের করা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চর্চা করার জন্য কালের সিদ্ধিকীকে বাতীয়ে পুলিশ পাঠানোর পরিকল্পনা করলে ঘটন সাইকেল আরোই এর বিরোধিতা করে বসেন। সামান্যতম কৃষ্ণকৃত্যের লোকের অপরাধ এটা করলে থাকেন না। তুলে যাবেন না আপনার পিতা-মাতা তারদের মেটে ঘরন সিদ্ধান্ত লান ফোন বোঝেন, তখন সারা পৃথিবীতে একমুখে কালের সিদ্ধিকী ছাড়া অন্য আর কেউ এর প্রতিবাদ করেন। আর আশ্রয়ী লীগের প্রধানমন্ত্রী হওয়া তার সিদ্ধান্ত পুলিশ পাঠান তা হবে চরম অব্যক্ততার কাজ। আপনি এত বড় অব্যক্ততার কাজ করতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ওর (কালের সিদ্ধিকী) ছাড়াই সন্ত্রাসী ওর তাইদের ধরার জন্য ওর বাড়ীতে পুলিশ যাবে।

যদি সারকেন আশ্রয়ী কালো কালের সিদ্ধিকীর তাই দুজনের সিদ্ধিকী ও আশ্রয়ী সিদ্ধিকী সন্ত্রাসীকে ছোক আর ঘাই ছোক তার আপনাব অংশে কোন সন্ধান করেনি কোন অপরাধ করেনি।

আশ্রয়ী দুর্গিনে আপনার পিতা-মাতা নিহত হয়েছিলেন কালের সিদ্ধিকী, পিতৃ সিদ্ধিকী দেশের বাইরে নির্বাসনে ছিলেন। শেখ মুজিব এবং আশ্রয়ী লীগের নাম নেওয়ার কোন লোক ছিল না তখন নিম্নতল সৈন্য পরিবেশে দুজনে সিদ্ধিকী ও আশ্রয়ী সিদ্ধিকী এই দুই তাই টাঙ্গাইলের মাটিতে শেখ মুজিব ও আশ্রয়ী লীগের নাম নেওয়ার জন্য দুজনের সাপেক্ষ করতে করতে এবং শেখ মুজিব আশ্রয়ী লীগ নির্বাসী প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হতে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের খাতাই নাম ফাল ফাল এবং বড় মাফল তাইদের বিজয়ে হয়। যোহাফু প্রশাসন দুর্নীতিপরায়ণ তাই করে বসে যা নিয়ে প্রশাসন এদের সাথে গোলাগুলিতে চলে যায়। তাছাড়া আশ্রয়ী দুজনে এখন আর কোন ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত নয়। এসব কোন কিছুই আপনার অজানা নয়। আপনি সবই ভালভাবে জানেন। আপনার দামনামলে ওরা কোন ধরনের বেআইনী কাজের সাথে জড়িত থাকলে হেফাজত করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার ফৌজা নির্বাসিতা নিয়ে তাদের মতর্ভাব করে ফেল।

প্রধানমন্ত্রী বললেন না কালের সিদ্ধিকীতে বাড়ীতেই পুলিশ পঠিয়ে প্রদর ধরতে হবে। ঘটন সাইকেল আরোই কালো ওয়ামাছ দেহ করার জন্য যদি কালের সিদ্ধিকীর বাড়ীতে পুলিশ পাঠান তাহলে পৃথিবীতে কৃষ্ণকৃত্য বলে কিছু থাকবে না।

বর্ত্তীয় কাজে ভূমি বাধা দিতে পার না। দুজনের এই কথা হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেডকমে চলে গেলেন এবং ক্রিকই কালের সিদ্ধিকীর বাড়ীতে পুলিশ পাঠালেন।

## বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রাষ্ট্রপতি হওয়া

২৩শে জুন '৯৬ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লক্ষ্য নেওয়ার আগে থেকেই বহুবল্য জন্য শেখ হাসিনা তার দলের একজনকে নতুন রাষ্ট্রপতি করা নিতে বেশ বিশেষত্ব পাড়ে গেলেন। দলের যে



নেতৃত্বেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার ব্যবস্থা করেন সেই নেতাই কেঁদে কোলেন কোন কোন নেত্রী  
আধার সভাকেন্দ্রী শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার থেকে মুক্তি  
চান। এই অবস্থায় মতিবুর রহমান রেবু ও মিসেস মতিবুর রহমান রেবু (মহিলা) সুপ্রীমকোর্টের  
সাবেক প্রধান বিচারপতি ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন  
আহমদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এই বলে পরামর্শ দেয় যে,  
কেউ-ই যখন রাষ্ট্রপতি হতে ইচ্ছুক নন, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকেই নতুন  
রাষ্ট্রপতি করেন। মামলার মালিকের কাছে সরকারী আইন-এর একটি জনপ্রিয়তা ও  
প্রয়োগযোগ্যতা আছে। তাকে রাষ্ট্রপতি করলে জনগণ শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি  
পাবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন না সাহাবুদ্দীনকে রাষ্ট্রপতি করা যাবে না কারণ আমি  
(শেখ হাসিনা) যখন ৯১ সালের নির্বাচনের পট পর্বেছিলোয় নির্বাচনে সফল কান্ট্রিপি হয়েছি,  
তখন সাহাবুদ্দীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকেন। জিজ্ঞাসা সাধে মুর মিলারে  
বলোছিল নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এটা কোন বিচারপতি হনো? এটাকে  
রাষ্ট্রপতি করবো না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন জিজ্ঞাসা করেন রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব বর্তমান জিজ্ঞাস  
বহমান বললেন নেত্রী আপন আমাকে দয়া করে এখানে আসতে চেনারকল মেয়েটরী  
যামিয়েচেন। এখন যদি দয়া করে আমাকে এটা কোন প্রস্তাবিত (নিষেধ)। পদে না দেন  
ভাবলে দিলে মেয়েটরী হাসবে অথবা কোন চকচক থাকে না কোন মূল্যই থাকে না  
আমাকে দয়া করে রাষ্ট্রপতি না বানিয়ে আপনার কাচাকাড় একটি মন্ত্রণালয় দেন, যাতে আমি  
সব সময় আপনার কাছে থাকতে পারি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এতদূর প্রসারিত সময় সমাপ্তিইন ইচ্ছুককে রাষ্ট্রপতি হওয়ার  
প্রস্তাব করলে সাল্লাল্লাহু ইন্দিয়াক বলেন, নেত্রী আমার কথা শুনা ভাল না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, সব চেে রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতির কোন কায়কাল নেই,  
৩৬ বসে বসে সরকারী খরচ আদায় আদেশ করে।

এই কথা শুনে সাল্লাল্লাহু ইন্দিয়াক সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে বলেন,  
মেয়েটরী আমার কাচাকাড় জনগণের জন্য কিছু কাজ করতে সুযোগ দেন।

এই সুযোগে মতিবুর রহমান রেবু ও মিসেস মতিবুর রহমান রেবু (মহিলা) সালের রাষ্ট্রপতি ও  
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে  
পুনরায় চাপ দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপট প্রতিক্রিয়ায় সদস্য বর্তমান  
পরবর্তী মন্ত্রী আব্দুল সাহাদ আহমদকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে আব্দুল সাহাদ আহমদ  
বলেন নেত্রী আমাকে রহম করেন দয়া করে আমাকে শেখ হাসিনা বর্তমান করছেন না। আমি  
বঙ্গবন্ধুর করেন মিনিটার (পরিবর্তন)। জিজ্ঞাসা আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন আমি  
দোখো দেব বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীদের কত সোপাতা ছিল।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি করার জন্য কটকটেই বুকে পাঠান না জর্জর যাকেই  
রাষ্ট্রপতি করতে চান তিনিই মাক প্রায় পালিয়ে যান। এমনি সময়ে এসে উপস্থিত হলেন ৯১  
সালের আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বর্তমান খানমাত-মেহমুদুল-এর আওয়ামী লীগ  
এমপি হলী মকবুল হোসেন। হলী মকবুল হোসেন এমপির বক্তব্য হলো, আমি '৯১ সালে  
আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলাম। আপনাই (শেখ হাসিনা) আমাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী

করেছিলেন এবং কেউ রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না, তখন আপনাকেই রাষ্ট্রপতি করেন মইনে মঞ্জী করেন কিছু একটা করেন

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন না আপনাকে কিছুই করা হবে না মনে নেই, '৯১-এ আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আমার সম্পর্ক নানা তথ্য প্রকাশ করেছিলেন আপনাকে কিছুই করা হবে না এমনি করেছি ওটাই যাবে

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে জুন ১৯৯৬ মতিবুর রহমান বেটু ও ব্রিগেড মতিবুর রহমান নেটু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দেখাছিলেন রাষ্ট্রপতির হোম ভাসে বাসে আহান আহ্বান করা জারি চান দেখা ও যা অন্য কোন কাজ নেই রাষ্ট্রপতির হোম কোন নিষেধী কয়তা নেই মঞ্জী শাসিত সবদিকের রাষ্ট্রপতি হানা নাকিও পূরণ। যেহেতু আপনি নাচারের সেইভাবেই রাষ্ট্রপতিতে মাচার হইবে। এই সুযোগ আপনি হাতছাড়া করেন কেন। নারকে রাষ্ট্রপতি বিচরণতি সাহেবদার প্রহমসকৈ নতুন রাষ্ট্রপতি বালায় ছায়াবর্তী রাহিব কেন নেবেন না রাহিব নেওয়ার সুযোগ চান পেলে কিছু আর রাহিব সাহেব কেন না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন বলেন হিত প্রাপ্ত জাহান সাহেবদারই রাষ্ট্রপতি কতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৩শে জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদ গ্রহণ করে সমস্ত জন খোদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারক সাহেবদার প্রহমস এক বাসায় গিয়া তাকে নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন এবং রাষ্ট্রপতি আফগান প্রহমান বহুতর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহেবদার প্রহমসকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন

## বেগম খালেদা জিয়ার বিকল্পে মামলা

'৯৬ সালের নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহের এক বিকল্পে, জাহান সাহেব হাসিনার সবদিকী বাসগৃহন গণতন্ত্রের নীতিবাদের পূর্বে নাকিও এনা মুক্তি-ব্রহ্মে প্রহমানই এনা জার আশ্রয়-ব্রহ্মান বিশেষ গল্প-ব্রহ্মান কবিত্বন। শেখ হোসেন প্রহমান প্রহমান শাসিক নির্মিতা চাচা/চাচী শেখ লুলা শিনা এনা সাহেব মুক্তিবেদ সাহেব-ইলাপকি পদে ১ কতি মেয়াদে অতিমাত্রায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিকল্পে মামলা নেওয়ার জন্য প্রহমানই শেখ হাসিনাকে গণপূরণ দেয়

অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসে বেগম খালেদা জিয়া এক তরফে ইন্টারন্যাশনাল জামিন মঞ্জির চৌধুরী নাকি জাহান গল্প-ব্রহ্মান ৪৫ জনকে না-ব্রহ্মান পক্ষের বা-ব্রহ্মানে সাহেব ইলাপকি পদে চ কতি দিক্বে জাহান এই অতিমাত্রায় বেগম জিয়া ও মতিবুর চৌধুরীকে বিকল্পে ব্রহ্মানপ্রতি ও দুর্নীতির মামলা দায়ের করতে দুর্নীতি দপ্তর ব্যতীতে নির্দেশ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাহানপ্রতি আশ্রয় বঙ্গবন্ধু নীতিবাদের অধিকার হাকলে, মতিবুর রহমান নেটু ও ব্রিগেড মতিবুর রহমান বেটু (ময়দা) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার আশ্রয়প্রাপ্ত পক্ষের বলেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার না খুঁজলে কতি জাহানপ্রতি হাত দুর্নীতিতে চেষ্টা করে দেখেন দেশের উন্নতি করার পক্ষে কিনা যদি একবার কোন মতে দেশ গঠন করতে পারেন, তাহলে দেখবেন শুধু আপনাকেই না, আপনার নাকি পুত্রকেই এনেলের মানুষ মাথায় করে রাখবে

বিশেষি ও বেগম খালেদা জিয়াকে হোস্টাইল করে আপনি দেশ গল্পে পারবেন না। জাহান আপনাকে এবং আশ্রয়প্রাপ্ত পক্ষকে বদল দিয়ে কেউ দেশ গল্পে পারবে না। আপনি ও খালেদা জিয়া এই দুই শক্তির একা ছাড়া কিছুই দেশে মজা করা যাবে না, দেশের উন্নয়ন করা

যাবে না বিনেদে অধীনতা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে বন্ধুদের হাত বাড়িয়ে দেন বেগম জিয়া।  
 আপনার আগের প্রধানমন্ত্রী ডাকে (বেগম জিয়াকে) বড় রোল ডোলে দু'খ টানে নিয়ে দেশের  
 উন্নয়নের চোঁটা করেন। তাকে আপনাতই লাভ হবে অনেক বেশি। মায়ালা করণে আপনার  
 প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার কর্তি হবে, দেশের কর্তি হবে। প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা বনানেন  
 তুমি জান না বাংলাদেশ জিয়া ফাউন্ডেশন আর মুন্সিগঞ্জ জেলায় পুনর্নির্মাণ চালাই দিয়েছে।  
 মতিবুর রহমান রেজু বনানী, এটা আশংকা সত্য। অসল সত্য হলো টিকা দিয়ে একা চালাই  
 দিয়েছে। তারপর যদি ধরে নেই চালাই পণ্ডিত সরকারই চালাই, মুন্সিগঞ্জ জেলা ও বৃহত্তা  
 তান্ত্রা এসেলেই মানুষ বেগম জিয়া ৪৫ জনকে চাকরি দিয়েছে। সেই পর ধরে আপন (শেখ  
 হাসিনা) ছাড়াই। মুন্সিগঞ্জ ৭০০০ (সাত হাজার) জনকে চাকরি দেন। কিন্তু মায়ালা করণে  
 না। মায়ালা করণে নই। মায়ালা করণে নই। মায়ালা করণে নই। মায়ালা করণে নই।

সব কাজেই হোমেনের কথা, হোমেনের আপত্তি। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা উপরে  
 তার শয়ন করে চলে গেলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেষ বেহানা তাঁরা বানী শফিক  
 সিদ্দিকী এবং তাদের চাচা ও চাচার বোন মতিবুর রহমান রেজু ১১মস মতিবুর রহমান  
 রেজুকে উদ্ধেশ্য করেছেন।

পার মিক্স পুনর্নির্মাণ এই ১ কবি দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও পুনীত আচার্য্যিক করে পুনীত ময়ন  
 ব্যাং ১৯৯৬ সালের ১১শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা জিয়া ও মতিবুর রহমান  
 মতিবুর রহমান রেজুকে উদ্ধেশ্য করেছেন।

## পদ্মা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ট্রানজিট চুক্তি

জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তান মুখ্যমন্ত্রী জোহি রস ১৬ সালের শেষে দিকে বাংলাদেশ সরকার  
 এলেন। ময়মতী রেজু বনানীকে এসেই মতিবুর প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার সরকারী  
 বাসভবন গণভবন চলে এলেন। প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার যে তৎক্ষণা জাতীয় আন্তর্জাতিক  
 আন্তর্জাতিক পশ্চিম পাকিস্তান মুখ্যমন্ত্রী জোহি রস ও মতিবুর রহমান মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 হাসিনা পরিবারের তৎক্ষণা আন্তর্জাতিক মতিবুর জোহি রস মতিবুর মতিবুর

প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা এবং শেষ বেহানা মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 মতিবুর বা আন্তর্জাতিক মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 জোহি রস আন্তর্জাতিক মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর

১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে দিলে আসার পর শেষ হাসিনা মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 (প্রতি বছর ৩/৪ তারিখে আসতেনই) মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর

জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তান মুখ্যমন্ত্রী জোহি রস ও মতিবুর রহমান মতিবুর মতিবুর  
 প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার বাসভবন গণভবনে। গণভবনে মুখ্যমন্ত্রী জোহি রসকে গণভবন হয়ে থাকা  
 প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা দৌড়ে এসে জোহি রসের পায়ে পড়ে পদধূলী নিলেন। দীর্ঘদিন পরে  
 পিতা হয়ে এলেন মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর

প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা জোহি রসের পায়ে পড়ে পদধূলী নিলেন। মতিবুর মতিবুর  
 বসালেন এবং জোহি রসকে দৌড়ী করে কান্না দিলেন মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর

মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর  
 মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর মতিবুর

এক পর্যায়ে জোরতি বসু বসলেন দেখ যা, পক্ষের জলটল কিছু পাবে না অর্থাৎ পাই না, আর  
কুমি কিভাবে পাবে?

আমি প্রধানমন্ত্রী সেখানেই এর সমর্থন করে রেখেছি। কুমি পল্লি চুক্তি করে কোল  
জালে করে কুমি ভাল না পেলো তোমার বিদ্যার্থীরা পক্ষের জল পক্ষের জল বলে রাজনৈতিক  
ইস্যু আর তেহী করাত পাতবে না এটি সুইচকি কুমি পোড়ে যাবে। ২০/৩০ (বিশ্ব জিন)  
বহুসংখ্যক একটি চুক্তি করে দেখ। কুমি জলার প্রকল্পই ২০/৩০ বছর-এই কথা বলাতে যেয়ো  
না। কুমি বলাবে ও পাচ বছর মোকদ্দমের পক্ষ-চুক্তি করাত যাক। তোমার বিদ্যার্থীরা এই ও  
(পাঁচ, বছর মোকদ্দম নিয়ে চিলা ফিলা করতে থাকবে, পরে আমি ২০/৩০ (বিশ্ব জিন) বছর  
মোকদ্দম এর চুক্তি করে পদব। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ও চল্লিশবার সাংঘ আমায় এই প্রকল্পই কথা  
হয়েছে। কুমি এভাবেই কাজ চালাবে হাত আর একটা কথা যা পাততা চট্টগ্রামের  
উপজলটলদের সাথে কুমি সহসা একটি চুক্তি করে কোলার কুনেট পেশনও খাটনা ট্রেক।  
খাদ্য থাকবে শুধুরা কমচারী ওফস পাতবে শুধুরা শুধুরা কিছু কুমি সহকারী। বলাবে  
চাইলে উপজলটলদের অনুমতি নিয়ে করবে এটা আমি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  
প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পাকিস্তান চট্টগ্রামের উপজলটলদের নেতাদের কথা জানাতি যাকারি সচিব কুমি  
পাকিস্তান উপজলটলদের সাথে এই চুক্তি সম্পন্ন হবার এর চুক্তির নাম দেবে শান্তি চুক্তি  
এতে তোমারও হাত হবে। কুমি এভাবে করাত জমিনের যুক্ত পাতাই আর জমাদার দূর করে  
শান্তি চুক্তি কালর সাগো দুর্নীতাকর হোক ও পাকিস্তান পাতাই এর ওপরে তোমার বলাবে চলবে  
এল। আমি মা কুমি নোবল পুরস্কার পাব সাংঘ পাতাই।

এ মোকদ্দমের প্রধানমন্ত্রী শেষ হারিনা সুকলম সারব ও মাতা শুধু ছি লাবা। ছি কাক বলতে  
মাগলো, জোরতি কাক বললেন আর একটি লাক তোমার চাপ বলাকে কি লাক ওরা মুলি  
হাল

এরা মুলি হাল কি হারি পাকিস্তান চট্টগ্রামের পক্ষ-চুক্তির দিন ২০ টি আসনই মুলি হাবে কুমি  
পাবে মোকদ্দম মোকদ্দমের হাল ৩০ আসন পাতাই

আর জলটলকে কাক হাল সেওয়া ট্রানজিট সচিব লেবল (শেট) জলটল এসব তো তোমার  
বিদ্যার্থী সাংঘেই আমায়ের পাতা কথা হয়েছিল। কুমি হোক তোমার সুবিধাবানক সমস্যা  
আমায়ের। জলটলকে, এতলা মিলে দও বাল সাংঘ ওব না কিছু বেলি সেয়া করলে জলটল  
দিগির দিকে চুল মোকদ্দমের হতে পাবে বুঝল।

পশ্চিম বাংলা রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জেগতি বসু লাক শেষে চলে গেলেন। জলটল জলটল  
প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় বাংলাদেশ সরকার করে পলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেষ হারিনা  
দিল্লি সাংঘেই গেলেন এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জলটল কাকর সাংঘেই ৩০ বছর মোকদ্দমের  
পারমিটের সঙ্গাচুক্তি করে গেলেন। এও পরই প্রধানমন্ত্রী লব হারিনা এর কুকলো তাই মহান  
জাতীয় সংসদের বক্তব্য চীফ জুইগ মাতন অল্ল হারিনাই জলটলকে প্রধান করে, পাততা  
চট্টগ্রাম নিমায়ক কমিটি করলেন এবং জোরতি বসু মিল নয়া অনুমতি রাজনৈতিক,  
রাজকর্মচারী 'বাইন এবং রাজকর্মই বিইন পারিতা চট্টগ্রাম শক্তি চুক্তি করলেন।

এই শক্তি চুক্তি অনুমতি

- (১) পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পারিতা চট্টগ্রামের কোন খাটনা টাল্ল পাবে না এবং এই  
অধ্যাদেশ বাতিলীত খাটনা টাল্ল উপজলটলদেরই সঙ্গাই করবে ও খলু করবে
- (২) পারিতা চট্টগ্রামের ফুলিও কোন কনটাই পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী হবে



না। উপজাতীয়রাই উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে এই সকল কর্মচারীদের নিয়োগ দেবে, লম্বোন্নতি দেবে এবং রতখান্ন করবে।

(৩) পাবনা চট্টগ্রামের জলাশয়, ভূমি, বন ইত্যাদি বা কিছু আছে উপভোগ্যতা যদি অনুভূতি না দেয় তাহলে গণস্বত্ব হস্তী স্বাধীনতা সহকারে জমিহীন বা কোয়ান্ড করতে পারবে না।

### ଡଃ ସାହିତ୍ୟମିତ୍ର ସମିତି

১৯৮৬ সালের রমজান মাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি বাসভবন গণভবনে দেশের খানসার বাড়ি সরকারী কর্মকর্তা রাজনীতিবিদ বৈদেশী দূতবাসের লোকজনের ইচ্ছার পাট গণভবনের ছেঁচোর বিশাল ঘাটে বিশাল পাড়িন, বিশাল আয়োজন আয়োজন অতিথি এসে পৌছন এমন সময় হঠাৎ কামাল হোসেন তার দুই উল্লস সাথী নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে গায়েছোলা মিলে গ্রীষ্মে আসছেন পান্ডায়ন পদ সিকেন শেষ লাঞ্চে বসে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা দেখে হঠাৎ করে হঠাৎ কামাল হোসেনের দিকে হাত উঠিয়ে বলে উঠলেন ঐ যে এ কে ঘর কত আসছে ঘর আসছে। এই এই ঘর তোমাকে দূর বসা ঘর আসছে যেন আমার কান্ড না আসছে পানে ঘর আসছে ঘর বসা।

এশিয়ায় সাহায্যার্থে নাসিম ওঃ কামাল হোসেনকে পরবর্তীকালে পশ্চিম পাকিস্টান এক কোণে একটি টেলিফোন দিয়ে বলা হল।

অধিকাংশ লোক এমিলি হুগো দ্বারা উদ্ভাৱিত কল্পিত জগতৰ অস্তিত্ববোধৰ পোহৰা বহল নিজে  
 সৌজনা বিচাৰায় কৰাৰে। বৰ্ত্ত ৬০ কমান হোৱাসকল দিকে হোৱাৰে না পাৰেভালৈ এক  
 টোৱাক গুলিয়াৰ টিকাৰে সাধা বাহা নিহু কৰে এস অৰ্থন জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও  
 যতিভাৱে যান এ অৰ্থন। অধিকাৰী পৰ্ব্ব হোৱাৰে বহল ৬০ কল্পিত জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও  
 আৰাধ্যৰ বা অৰ্থন জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও অৰ্থন জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও  
 হাৰিলাকে সাধাৰণ জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও অৰ্থন জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও  
 মে কামৰ ইতি অৰ্থন জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও অৰ্থন জগতৰ ইয়া যুগা পঢ়িব ও

উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি অনুযায়ী ১৯৬৬-৬৭ সালের নীচ তালিকা (৫) দ্রষ্টব্য।

[illegible][illegible]

আপনার ঊর্ধ্বদেহে করণে সর্বদা সঠিক সাংস্কৃতিক চর্চা মেনে আচরণী লীসের  
খোঁসিডিয়ায় মেধা করণে সর্বদা সঠিক সাংস্কৃতিক চর্চা মেনে আচরণী লীসের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, ঢাকা থেকে ভূমি কি ভাষায় নথীকরণ কাজে-কর্মে বাধা দিতেই থাকবে না আমাকে কাজ করতে দিবে।

ন নেত্রী আশি আপনাকে বাধা দিত যত্নে কেন?

তাহলে তুমি প্রকৃত দশ্ব বলায় কেন?

ଆମ୍ଭେ ଏକମାତ୍ର ଫୁଲି ବାଳକାମ୍ଭ

জাগনি বললেন উইঃ বাল্যাম  
এখানে তো আরো একাধিক প্রস্তুত, কই কেউ 'ত' হোমস বডো ল'খা মিথ্যে না? তুমি এত  
তপস্বী, হসজ বেন।

ଆମେ (ମା'କି ବାଳ) ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

জাতিগত সমস্যা, গুণগত আশ্রি দেশে ইচ্ছা করা এবং আশ্রি প্রদান

যতদিন প্রাণি আপনাত মধ্যে আছে চরিত্র মক বলে যান। জ্ঞান না পেলে এটা না করা

ଆମନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ

আপনার ব্যাপার  
আপনার প্রচেষ্টা ফলস্বরূপ 'ক' বই 'দেখ' এই কবিতা বাক্য প্রধানতই শেষ হইয়া  
দেখিয়াছে। তবে 'ক' বই 'দেখ' বাক্য প্রধানতই শেষ হইয়া

## ଅବାଧିତ ଘୋଷଣା

১। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ২। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৩। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৪। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৫। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৬। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৭। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৮। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ৯। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং  
 ১০। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭ তারিখের স্মারকসং ১০৩৩/৪৭ নং

आचार्य नारायण ३०५

અ-ક મંજૂરી નં. ૫૭૧

$\frac{1}{n} = \frac{1}{m}$

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2011年12月11日

[illegible]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

2 2 4 2 1

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਬਾਨੀ

६६८३:३३३ ६६८३:३३३

૬.૪૦ પ્રધાનમંત્રી

संख्या	अनुसूची
--------	---------

पृष्ठ संख्या २२

સમગ્રે સદાચર અનુષ્ઠાઈ

মৌসমালয়      কলকাতা

ખાંસાદ ના એકા ગાદ

अध्यापकः नामकः

ଆମର ସମସ୍ତ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ

५३

দৈনিক  
**দিনকাল**

এ জন্যেই কি জীবন বাজি রেখে  
সুক্রিয়াক্ষ করেছিলাম?

[illegible][illegible]

ଆମର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ  
ସ୍ୱାକ୍ଷର

ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା  
ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ  
ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଶିକ୍ଷା  
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ  
ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোভিয়েট ডিক্টাইনে বঙ্গভূমি দেবে অর্থ মন্ত্রীর নিবাস ডঃ পারভেজকে  
 ফিঙ্গ হয়ে বলে উঠলেন, এটা জাতির পিতার ছবি পিছনে কেন?  
 অর্থমন্ত্রী সি এস ডঃ পারভেজ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, রাজারে চালু বর্তমান দশ টাকার  
 নোটের উপরে মসজিদের ছবি আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করে উপরের মসজিদ  
 এর ছবিটা টিক রেখে, পিছনে জাতির পিতার ছবি দেওয়া হ'লছে  
 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন ওসব মসজিদ টসজিদ কুশি না, জাতির  
 পিতার ছবি উপরে দিয়ে নতুন দশ টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়বেন। আমার বাবা যে  
 জাতির পিতা এটা পরতানের জাতকে থাকাতে হবে।  
 এরপর অন্য আর একদিন ডঃ পারভেজ শেখ মুজিবুর রহিম উপরে এবং মসজিদের ছবি পিছনে  
 দিয়ে করা সোভিয়েট ডিক্টাইনে নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা দেখলেন ও বুঝি ছন এবং  
 মৌখিক অনুমোদন করে দেন। বর্তমানে বাজারে শেখ মুজিবুর রহিম স্থানান্তর দে নতুন দশ  
 টাকার নোট রয়েছে এটা সেট।

## ১৯২-১৯৬ পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি

৩৮ লাখ টাই মানুষের লাশ ১৯৯০ সফরিক স্বরূপার নির্যাত করে গণতন্ত্র মুক্ত করতে  
 দেশের নর লোককে জীবন দিতে চেষ্টা। পতন হু চোখের প্রকোপে দেশে ঘেঁষাচার মিথ্যে  
 থাক, গণতন্ত্র মুক্ত পাক আন্দোলনে সফরিক স্বরূপার জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ  
 এখানার পুলিশ বিভাগ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে মরার মত একাধিক আন্দোলন অনেক হাজার  
 লাশ নষ্ট হয়েছে কিন্তু ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের পর ১৯৮৮ সালে আন্দোলনের  
 নির্যাতন নির্যাসক মরার মত অধীনে পরিচালিত ১৯৯১ সালের নির্যাতন গণতন্ত্রের পক্ষে  
 নির্যাতন লেগে থাকে মারাত্মক ছিল সবচেয়ে পতন আন্দোলনে মারাত্মক চালা হাজার লাশ,  
 নির্যাতন আর সেনাবাহিনীর গুলিতে একজন লোকও নিহত হয় নি। যদিও ১৯৯১ সালের পর  
 কেউই খালেস হওয়া সরকারের পতনের লক্ষ্যে নতুন ইস্যুতে শুরু হয় শেখ হাসিনার  
 আন্দোলনে চাকা গুলিতে যেটি ১০৩ (একশত তিন) জন লোক নিহত হয়েছে। তথ্যপত্র এই  
 নিহত হওয়া ১০৩ জন লোকের মধ্যে ১ জন লোকও পুলিশের বা আইন প্রয়োগকারীর সংস্থা  
 গুলিতে নিহত হয়নি।

১৯৯১ সালের নির্যাতন জনগণের সোচ্চারিত হওয়া লক্ষ্যে হাজার হাজার আশার  
 পর থেকে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালেস জীবনে ক্ষমতাসূত করার জন্য মরিয়া হয়ে  
 ওঠেন। কখনো কখনো প্রত্যাহার করে আন্দোলন প্রধান নির্বাহক হওয়াও, কখনো সংসদ ভবন  
 ঘেঁষাও, কখনো নির্যাতন কর্মসূচি সেবার কখনো বাজারি এজিলের মতো কখনো প্রধানমন্ত্রীর  
 কার্যালয় ঘেঁষাও ইত্যাদি নানা ইন্দ্রিতে ১৯৯২ থেকে শুরু হয় এবং ১৯৯৬ সালের ২৬শে  
 মার্চ স্বাধীনতা নিবন্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বৈধ পক্ষ কর পক্ষে শেখ হাসিনার সরকার  
 আন্দোলন, সংগ্রাম ও হরতালের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচি ও ২জন ওজন ৪জন করে মানুষ  
 গুলিতে নিহত হয়েছে। এই নিহত হওয়া মানুষেরা কেউই পুলিশ বিভাগ বা সেনাবাহিনীর  
 গুলিতে নিহত হয়নি। আরও এই নিহত হওয়া ১০৩ জনের সকলেই নাগণপ্রহর  
 পরিচর্যহীন, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিচালিত খালেস জিব সরকার পতন আন্দোলনে জাওয়ানি







কম্বোটা লাশ পড়েছে দেখে আত্মকে থরস দাও এই কুখ" লেগেছে, বাবার লাশ  
হাসপাতাল থেকে ফিরে তিনটা লাশ পড়ার কথা বললে বজনুতু বন্য পেশ হাসিনা তৈরী হয়ে  
হাতে কুম্বাণ নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালব মর্গ নিয়ে গুটিয়ে নিহত্যের লাশ দেখে  
চোখে কুম্বাণ দিলেন মর্গটো মাংসবিন্ড ছবি কুললেন পত্রিকায় সেই ছবি ছাপা হলো।

**कृषांश्च ज्ञातुं**

মহিলা আশ্রয়শীলী নীপের অভাব, দেশীয় আশ্রয়শীলী নীপের বহিষ্কার সম্পর্কিত আশ্রয়শীলী নীপের সাধারণ সম্পাদক বর্তমান জনসংস্কার: মহিলা জিহ্বা বহিষ্কার এবং এই দ্বি-বহিষ্কার ১৯৯২ সালে বহিষ্কার করা হয়। জনসংস্কার জনসংস্কার নাম উল্লেখ করে বহিষ্কার, বহিষ্কার এবং নামে অনেক ব্যাখ্যা আছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যে দেশে এই ধরনের কৃষক কল্যাণ, প্রায়শই  
শ্রমিকদের দ্বারা নিষেধ করা হয়।

অন্যদিকে ক'ম লক্ষ্যমাত্রী বেশ হারিয়েছে মূল্য। এটা জানতে পার অর্থাৎ তৎক্ষণাত্‌ খ' হয়ে গ'ল। আর একটি কথাও ন' ব'লতে চিন্তা কর।

জিহুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী

[illegible][illegible]

## টাকা জব্দ লাগে

বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার স্বর্জনৈতিক জীবনে দু'টি জিনিষ ছাড়া অন্য কোন কিছুই চিনেন  
নি। জিনিষ দুটির একটি হলো অর্থ মানে টাকা। অন্যটা হলো লবে, মানে মানুষের  
নাম। এই দু'টি জিনিষ ছাড়া আর লনের মেজা করে গুল্মময়ী এবং অনান্য যাবা ভাব  
বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার। কারো প্রসঙ্গে তাকে কারো কোনমতে খিনি অন্য কোন কিছুই  
চান নি। এমন কি ২৮শে সেপ্টেম্বর তার জন্মদিন হলে টাকা ছাড়া অন্য কোন কিছু উপহার  
নিয়ে আসেন। বহুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উইসমার সফটওয়্যার কলকাতা, এডাল আমি সেই  
বা আমি কলকাতা চাই। কাল নগর টকা ছাড়া অন্য উপহার আমি গ্রহণ করি না।

১৯৬৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গণচলনে কসেও তিনি একই কথা বলেছেন। আরও দাবী করত  
কমলা শেখ হাসিনা র প্রধান দাবী আপনি সেই হেন ন কেন যেহান থেকেই টাকা নিয়ে  
আসেন ন কেন, জানেনই। শেখ হাসিনার কথা হচ্ছে অন্য টাকা লাভ হবে যদি টাকা না  
দেন তাহলে ত্রাত। শেখ হাসিনার কথা ম্যান্ড। তবেই পণ্য ইবেন না। বঙ্গবন্ধু কমলা  
জানেনই। শেখ হাসিনাকে তার লাভ টাকা কেহন ছান প্রাপ্তর টাকা বা লাভ অন্যান্য সাপে  
সঙ্গে তিনি। শেখ হাসিনা আপনার কথা কেন? বুঝি শুধু টাকা লাভ নকুন বাংলাদেশের দিকে  
লাভ বাড়িয়া দেবেন। গ্রামফোন তিনি টাকা আসেন কোন দেশ লাভ উত্তরাঞ্চল হিসাবে  
পিছায় টাকাই আপনায় কাঙ্ক্ষ থেকে। নানা চাই ই চাই টাক নিতেই হবে চবি করে  
টাকা আনছেন তার দিক ইংরেজ ভালে বাংলা বা লাভর কথা টাকা এনায়েন অও দিতে  
যবে মানুষ খুন করে টাকা এনেছিল তাও দিতে হবে খুন থেকে টাকা এনেছেন তাও দিতে  
হবে।

ହୁଏ। ସେହି ଓ ସୁସ୍ଥ ନିତି ନେଇ ଏ ମାନବ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଏ ଓଡ଼ିଶା - ମିଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାହା ଅପମାନ କାନ୍ଦି ଶେଷ କରି ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହେବ, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ନିଜେ ଓ ଅପମାନ ଓ ଅସମାନତା ମାରି ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀର ବରମାନ ଗ୍ରହଣ

[illegible]

বঙ্গবন্ধু বন্যায় শেষ হ'লনা চিকিৎসা মন্ত্রি ছি' নেড়ে প্রকল' টকর ক'লন দুটি নিচোষ দ্বাংতে



নিয়ে জম্মুলোককে বনতে লাগলেন, বসেন, কসেন। এই উনাকে চা-গন্ধা বাগদাত।

শেখ হেলাল আবার টাকার ব্যক্তি নুটি নেওয়ার জন্য জম্মুলোকী শেখ হাসিনার সাথে জম্মুলোকের সামনেই কান্ডাকাড়ি শুরু করলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এর যথেষ্ট জম্মুলোককে বনতে লাগলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ঘাব অনুষ্ঠানটা একটু ভালো করে করুন। আপনি আসবেন ঘনঘন আসবেন।

১৯৯২ সাল থেকে যমুনা সেতুর নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কোম্পানী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নির্মিত টান নিয়ম আসতো। আর সেই জন্যই যমুনা সেতু উদ্বোধনের কার্যকর দিন আগে উত্তর বঙ্গের জন্য নির্মিত গ্যাস লাইন সম্পূর্ণ হোলে যমুনা নদীতে পড়ে গেল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্যাস লাইন নির্মাণে জন্যই কোম্পানীর একটি, অসিয়ার, নিয়মানের অভিযোগ আনলেন। শেখ হাসিনার সরকার বোম্বাস্ট নিকট থাকে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কোন নেতা-কর্মীকে কখনই নীতির কথা শোনাননি। আদর্শের কথা শোনাননি। অতীতের কথা শোনাননি। যে ই তাঁর কাছে পিছিয়েছে তাকেই তিনি আরো-অকমবেশে শুধু কলহের আঁশ নির্দেশ দিলাম ঘেরে লাগা যোগে সাও আঁশ লাগ চাই।

আওয়ামী লীগের বর্তমান মন্ত্রীরা অনেকই বনতেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডো টাক। আর লাগ হাড়া কিছুই বেগে না আর কত টাকা, আর কত লাগ দেব। অবস্থা অবক্ষয়।

শিল্পপতি জিতা হাওয়া প্রধান খুদী আসামী উদ্ভিদ-এল ব্যাকের পরিচালক চেয়ারম্যান আক্তারজামান বাবু বলেন, আর কত টাকা সেন, দিতে দিতে তো নিঃশেষ হয়ে গেলাম।

## স্বামীর সাথে না থাকা

বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে আসতে গেল থেকে তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়াথ মাগল কখনই একটি দিন বা একটি বাত স্বামী গী হিসেবে কটাননি। আশেই ব্যক্তি শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আসার পর প্রথমে তার স্বামীর মহাখালি সরকারী কোয়ার্টারে গেলেন। পরে স্বামীর বর্তমান বাড়ি পিত্রালয় বঙ্গবন্ধু ভবন তারপর ২৯ নম্বর ফিল্ম সোড এডং তারও পরে স্বামীর ৫ নম্বর স্বামী ও নিজের বাড়িতে এবং এখন প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনে থাকেন। কিন্তু তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়াথ থেকে এখন পর্যন্ত তার ডঃ ওয়াজেদের। মহাখালির কার্যকর লাগ কর্মস্থানের কোয়ার্টারেই রয়েছে। তিনি কখনোই সাময়িকি বর্তানে ২৯ ফিল্ম সোডে, স্বামীর ৫ এক গণভবনে আসেননি এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও তাকে আসনান শুধু তাই ই নয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বহন তার স্বামীর মহাখালি কোয়ার্টারে গনতেন শুধু ডঃ ওয়াজেদ থাকতেন। এ কোয়ার্টারের ভিতরের বেই বাড়িতে উত্তরের সড়ক হাড়ে-দিয়ে দেখা মাফাক তো দূরেন, যুগোযাও হস্তেন না।

মহাখালি স্বামীর কোয়ার্টারে থাকতে এবং গণভবনে স্বামীর বর্তমান পিত্রালয় বঙ্গবন্ধু ভবনে থাকতে, ১৯৮৭ সালে মুম্বইয় হস্তাক কলেজ ছাত্র লেসেন্ডি সি সি মান কল্লি মাস নামের তরুণ যুবক আসন্ন আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্মাণে কটিন মাফিকভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক এক ঘণ্টা আগে গোসল করে লাউডার, লাউডিতম যোগে লগা চুলের একটা বেশী করে চকচকে নতুন বাড়ী গুটিয়ে পরে খুদী পরিপাতি হয়ে কটিকে সঙ্গে না নিয়ে শুধুমাত্র গাড়ির



কান্তি দাসকে সঙ্গে করে বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে আসেন। এর কিছুদিন পর কুনাল আদ্যাপ্তো স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করে চলে গেলে শেষ হুসিনা ফন্সনোশার হয়ে কুনালকে আবারো বঙ্গবন্ধু ভবনে ফিরিয়ে আনলেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়ে ধানমন্ডি বহির্গত বঙ্গবন্ধু ভবন জামা করে বিক্রোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কুনাল কান্তি দাস ও তার তিন শোষা আদ্যাপ্তো নজিব নাসিম ও নকিবকে সঙ্গে নিয়ে ২৯ নম্বর মিন্টু রোডের সরকারী বাসায় উঠলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার তিন শোষা আদ্যাপ্তো নজিব এবং নাসিম ও নকিবকে সঙ্গে নিয়ে মিন্টু রোডের বাসায় এঠায় কুনাল কান্তি দাস হার শুনাই অসন্তুষ্ট হাল। এই অসন্তুষ্টির এক পর্যায়ে কুনাল কান্তি দাস বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মিন্টু রোডের সরকারী বাসা ত্যাগ করে চলে গেল। কুনাল চলে যাওয়ার পর শেখ হাসিনা তিন দিনের মধ্যেই হার শুনাই অসন্তুষ্টির ফলে জানতে পারেন।

কিন্তু কুনাল কান্তি দাস ফিরে না এনে লোকের সন্ধান পড়োফতাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে তার দৈনিক সম্পর্কের কথা প্রচার করতে থাকে। কথায় কথায় কুনাল কান্তি দাস হার শুনাই হারতে থাকে, শেখ হাসিনার শরীরে কোথায় কি আছে কতটুকু আছে জামি কুনালের জানতে থাকি নেই। কুনালের এসব কথা শোনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কানে, পিছাতে লাগলো।

একটা কয়েক পরে বাংলা নতুন সভাপতি ১৪০১ সালের ১ম জৈশ্ব হাড্ডাবে অন্য কেউ আসার আগেই কুনাল কান্তি দাস ২৯ নম্বর মিন্টু রোডের সরকারী বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে দেখা করলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কুনাল দাস বসে থাক একটি ছাগল দেখিয়ে কুনালকে বললেন দেখ শেষ ভাগি হলে ৩৫।

এটা বহুদিনের পরে কুনাল কান্তি দাস কুনাল হার শুনাই জানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে যোগ দেবেনও শরীর অবস্থানে যেতে পারেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারে ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের ভেতরের গেটের সামনে-নিজের দিক থেকে কুনাল কান্তি দাস এর হাড্ডি হাড্ডায় ধাক্কা করে দেলেন কেন পাগা দেলেন।

## পাচার

এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় চাকুরীকীকী হোক অন্য কারো হোক অবলম্ব্যক্রমে এই দেশের সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ভাঙতে পাচার করে চাকুরীকীকী বৈধ অবৈধ যেভাবেই অর্থ উপার্জন করুক অর্থাৎ অসৎ পথে ঘুমে দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্থ উপার্জন করুক কিংবা চাকুরীর বেতনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুক, যেভাবে উপার্জন করুক তাদের উপার্জনিত সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ভাঙতে পাচার করবে। হিন্দু বাবসারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই এই দেশকে তাদের দেশ মনে করে না। আর তাই এই দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জনিত সমুদায় অর্থ ভারতে পাচার করে।

অনুকপভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার-পরিজন সকলেই এই দেশকে নিজের দেশ মনে করে না। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থকড়ি-উপার্জন সকল ধর্ম-সম্প্রদায় বিদেশে পাচার করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের লোকেরা প্রধানত ঢাকা, সিলপুর, ইংকং, সতুন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম-সম্প্রদায় পাচার করে।

## ভাট প্রত্যাহার

১৯৯২ সালে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সরকার বাংলাদেশে প্রথম ভাট প্রথা চালু করে। খালেদা জিয়া ভাট চালু করার সময় তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগ ভাট প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ভাট প্রথা বাতিলের দাবিতে মিছিল সমাবেশ করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এর মধ্যে ভাট প্রথা বাতিল না করলে হরতাল করা হবে।

তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হচ্ছিল আপনি যে ভাট বাতিলের জন্য হরতাল আহ্বান করতে যাচ্ছেন আপনি ক্ষমতায় গেলে কি করবেন? ভাট প্রথা বাতিল করবেন।

পরেটা পরে হবে এই কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই ভাট বাতিলের দাবিতে হরতাল করলেন, আর তিনি (শেখ হাসিনা) যখন ক্ষমতায় এলেন তখন ভাট বাতিল হো দুরের কথা, উল্টো ভাটের আওতা আরও বর্ধিত দিলেন। অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া সরকার যে সকল পণের উপর ভাট বসিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেই সকল পণের উপর ভাট বহাল রেখে রাখলেনই বরং সে সমস্ত পণের উপর ভাট ছিল না সেই সময় পণের উপরও ভাট ধার্য করলেন।

## খেলা

জান্নাতুলী শেখ হাসিনা নিজেকে একজন বড় খেলোয়াড় মানতেন। তিনি মানতেন তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ খেলোয়াড় এবং তার মতো খেলোয়াড়ের সমতা বিশ্বে জুড়ি নেই। তিনি খেলাতে ভালবাসেন। ফলাতে পাল খেলত তার একমাত্র কাজ। তিনি সকলের সাথেই খেলেন। জানতার সাথে খেলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে খেলেন। নিজেদের দলের কর্মীদের সাথে খেলেন। স্বামীর সাথে খেলেন। আত্মীয়স্বজনের সাথেও খেলেন, তবে কম খেলেন। নিজের বোনের সাথে খেলেন। তার পেরে উঠেন না, যারা পরে ছেঁকে যান। ছোলে-মেয়েব সাথে খেলতে গিয়ে প্রচণ্ড খার খেয়ে যান।

জান্নাতুলী শেখ হাসিনা মনে করতেন তার মতো একে বড় খেলোয়াড় আর নেই এবং তিনি যে খেলা খেলেন, এ খেলা খেলা বা কোণার লাড় করে নেই। পৃথিবীর কেউই তার খেলা ধরতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। এ খেলায় তিনি অনন্য অদ্বিতীয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জান্নাতুলী শেখ হাসিনা যে খেলা খেলেন, সে খেলার নাম হচ্ছে, প্রত্যাহার খেলা। তিনি সকলের সাথেই প্রত্যাহার খেলা খেলেন।

## প্রিয়-অপ্রিয়, পছন্দ-অপছন্দ

প্রিয় বাসা : গরুর ভাঁড়ি।

প্রিয় গান : জিকাগি জেনেগি।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মুখাম্মদী জোস্টি বসু।

সবাইকে বেশি লাভ : টাকার প্রতি।

সব চাইতে অপছন্দের : নায়াজী মনুখ

সবচাইতে স্বস্তি এবং আনন্দের : মানুখের কাশ

সব চেয়ে বেশি শট : মিষ্টি দলার













## সূরে সূরে কথা বলা

রাজনীতিতে সূর সূরে কথা বলতে হয়। পার্টি বা সংগঠনের নেতা বা নেত্রী যিনি, তার সূরে সূরে কথা বলতে হয়; আর্থান যে পর্যন্তর নেতা বা কর্মীই হন না কেন। পার্টি বা সংগঠনের অথবা রাষ্ট্রের মূল নেতা যিনি, যার হাতে পূনঃ কম্বো তিন বদি চৌত্রের ডর দুপুরেরও যোগেন, এখন যাক আর্থানকেও তাই বলতে হবে। যিনিও তখন ৩৫ মণ্ডর কবু ফুলের ডা বলালে পারেন না। যদি সূর সূরে কথা না বলে, সত্য কথা বলেন, তাহলেই আর্থান নেতার কাছে হলেন অসহযোগের ব্যক্তি। নেতা বা নেত্রী যা বলান তা হতেই অসত্য বা ভুল হোক না কেন। তা আর্থানকে তাহলে জাম তার সূরে ফিক নব সিক বলে হেরে ডর। যদি তা না পারেন, তাহলে জাম যা হে ক অস্ত্র ডাকের হেরে সঠিক করতে পারেন না। যোগ হতে পারেন না। আর রাজনীতিতে তিনি মূল নেতা। পার্টি বা সংগঠনের মূল দলিক অর্থাৎ যিনি অস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু, তার কাজ হল, যা তার মধ্যে তার মিলিয়ে সূর সূরে কথা বলবে বা কাজ করবে, তাহলেই সংগঠন যোগ ও অসহযোগের মনে বলা। এর সাইকি তিন আর কিছুই মনে করতে পারেন না। অর্থাৎ কুলি কার্ট হোক অথবা ইলেক্ট্রিক হোক, তিনি মনে হোক তাহলেই, আর্থান অর্থানকে কোন নেতা বা কর্মী যদি তা করতে পার তাহলেই তিনি ধরে লেন অর্থান এই লোক তার প্রাণ আর্থানকে নোনা না, যোগ ও কথা। অর্থানকে লোকের লোকের কাছে যে অর্থানী লোক সভার নেতা প্রধানমন্ত্রী শেষ হারিয়ে ফেলে তিন তা বলবেন বা করবেন তা সঠিক হোক না হোক অর্থানকে বলতে হবে হিরে সত্যই সিক।

বললকু নন্দা শেষ হারিয়ে সত্যই সত্য হার কথা হল, হার শেষ হারিয়ে কোন কুলি থাকে ও পারেন না। কেউ যদি মনে করে তাহ (সেই সংগঠন) কুলি ওয়াহে ডাকের ডাকের রাজনীতি প্রথম কথা পুনরায় যোগ ডাকের ডাক সিক সিক তাঁর আর্থান যা বলালেন তা যা করেছেন তা সব সিক। শেষ হারিয়ে বাকী তাহ হার ওকে ডাকের ডাকের ইলেক্ট্রিক ওয়াহে সত্যই হিরে

## কোন শিক্ষা নেয়নি

রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কম হার করে সত্যি হার মুখের কথাই লক্ষ কোটি মানুষ ডাকের ডাকের হার হার স্বাধীনতা ইলেক্ট্রিক সত্য সত্যি জামের হার দিকে দুটে খোঁজা। পবন কলশায় আর্থানকে সবকিছু হার কুলি মিলিয়ে কুলি সত্য কথা কুলি সত্য যা অর্থান যোগের সত্য করতে তিনি শেষ মুক্তিবর বহমান। কেউ কেউ তাক জামের পিতা বহমান শেষ মুক্তিবর বহমান বলেন, কেউ কেউ বলেন না, তাহলেই বেশি বহমান মানুষ জামের পিতা বহমানকে বলেন না, বাকীও বলেন না এবং মনে না কিছু তিনি যে বাধ্যবশতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি এটি লক্ষণের বাকী করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সত্যবতী আহমদ কুলি আসসালামু খানকে মিলান নাস্তি আনসানাডু খানকুম মিলান নাস্তি। মুক্তিবর সত্য হেরে নাস্তি হেরে সিক সেই সময় বাংলাদেশে সত্যবতীতে কমতার ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি শেষ মুক্তিবর বহমান বাচার কথা, শুধু বাচার কথা দীর্ঘ তিন খন্ড সত্য তিন খন্ড কত কেউ সত্যবতীই না করেছেন। তার প্রাণ নাচলেই কুলি সেনাবাহিনীর প্রধানের কাছে কোন করেছেন। সেনাবাহিনীর ডাকা বিগেড ১৫০০০০ কাছে ফোন করেছেন। তার মিরাপের সত্যবতী নির্দেশিত সেনা ইলেক্ট্রিক প্রধানের

কাছে ফোন করেছেন পুলিশের অফিসের কাছে কোন করেছেন পুলিশ কন্ট্রোল রুম ফোন করলেন গণডায়নি ফোন করলেন কিন্তু কোন জবাব থেকেই একটি সাক্ষাৎকর্ম এলো না সর্বশেষস্থান পরম কক্ষনাময় অফিসের বাকুল জাহাঙ্গীর শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার-পরিজনদের জীবন রক্ষার জন্য একটি মানুস্যিক পাহারান না যে ব্যক্তি এতো লোকজন এতো চল চলোচল, এতে অনুসারী, এতে কর্মসূচী তাকে সাহায্য করতে, তার প্রাণ বাঁচাতে কেউ-ই এগিয়ে এলো না।

মানুষের জন্য নিরোদ্ভূতপ্রাণ, দেশপ্রেমিকতায় বন্দী করে বিচার না করে বিনিন্দ্য হাতে হত্যাকাণ্ড পলা অলমুয় সম্মানে থেকে বৃষ্টি গুলি করে হত্যা করে পালক পালিগমেন্টে দাঁড়িয়ে দস্যুর সাথে কোথাও সিরাজ মিকদর বসে ও দাঁড় করে, স্বাধীনতার ইত্তেহাদ পাককারী এম এ রশিদ শেখ মুজিবের অগ্নি দেব শইয়স মরন ছত্রলীপ্তে সন্তপতি তখন এম এ রশিদ, ছত্রলীপ্তের সামান্য সম্পাদক শেখ কামালের সাথে থাকে বাকুল এম এ রশিদ মীরদীন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যাননি

এম এ রশিদ বলেন একদিকে যে তরু কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন এটা জাতি বুঝতে পেরেছিলেন শেষ দিন তারিখের অনুসরণে ৭২-এর ছাত্রই অগ্নিতে আত্মীয় যখন গণডায়নি মঙ্গলকুর সাথে দেখা করতে গরি প্রায়কে দেখেই বাকুল বসে উঠলেন পরিদর্শিত এমন যেই আঙে যে আমদা দরবারে হাজির হবে তার সঙ্গে, শইয়স মিলে সেই বলা তার হামিহে ছিল ভয়ানক অহংকার লেগে থাকা শুধুই তার দল বাকুল উঠল একদিকে আর বেসিদিন পৃথিবীতে নেই

১৫ই আগস্টের বিয়তি রাত্রে, অকৃত্যকে হত করা সব সময় কৃত্য হতে পরবে প্রাণী মানুষের জাতি অমানুষের মত আচরণ না করা মানুষকে সম্মান করা নিজেদের মানসিক মনে না করা মানুষকে ভালবাসা

আত্মপ্রত্যাশা ও গরিম বর্জন করা কিন্তু দুঃখ ও পরিচালিত থেকে শেখ হাসিনা শেখ বেহানা এবং তাদের পরিবার-পরিজন আইনগত, ১৫ই জুলাই থেকে বিজ্ঞান এ শিকার মেয়ান বরাং ১৫ই আগস্টের ঘটনা থেকে তারা অত্যাচারিত জীবন বরণনা তারা মানুষকে চুল পরিচালিত ভালবাসে না মানুষকে অলমুয়-অলমুয় তার প্রচণ্ড অলমুয় বোধ করে

## কার কত টাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ভেটি বোন শেখ বেহানাও এখন একই একাউন্ট, একই হিসাব দুই বোনের মধ্যে এমনকি নগদ ছাড়াও পকেট মনে মিলে একটি একাউন্ট ইত্তেহাদ বিনিময়ে আদ্যাপন করা হয়েছে এই দুই বোনের বক্তব্যে অস্বাভাবিক। বার্কেন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি ডিলারমেন্টাল স্টোর জমাছে এবং একটি ১০০০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মোর পুত্র ও তার সখী প্রথমটি চলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফোন লক এবং তৃতীয়টি চলায় প্রধানমন্ত্রীর ভেটি বোন শেখ বেহানার ফোন লক এছাড়া এই দুই বোনের বিভিন্ন দেশে প্রায় তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা লগন আছে

প্রধানমন্ত্রীর চাচাভাড়া ভাই শেখ হেলাল এমপি প্রায় তিন হাজার কোটি বেসিটি টাকার উপরে মালিক প্রধানমন্ত্রীর চাচাভাড়া বোন লুনা এবং মিনা শওকত ভেটি টাকার মালিক প্রধানমন্ত্রীর অপদ চাচাভাড়া ভাই রবেল ও তার সখী ভাইয়ের কত কোটি টাকার মালিক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চাচাভাড়া চাচ শেখ হাজিরুর রহমান টেকন প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার মালিক প্রধানমন্ত্রীর



মানুষের জন্য নির্বেদিতপ্রণয় দেশশ্রমিক সর্বহারার কল্যাণ নেতা কমরেড মির্জা সিকদারকে বিনা বিচারে বন্দীদশার হাতে হান্ধকাপ করা অবস্থায় সমুখ থেকে হাল্কা করে তত্ব্য করে, মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তাকে কোথায় মির্জা সিকদার বলে আঞ্চলিক করে শেষ খুঁজির হয়েছে বিবেকহীন এক কাপুরুষ।

## ভায়েরীর শাতা

ভূমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। ভূমি চেয়েছিল খেলতেন প্রকারে একবার শুধু ক্ষমতার মাগুস্তা। তাই হয়েছে দেশের দান। প্রতিবেশী কিছু করতে পারে যে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন তা ভূমি করতে কখনই সক্ষম হলে না। প্রথম থেকেই শুধু ক্ষমতার বাণ্যায় জন্য ভূমি সর্বদা ব্যস্ত ছিলে এবং তাই হয়েছে। ১৫/৮/৮৬

না, ভূমি দেশের জন্য কিছু করতে পারেন না। দেশের দেশের জন্য কিছু করার মন তোমার নেই। মানুষের জন্য কিছু করার মন নেই বলবী, "তোমার ইচ্ছাও নেই।" তাও চেষ্টা নেই বলবী তোমার উপায়ও নেই। যদি তোমার ইচ্ছাও নেই, তাহলে কিছু একটা উপায় হলো। কিছু ক্ষান্তির জন্য কিছু করার ইচ্ছা তোমার নেই। কতটাই উপায়ও নেই। ১৫/১২/৮৬ইং

আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে চাই। কিন্তু কোন ইচ্ছাও নেই করা করতে পারি না। ভূমি ক্ষমার অর্থের, ভূমি প্রার্থনা কর আল্লাহ একদল জাতিদের যেন তোমাকে ক্ষমা করার সমর্থ্য আমাদের দেন। ২৭/৩২/৮৭ইং

১৯৮১ সালের ১২ই জানুয়ারি ভূমি "তোমার পিতার ছদ্মস্তম্ভ বহিন্দা নথের বর্ণিতটি এবং অলঙ্কারের মালিকানা নিয়ে, ৭২ পৃষ্ঠার একটি হস্তাক্রান্ত স্ট্যাক বুকে নির্দিষ্ট, তখনই মনে হচ্ছিল ভূমি মানুষ নাও জন্ম কিছু। ভূমি বহিন্দা পুঁটিয়ে বুটের সব বুকে নির্দিষ্ট। সবাই হতবাক হয়ে তোমার দিকে ত্র্যাকিয়েছিল। কি রকম ধীরে ধীরে এবং অস্বাভাবিকভাবে ভূমি বলবৎ, আমার কাছেও দুঃখিনীতা কর্তব্য করা হলেও। মূল দুইটা বই। আমার চাতের চাঁদাশিট ভূমি কর্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন লগাইল আর সরেই কর্তব্যক একটি একটি করে সব বুকে নির্দিষ্ট। তোমার চাতের বই, অলঙ্কারের বই মনে আছে। সেদিন তোমাকে দেখে মনেই হয়নি যে এই বর্ণিতটি তোমার পিতৃহত্যার সব শেষ হয়ে পোছে। ভূমি এমন ভাবে গুলে জায়া সন্তান লক্ষ টেকার গহনানই মনে মনে বুকে নিলে যে, তাতে মনে হলো ভূমি মানুষ নয়। অন্য কোন কিছু।

কারো লেখা পড়না, কোন বই পড়না। ভূমি কেবল শোন না। তোমার নাম লেখ হাসিনা। ভূমি পিতৃহত্যারই দ্বারী কর্তব্য পিতৃহত্যার এক বর্ণ। তোমার মেয়ের জায়া, ভূমি বহিন্দা তোমার প্রিয় গৃহভাতা বহিন্দা, যাকে ভূমি তখন থেকে, সেও তোমাকে ভালবাসতো। কিন্তু সেও তোমার কাছে গইল ম। ভূমি এমন এক দ্বারী

## শিক্ষা

এসবই ভূমি আমাদের দিয়েছে।

তোমার কাছে থেকেই এসব আমাদের পাঠ্য।

ভূমি যা দিয়েছে তার সবটুকুই আমরা পেয়েছি।

নতুন করে তোমার কাছে থেকে আমাদের এর প্যায়ার কিছুই নেই



ভাই, তুমি যা নিয়েছ, তা আমরা সকলের কাছে ফাঁদ করে দিতে চাই।

তাহলে তুমি দুঃখ পেল, আমাদের কিছু করার নেই।

এ শিক্ষা তুমিই আমাদের দিতেছ। তোমার কাজ থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি।

সেদিন হয়তো তুমি তাব নাই, তোমার শিক্ষাই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে দেব।

এই হয়। আসলে এই হয়। তোমার মতো যারা এ শিক্ষা দেয় তারা কেউই ভাবে না, এই শিক্ষা একদিন তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লেগে যাবে।

তাই হয়তো তুমিও ভাব নি।

তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একেবারে খালি হাতে বিনাচ না দিয়ে অন্তত শিক্ষাটা দিয়ে দিচ্ছেছিলে।

নইলে তো মাঠে মাজা যেতে হতো। (অবশ্য তুমি তাই চেয়েছিলে)

তোমার দেয়া শিক্ষাটা বেঁচে কিনে, অন্তত বাঁচান চেষ্টা করি।

শেষবারের মতো বলি, তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস কর, তোমার বিরুদ্ধে এ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না।

জানি বিশ্বাস করবে না। কারণ, তোমার মাঝে বিশ্বাস বলে কিছু নেই।

### মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে মানুষের মনন জগতের এক ধরনের অনুভূতি। যে অনুভূতির ফলে একটা জাতির মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের ফলে গোটা জাতি মন থেকে পুরনো ধ্যানধারণা ব্যক্তি স্বার্থপরতা, বেড়ে ফেলে নতুন মন ও ভাবনা নিয়ে পড়ে ওঠে। এই মন ও ভাবনাকে বলা হয় চেতনা।

আর এই পড়ে ওঠা নতুন মন ও ভাবনা বা চেতনা হচ্ছে, নিজের চাইতে অন্যকে (অপরকে) বেশি বড় করে দেখা। বেশি ভালবাসা। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বেশি বড় করে দেখা। নিজের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে অন্যের সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দেওয়া।

একটা জাতির জীবনে এই চেতনা বছর বছর আসে না। একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রয়োজনে হাজার হাজার বছর পর একটা জাতির জীবনে এরূপ একটি চেতনার জন্ম বা সৃষ্টি হয়। আর একটা জাতির জীবনে যখনই এই চেতনাত সৃষ্টি হয়, তখনই সেই জাতি ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একে অপরকে নিজের মতো ভালবাসে। কখনো কখনো নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা বা অন্যকে নিজের মতো করে ভালবাসার চেতনাকেই বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

জাতির জীবনে যখনই এই চেতনার জন্ম হয় তখনই সে জাতির মাথা তুলে দাঁড়ায়। পৃথিবীর কোন শক্তিই আর সেই জাতিকে সাবিয়ে রাখতে পারে না।

অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসার চেতনা হাজার হাজার বছর পর বাঙালি জাতির জীবনে এসেছিল '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়।

'৭১ সালে বাঙালি জাতি নিজের সুখ-দুঃখের চাইতে অন্যের সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখেছে, বেশি করে দেখেছে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসার বা অন্যকে নিজের মতো ভালবাসার চেতনা বার বার

আসে না। হাজার বছরে একটা জাতির জীবনে একবার এই চেতনা আসে।  
জাতির জীবনে যখন এই চেতনা আসে, তখন গোটা জাতি সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার,  
স্বার্থপরতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল কিছুকে বিদ্রোহে কবলে দাঁড়ায় এবং মুক্তির লড়াই শুরু  
করে।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একমাত্র '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাঙালি এই চেতনায়  
উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং গোটা বাঙালি জাতি স্তবন সকল প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও  
জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখেছে। অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবেসেছে। সমস্ত বিদেশী  
পণ্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করেছে।

এককথায় "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা। নিজের ব্যক্তি  
স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থ বেশি দেখা।"

স্বাধীনতার পর দেশেহেম বিবর্তিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দে ব্রতীয়া ক্ষমতার এসে মুক্তিযুদ্ধের এই  
চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশে বিবর্তিত  
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দে নেতৃবৃন্দে দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বলা যায়, শেখ মুজিবের  
নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হয়েছে।

## আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান রাজতন্ত্রের ক্ষমতা লোপ করে নিজেই ক্ষমতার  
অপব্যবহার করে একজন স্বৈরাচারী হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক জনতা তাকে  
গণ্য করেনি। দেশের গুণসমিত আইনে তার বিচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। এই বিচার শ্রীতি  
কাউন্সিল পর্যন্ত গতিযোছিল এবং তার ফাঁসি হয়েছিল। কবর হতে তার হাড়গোড় তুলে ফাঁসির  
কাঠে খুঁজানো হয়েছিল। এটাই হলো আইনের শাসন।

'৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে দৃঢ় করে দেশের যে ক্ষতি করেছে, সেই  
অপরাধে আমার ফাঁসি চাই।

স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াবির রহমান হত্যার বড়চত্রেত কথা জেনেও জা  
প্রকাশ না করার এবং দত্যাকরীদের সম্পূর্ণ দাকার অপরাধে আমার ফাঁসি চাই।

'৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জয়নাব ও জামির এবং '৮৬-এর ফেব্রুয়ারী  
সেলিম ও দেলোয়ার হত্যায় শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও বড়চত্রেত অংশ নিয়ে যে অপরাধ  
করেছি তার জন্য আমার ফাঁসি চাই।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পও করার জন্য শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও  
নির্দেশে হিন্দু-মুসলমান রাইট শাণিয়ে যে অপরাধ করছি তার জন্য আমার ফাঁসি চাই।

১৯৯২ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নামে ঢাকা শহরে শেখ  
হাসিনার নীলনগ্না ও নির্দেশে যে ১০০ (একশত তিন) জন লোক নিহত হয়, এই অগাধনামা  
১০০ জন মানুষ হত্যার মাঝে আমার ফাঁসি চাই।



## তবে তার আগে

- (১) সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা না করায়, আমাদের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষকে নিহত (শহীদ) হতে হয় এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষিত হয়। এই ত্রিশ লক্ষ মানুষ ইত্যা এবং দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হওয়ার জন্য নারী শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর ফাঁসি চাই।
- (২) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।
- (৩) যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং দেশ স্বাধীন করে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে এনেছে, স্বাধীনতার পর ভারত থেকে সেই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা না এনে, রাজাকার আলবদরসহ ভূয়া স্বাক্ষরের মুক্তিযোদ্ধা মনদ (মার্টিফিকেট) দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।
- (৪) ক্ষমা না চাইতেই স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আল বদরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা ঘোষণা করার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই।
- (৫) মহান বিপ্লবী নেতা কয়েকটি সিরাজ সিকদারকে বন্দী অবস্থায় বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর ফাঁসি চাই।
- (৬) সিরাজ সিকদারকে পুন করে পরিত্যক্ত পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আজ কোথায় শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই।
- (৭) জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার, মিছিল করার অধিকার, মল করার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির উপর একদলীয় (ব্যকশাস) শাসন-শোষণ চালিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।
- (ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের পর শিক্ষিত ছাত্র যুবকদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনার দ্বারা সূচনা হয়েছিল। ছাত্র-যুবকরা ভাবতে শুরু করেছিল “রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়।” কিন্তু শেখ হাসিনা দেশে এসে সন্ত্রাসী, চোরাকরবারী, কানোবাজারী, ঘুষখোরদের রাজনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছে এবং রাজনীতি থেকে সবল প্রকার নীতি-

আদর্শ বোটিয়ে বিচার করে প্রতিষ্ঠিত করেছে নীতিহীন এক রাজনীতি। এই অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার-চাই, শাস্তি চাই।

(ব) স্বাক্ষরে বসে স্বাধীনতার ঘোষণা চুক্তিবাক্য বাস্তবায়িত জিয়াউর রহমানকে হত্যার ঘড়ঘড় ও পরিকল্পনা করে এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে তা বাস্তবায়িত করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(গ) ১৯৮২ সালে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিএনপি সরকার উৎখাত করে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার ঘড়ঘড় লিঙ্গ ব্যক্তির অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ঘ) সামরিক বৈরাত্তরে জেনারেল এরশাদকে হত্যার ঘড়ঘড় রাখার জন্য, ঘড়ঘড় ও পরিকল্পনা করে, ছাত্র আন্দোলনের নামে, '৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামিল ও জামাল এবং '৮৪-র ফেব্রুয়ারীতে সেলিম ও দেলোয়ার হত্যার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(ঙ) ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন গণ্ডি করার জন্য হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নাগিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(চ) ১৯৯২ নাশ থেকে ১৯৯৩ সালের মার্চ পর্যন্ত, আন্দোলনের ইস্যু তৈরী করার জন্য ঢাকা শহরে ১০৩ জন নিরীহ অজ্ঞাতনামা নাগরিক মানুষকে খুন করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।